পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 77 Sunday, 16 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৭৭ সংখ্যা ❋ ৩ ফাল্গুন ১৪৩১, রবিবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আবেগপ্রবণ মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নিউমোনিয়া, হৃদরোগের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শনিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে নিজেকে আর সামলাতে পারেননি তাঁর স্বজন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে রবীন্দ্রসদনে গায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সেই আবেগের কথা প্রকাশ করে ফেললেন তিনি। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সকাল থেকে আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ ধরে কিছু বলতে পারিনি। তারপর অরূপকে (অরূপ বিশ্বাস) ফোনে বলে দিলাম, কী কী করতে হবে। আমি কখনও অতি পরিচিতদের মৃত্যুর পর তাঁদের মুখ দেখি না। জীবিত অবস্থায় যেমন দেখেছিলাম, তেমনই আমার স্মৃতিতে রাখতে চাই। কিন্তু প্রতুলদার বিষয়টা আলাদা। এখানে আসতেই হল, না এসে উপায় ছিল না। শনিবার সকালে ৮২ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। বাংলার পথে পথে তাঁর পথচলায় ইতি পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। ভুগছিলেন নিউমোনিয়ায়, পরে অন্ত্রে অপারেশন হয় তাঁর। তারপর হৃদরোগেও আক্রান্ত হন। এসবের সঙ্গে লড়াইয়ের শেষে হার মানতে হয় ' গান গাই'-এর স্রষ্টাকে। দিন দুই আগেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে দেখতে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেরিয়ে জানিয়েছিলেন, তাঁর ডাকে গায়ক সাড়া দিয়েছেন। শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। এরপর শনিবার সকালে মিলল তাঁর প্রয়াণ সংবাদ। আর তাতেই কার্যত ভেঙে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। স্তব্ধবাক হয়ে যান। অনেকক্ষণ খবরটা বিশ্বাস করতে পারেননি বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আপনজনের থেকেও অধিক ছিলেন। কষ্টে থাকতেন। আমি অনেকবার বলেছিলাম, আমরা একটা ব্যবস্থা করে দিই। কিন্তু উনি বলতেন, ' চালিয়ে নেব'। আমি যখন হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম, তখন উঠে বসলেন, আমি আঙুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। কথাও বললেন। আমাদের চিকিৎসকরা খুব চেষ্টা করেছিলেন, সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষে আর কিছু করা গেল না।

মিড ডে মিল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ তহবিলে বরাদ্দ অর্থ অতিরিক্ত হওয়ায় রাজ্য সরকার অতিরিক্ত পুষ্টির কথা মাথায় রেখে পি এম পোষন প্রকল্পে চলতি অর্থবছরে এগারো দিনের জন্যে বিদ্যালয় পড়ুয়াদের আরও একদিন করে মিড ডে মিলে ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের ৮৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৮৩ জন পড়ুয়ার জন্যে অতিরিক্ত ডিম দিতে রাজ্যের খরচ হবে আরও ৭৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। শিক্ষা দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় সব জেলাশাসকদের আগামী ৩১ মার্চ এর মধ্যে প্রতিটি স্কুলে এই নিয়ম কার্যকরী করার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে পড়ুয়াদের মিড ডে মিলে সপ্তাহে একদিন করে ডিম দেওয়া হয়।

নার্স ও চিকিৎসা কর্মীদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার এসএসকেএম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গত পাঁচ দিনে সাফল্যের সঙ্গে রেকর্ড সংখ্যক দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা ১৭৫ জনের গলব্লাডার অপারেশন সম্পূর্ণ করায় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সেখানকার চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসা কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আজ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি গত সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৩৯০ টি বড় অপারেশন ছাড়াও চিকিৎসকরা এই গলব্লাডার অপারেশন সম্পূর্ণ করায় তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মোদিকে মহান নেতা বলেও দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ তাঁকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ মার্কিন সংবাদমাধ্যমও। তারা দাবি করছে, যেভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দর কষাকষি করেছেন, তা দেখে শেখা উচিত অন্য বিশ্বনেতাদের। সিএনএন-এর বর্ষীয়ান সাংবাদিক উইল রিপ্লে বলছেন, এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবার অত্যন্ত সদর্থক বৈঠক আমরা দেখেছি। একই ভাবে অত্যন্ত সদর্থক বৈঠক করতে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী মোদিকেও। এটা বিশ্বের অন্য নেতাদের কাছে একটা ' যা দেখে তাঁরা বুঝে নিতে পারবেন কী করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দরাদরি করতে হয়। এক্স হ্যান্ডলেও তিনি লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। অথচ এটা খারাপ দিকে যেতে পারত। উনি ওয়াশিংটন ডিসিতে থাকাকালীনই ট্রাম্প পারস্পরিক শুল্কের ঘোষণা করেছেন। বাণিজ্যের এই সংঘাতের সময়ও উভয় পক্ষ

সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি, জ্বালানি, সামরিক বিষয়ে কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মিগা প্লাস মাগা ইজ ইকুয়াল টু মেগা, ট্রাম্পের সঙ্গে একটি চতুর ব্র্যান্ডিং। অন্য নেতারা দেখে শিখুন।' প্রসঙ্গত, সেদিনের বৈঠকশেষে মোদি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রায়ই বলেন ' কথা। আর ভারতে আমরা বিকশিত ভারতের কথা বলি। অর্থাৎ মার্কিন ধারা অনুসারে সেটাকে বলা যায় ' আর একসঙ্গে মিলে ভারত ও আমেরিকা উন্নতির লক্ষ্যে একটি ' জোট তৈরি করবে। প্রসঙ্গত, মোদিতে নিজের মুগ্ধতার কথা জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, আমার থেকে অনেক ভালোভাবে, অনেক শক্ত হয়ে দর কষতে পারেন মোদি। ওঁর ধারেকাছেও নেই আমি। মোদিকে মহান নেতা বলেও দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেই সুরই বজায় রাখল মার্কিন সংবাদমাধ্যমও। উল্লেখযোগ্য, বৈঠকের আগেই অবশ্য ট্রাম্প ঘোষণা করেন, এবার পারস্পরিক শুল্ক আরোপের পথে হাঁটবে আমেরিকা। যা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, এর প্রভাব ভারতের উপরেও পড়তে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের মেজাজ কেমন থাকবে, সেই প্রশ্ন ছিলই। কিন্তু কূটনৈতিক দুনিয়ায় শেষপর্যন্ত দেওয়ানেওয়ার গল্পে কে কী পেল সেটাই আসল। সেক্ষেত্রে বৈঠক থেকে দিল্লির প্রাপ্তি কী হবে তা নিয়েই ছিল আলোচনা। শেষপর্যন্ত দেখা যায় ভারতের প্রাপ্তির ঝুলিতে রয়েছে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান এবং আরও বহু কিছুই।

বিধানসভার পর এবার দিল্লি পুরসভায় সিঁদুরে মেঘ!

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে লজ্জার হার হয়েছে আম আদমি পার্টির, তাদের সাম্রাজ্যে বিরাট ভাঙন ধরেছে। পুরনো দলকে বিদায় জানিয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন আপের তিন কাউন্সিলর। শনিবার দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবার হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন দিল্লি পুরসভার এই তিন কাউন্সিলর। এই ঘটনায় দিল্লি পুরসভা আপের হাতছাড়া হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দিল্লি বিজেপির সদর দপ্তরে এই যোগদানপর্ব উপলক্ষে বীরেন্দ্র বলেন, যে তিন কাউন্সিলর এদিন বিজেপিতে যোগ দিলেন তাঁরা হলেন, অনিতা বাসোয়া ইনি ১৪৫ নম্বর ওয়ার্ড এন্ড্রুজগঞ্জের কাউন্সিলর। এছানা বাকিরা হলেন, হরিনগরে ১৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিখিল চাপরানা ও আরকোপুরম ওয়ার্ড কাউন্সিলর ধর্মবীর সিং। যিনি ওই কেন্দ্রের দুই বারের কাউন্সিলর। আমাদের বিধায়ক অনিল শর্মার কাজে প্রভাবিত হয়েই বিজেপিতে যোগ দিলেন তিনি। সদ্য শেষ হওয়া বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লিতে ৭০ আসনের মধ্যে ৪৮ আসনে জয় পেয়েছে বিজেপি। আপ পেয়েছে মাত্র ২২টি আসন। অন্যদিকে, কংগ্রেস এবারও শূন্য পেয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়ার মতো ভিভিআইপি আপ নেতাদের হারতে হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচন হারলেও দিল্লি পুরসভা এখনও বিজেপির দখলে। যে কোনও প্রকারে এই পুরসভা নিজেদের দখলে পেতে চায় গেরুয়া শিবির। সেই লক্ষ্যেই এই তৎপরতা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২৫০ আসনে দিল্লি পুরসভায় এই দলবদলের পর বিজেপি ও আপ দুই দলের সদস্য সংখ্যা ১১৬ জন করে। কংগ্রেসের কাছে রয়েছে ৭ কাউন্সিলর। সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে দিল্লির মেয়র নির্বাচনে ১৪ জন বিধায়ক ভোট দিতে পারেন। বর্তমানে সেই হিসেবে বিজেপির পক্ষে রয়েছে ১০টি ভোট। তার উপর এই কাউন্সিলরদের বিজেপি যোগ আপের জন্য পুরসভা দখলের সম্ভাবনা আরও কঠিন করে তুলবে। সরকার পতনের পর দিল্লিতে আপের সাম্রাজ্যে যে ভাঙন ধরবে তার আভাস ছিলই, সেটাই এবার দেখা যাচ্ছে দিল্লির রাজনীতিতে। তবে শুধু দিল্লি নয়, ভাঙনের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে পাঞ্জাবে আপের সরকারে। পরিস্থিতি যে খারাপ দিকে যেতে পারে সে আভাস পেয়ে দিল্লি নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই পাঞ্জাবের বিধায়কদের তলব করেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লিতে কেজরির ডাকা সেই বৈঠকে উপস্থিত হন আপের বেশিরভাগ বিধায়কই। বৈঠক শেষে পাঞ্জাব নিয়ে আপ প্রধান কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেও, দিল্লিতে আপের ভিত্তিভূমিতে যেভাবে বিজেপি ভাঙন ধরাতে শুরু করেছে তা সর্বভারতীয় দলের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

নয়া মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বাছতে বৈঠক সোমবার, দৌড়ে এগিয়ে জ্ঞানেশ

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে রাজীব কুমারের কর্মকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে শীঘ্রই। পরবর্তী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নাম চূড়ান্ত করতে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ সোমবার বৈঠকে বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। সার্চ কমিটি মনোনীত পাঁচজন শীর্ষস্তরের আধিকারিকের নাম থেকে রাজীবের উত্তরসূরি বেছে নেওয়া হবে। সূত্রের খবর, এই পদের দৌড়ে এগিয়ে আইএএস অফিসার জ্ঞানেশ কুমার। এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কাজ করেছেন জ্ঞানেশ। চলতি বছরের শেষে বিহার বিধানসভা নির্বাচন। পরবর্তী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে সেই নির্বাচন হবে। পাশাপাশি আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম, কেরল নির্বাচনও পরিচালনা করবেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের মে মাসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন রাজীব কুমার। সম্প্রতি দিল্লি নির্বাচনের সময় আম আদমি পার্টির তরফে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। কংগ্রেসও তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছিল। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর মেয়াদ শেষ হবে।

আয়কর বিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটি ঘোষণা কেন্দ্রের, ফের মুখোমুখি নিশিকান্ত-মহুয়া

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আয়কর বিল পর্যালোচনা করার জন্য ৩১ সদস্যের সিলেক্ট কমিটি গঠন করল সংসদের সচিবালয়। ৩১ সদস্যের ওই কমিটিতে ঠাঁই পেয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র। এই কমিটিতে রয়েছেন বিজেপির নিশিকান্ত দুবেও। অর্থা আয়কর সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটিতেও সম্মুখসমরে দেখা যাবে নিশিকান্ত-মহুয়াকে। বৃহস্পতিবার লোকসভায় নতুন আয়কর বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বিরোধিতা। তৃণমূলের সৌগত রায়-সহ বিরোধী শিবির দাবি করে, এই বিলটি আনার মূল উদ্দেশ্য কর ব্যবস্থার সরলীকরণ। অথচ নতুন আইনে আরও জটিল হবে কর ব্যবস্থা। বিরোধিতার জেরে বিলটি পাশ করানোর চেষ্টা না করে সেটার উপর আলোচনার জন্য সিলেক্ট কমিটি তৈরির প্রস্তাব দেন অর্থমন্ত্রী নিজেই। শনিবার সিলেক্ট কমিটির ৩১ সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ৩১ সদস্যের কমিটিতে প্রত্যাশিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৭ জন সদস্য এনডিএ-র। এর মধ্যে ১৪ জন বিজেপির। বিরোধী শিবিরের ১৪ জন সাংসদ রয়েছেন আয়কর

বিল সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিতে। কংগ্রেসের ছ'জন, সমাজবাদী পার্টির দু'জন, ডিএমকে, তৃণমূল, শিব সেনা (ইউবিটি), এনসিপির শরদ পওয়ারের শিবির এবং আরএসপির এক জন করে সাংসদকে রাখা হয়েছে ওই সিলেক্ট কমিটিতে। লোকসভার বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনের আগেই রিপোর্ট দেবে কমিটি। ওই কমিটির মাথায় রাখা হয়েছে বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত জয় পান্ডাকে। বিজেপির ১৪ সদস্যের মধ্যে অন্যতম মহুয়া মৈত্র। অর্থাৎ একই কমিটিতে ফের সম্মুখসমরে মহুয়া-নিশিকান্ত। ২০২৩ সালে ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় গত বছর সাংসদ পদ খারিজ হয়েছিল মহুয়া মৈত্রর। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের অভিযোগের ভিত্তিতে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করে এথিক্স কমিটি। নিশিকান্তর অভিযোগ ছিল ব্যবসায়ী বন্ধু দর্শন হীরানন্দানির কাছ থেকে নগদ অর্থ এবং দামি উপহার নিয়ে তাঁকে সংসদের ওয়েবসাইটের পাসওয়ার্ড দেন তকালীন তৃণমূল সাংসদ। বস্তুত, পাঁচ বছরের সাংসদ জীবনে মহুয়াকে রীতিমতো তাড়া করে গিয়েছেন দুবে। নতুন সরকার গঠনের পরও দুবের ছায়া যেন পিছু ছাড়ছে না মহুয়ার।

ফের আদানি আশ্রয়ে বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের আদানিদের আশ্রয়ে এল বাংলাদেশ সরকার। আর কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলাদেশকে পুরো ১৬০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে আদানি পাওয়ার। কিন্তু এই বিদ্যুত কেনার ক্ষেত্রে কোনও বাড়তি ছাড় বা সুবিধা পাবে না সরকার। সাফ জানিয়ে দিয়েছে সংস্থা। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের কর ছাড় সংক্রান্ত অনুরোধ খারিজ করে দিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা টালমাটাল। জিনিসপত্রের দাম আকশছোঁয়া। চিন-সহ অন্যান্য দেশের ধার মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। সূত্রে খবর, এই পরিস্থিতিতে ঢাকা অনুরোধ জানিয়েছিল যে, ভারতে যে কর ছাড় পায় আদানি, সেই সুবিধা এবং মূল্যছাড় যেন দেওয়া হয় বাংলাদেশকে। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে এই অনুরোধ খারিজ করে দিয়েছেন আদানি গোষ্ঠী। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিক্রির জন্য ঝাড়খন্ড রাজ্যের গোড্ডায় ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুকেন্দ্র নির্মাণ করেছে আদানি পাওয়ার। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে পড়শি দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর হয়ে। বিদ্যুৎ কিনতে ২০১৭ সালে তৎকালীন হাসিনা সরকারের অধীনে আদানি গ্রুপের সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। চুক্তি অনুযায়ী আদানি গ্রুপের বিদ্যুকেন্দ্রটি থেকে ২৫ বছর বিদ্যুৎ কিনবে পিডিবি। কিন্তু হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভারতের সঙ্গেও তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের কূটনৈতিক টানাপোড়েন। সেই পরিস্থিতিতেই বাংলাদেশের কাছে বকেয়া ৮০ কোটি ডলার মেটানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিল আদানি গোষ্ঠী। বকেয়া বিতর্কের জেরে চাপের মুখে গত অক্টোবর মাসে আদানির থেকে বিদ্যুৎ কেনা অর্ধেকে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র। তাদের যুক্তি ছিল, বকেয়া বিতর্কের আবহে এবার আদানির থেকে বিদ্যুৎ কেনা অর্ধেকে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র।

বুধ বা বৃহস্পতিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ, মেগা শো'র প্রস্তুতি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিতে কে বসতে চলেছেন তা ঠিক হওয়ার আগেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের তো।জো। শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপির অন্দরে। বিজেপি সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি শপথ নিতে চলেছেন দিল্লির পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী। ২৬ বছর পরে দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতা দখল করেছে। সূত্রের খবর, এই বিজয়োসব উদযাপন করতে দিল্লির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে মেগা-শো হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী তো বটেই সঙ্গে দেশের সমস্ত বিজেপি শাসিত রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেঃদ্রীয় মন্ত্রী, দলের সর্বভারতীয় পদাধিকারী সকলেই সেখানে হাজির থাকবেন। শপথ অনুষ্ঠানের জন্য আপাতত দুটি জায়গাকে বাছা হয়েছে। রামলীলা ময়দান ও জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম। তার মধ্যে চূ।ান্ত সিলমোহর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে বিজেপির বৈঠকেই বসবে। শনিবার থেকেই দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর থেকে ফেরার অপেক্ষাতেই ছিলেন বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। আগেই ইঙ্গিত মিলেছে যে মুখ্যমন্ত্রী বাছাই হবে বিধায়কদের মধ্যে থেকেই। মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে বিভিন্ন নাম শোনা গেলেও নয়াদিল্লি কেন্দ্রের বিধায়ক প্রবেশ বর্মা দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন বলে বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব সূত্রের খবর। আম আদমি পার্টি সুপ্রিমো, তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে পরাস্ত করার কৃতিত্ব তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। তাছাড়া জাতিগত সমীকরণের হিসেব প্রবেশকে এগিয়ে রেখেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে লড়াইয়ে আরও বেশ কয়েকজন রয়েছেন। বিজেপি শেষমুহূর্তে চমক দিতে পারে। বিজেপি সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শপথ নেবেন মোট ৯ মন্ত্রী। মন্ত্রীপদের জন্য প্রাথমিকভাবে ১৫ জন বিধায়কের তালিকা তৈরি হয়েছে। এদের মধ্যে থেকেই বেছে নেওয়া হবে সম্ভাব্য মন্ত্রীদের। ১৭ বা ১৮ ফেব্রুয়ারি বিজেপির বিধায়কদলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে সিলমোহর প।তে পারে।

আজ কুম্ভস্নানে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, ভুয়ো প্রচার রুখতে তৎপর পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সনাতন বিশ্বাস আর হিন্দু ধর্মের যে তাঁরাও অনুরাগী, তারই বার্তা দিতেই ১৬ ফেব্রুয়ারি তাঁরা কুম্ভে যাচ্ছেন বলেই জানা গিয়েছে। সফরসূচী সম্পর্কে এখনও বিশদ কিছু জানা যায়নি। এদিকে, কুম্ভের মাত্রাছা।। যাত্রী ভিড় সামাল দিতে এবার স্পেশাল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালানোর সিদ্ধান্ত রেল বোর্ডের। অন্যদিকে, পূর্ণকুম্ভ সম্পর্কে ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ উত্তর প্রদেশ পুলিশের। প্রয়াগরাজে আয়োজিত মহাকুম্ভ মেলা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক ছবি-তথ্য-রিল পোস্ট করে চলেছেন নেটিজেনরা। তার মধ্যেই মেলা সম্পর্কে ভুয়ো প্রচারের অভিযোগও উঠেছে। জানা গিয়েছে, প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলা সম্পর্কে ভুয়ো প্রচার রুখতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তার পরেই এমন ৫৩টি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

'শিশমহল' নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিল কেন্দ্র, বিপাকে কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সাম্প্রতিক দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে আম আদমি পার্টি। ভোটের প্রচারের সময় বিজেপি নেতাদের মুখে থাকত, কেজরিওয়ালের শিশমহলের কথা। দিল্লির ৬, ফ্ল্যাগশিপ রোডের ওই বাংলোতে ২০১৫ সাল থেকে থাকতেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বিজেপির অভিযোগ, কেজরিওয়াল ওই বাসভবনের সংস্কার করিয়েছিলেন। আর সেই সংস্কারে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। এবার সেই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করল কেন্দ্রীয় সরকার। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়ে লেফ্টেন্যান্ট গভর্নরকে চিঠি দেন দিল্লি বিজেপির প্রধান বীরেন্দ্র সচদেবা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই ওই বাসভবন ছেড়ে দেন এএপি সুপ্রিমো। তারপর গত অক্টোবর মাসে সেই বাসভবন নিয়ে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর। রিপোর্টে জানা যায়, ওই বাসভবনে এমন একাধিক বিলাসবহুল আসবাব, যন্ত্রপাতি রয়েছে। এবার সেই পূর্ত দফতরের কাঁধেই বাসভবনের তদন্তের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

৩৬৯ বন্দিকে মুক্তি ইজরায়েলের, হামাস ছাড়ল ৩ জনকে

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ 'ভুলব না ক্ষমাও করব না', বন্দিদের টি-শার্টে এমনই বার্তা দিয়ে ৩৬৯ জন প্যালেস্তিনিয়কে মুক্তি দিল ইজরায়েল। অন্যদিকে, মিশর ও কাতারের মধ্যস্থতায় শনিবার হামাস মুক্তি দিল আরও ৩ বন্দিকে। ৪৯৮ দিন পর হামাসের কবল থেকে মুক্ত হওয়া এই বন্দিদের তালিকায় রয়েছেন এক মার্কিন নাগরিকও। আসলে প্রতিবার বন্দিমুক্তির ঠিক আগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হামাস। যেখানে বন্দিদের এনে হামাসের প্রশংসা করানো হয়। প্যালেস্টাইনের হাজার হাজার নাগরিক এই অনুষ্ঠানে জড়ো হন। প্রতিবার হামাসের এহেন কর্মকাণ্ডের জেরে ক্ষুব্ধ ইজরায়েল। শনিবার ৩ বঃিদকে মুক্তি দেওয়ার সময় একই আয়োজন করা হয় খান ইউনুসে। এরপর সকাল ১০টা নাগাদ তাদের তুলে দেওয়া হয় রেড ক্রসের হাতে। যাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন আইয়ার হর্ন (৪৬), সাশা ট্রাউফানভ (২৯), সাগুই ডেকেন চেন (৩৬)। মুক্তির আগে তাঁদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে ব্যাগ ও অ্যালবাম। বন্দি অবস্থায় বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি রয়েছে তাতে। অন্যদিকে, শনিবার ৩৬৯ জন প্যালেস্তিনিয় বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে ইজরায়েলের তরফে। যাঁদের মধ্যে ৩৬ জন ইজরায়েলের জেলে যাবজ্জীবন সাজা খাটছিলেন। বাকি ৩৩৩ জন বন্দিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ইজরায়েল ও গাজার মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন। এই বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার সময় তাদের এক ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, এদের প্রত্যেকের পরনে রয়েছে সাদা টি-শার্ট ইজরায়েলের জাতীয় লোগো-সহ লেখা, 'ভুলব না, ক্ষমাও করব না'। বলার অপেক্ষা রাখে না, ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের মাটিতে হামাসের সেই হামলার বদলা নেবে ইজরায়েল। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের মাটিতে হামাসের হামলায় মৃত্যু হয় ১২০০ জনের। সেই হামলায় হামাসের হাতে বন্দি হয়েছিলেন ২৫১ জন যাঁদের মধ্যে ৩৪ জন বন্দির মৃত্যু হয়েছে পণবন্দি থাকাকালীন। বাকিদের মধ্যে, ১২৮ জনকে ইতিমধ্যেই মুক্তি দিয়েছে হামাস। ৮ জনকে উদ্ধার করেছে ইহুদি সেনা, ৩৭ জনের দেহ উদ্ধার হয়। বন্দিদশা থেকে পালিয়েছেন ৩ জন। এখনও বন্দি অবস্থায় রয়েছেন ৪১ জন।

নিষিদ্ধ হবে আওয়ামি লিগ?

মহা বৈঠকের পর বড় ঘোষণা করবেন ইউনুস

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দ্রুত নিষিদ্ধ করা হোক আওয়ামি লিগকে। বিএনপির মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি তথাকথিত ' ছাত্ররাও এখন এই দাবিতেই সরব। আর এতেই হাসিনার দলকে রাজনীতির ময়দান থেকে মুছে ফেলার ছুঁতো পেয়ে গিয়েছে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। আজ শনিবার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বলেন প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। এই বৈঠকে বক্তব্য রাখার পর বড় কোনও ঘোষণা করতে পারেন তিনি বলেই সূত্রের খবর। মনে করা হচ্ছে, শেখ হাসিনার দল আওয়ামিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে এই বৈঠকে।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডে ফরেন সা ভি´স অ্যাকাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রথম বৈঠক ডাকা হয়েছে। আজ বেলা তিনটে থেকে বিকেল সা।ে পাঁচটা পর্যন্ত বৈঠক চলবে। আলোচনার পর প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস বৈঠকে বক্তব্য রাখবেন। কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছে। আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছে বিএনপিও। এনিয়ে খালেদা

জিয়ার দল জানিয়েছে, বৈঠকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেবে। আজকে যে রাজনৈতিক দলগুলো বৈঠকে থাকবে আগামী দিনের তাদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চালিয়ে যাবে ইউনুস সরকার।

প্রসঙ্গত, অন্তর্বর্তী সরকার প্রথম পর্যায়ে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এই ছয় কমিশনের চেয়ারম্যানদের নিয়ে গত বুধবার ' ঐকমত্য গঠন কমিশন' গঠন করে সরকার। যার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনুস। এই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে জামাত। কয়েকদিন আগে ইউনুসের সঙ্গে গিয়ে কথা বলেন বিএনপির প্রতিনিধিরাও। সেই বৈঠকেও আওয়ামিকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে কথা হয়। এই ব্যাপারে সহমত হয় বিএনপিও। তবে আওয়ামিকে নিয়ে খালেদা জিয়ার দলের অন্দরেও দ্বিমত রয়েছে। একটা পক্ষ চাইছে হাসিনার দলকে নিষিদ্ধ করা হোক। কিন্তু অন্য একটা পক্ষ চাইছে রাজনীতিতে থাকুক আওয়ামি। কারণ কোনও রাজনৈতিক দলকে এভাবে নিষিদ্ধ করা হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে যাবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোকে কোণঠাসা করে মৌলবাদীদের প্রভাব বাড়বে।

মাতৃকাশ্রম প্রণব সঙ্ঘ আশ্রমে উৎসবের আয়োজন

দুরন্তবার্তা,কলকাতা,১৫ ফেব্রুয়ারিঃ পরম পূজ্যে সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী মহারাজের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে আশ্রমে একটি সারাদিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবের দিনটি হবে আগামী বুধবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারি,২০২৫ (৬ই ফাল্গুন, ১৪৩১)। মধ্যাহ্নে ভোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সন্ধ্যাবেলা একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের পর হোম অনুষ্ঠিত হবে।

আজ আদি মহোৎসবের সূচনা, অনুষ্ঠান চলবে ২৪ তারিখ পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার আদি মহোৎসব ২০২৫-এর শুভ সূচনা করবেন। রবিবার দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ স্টেডিয়ামে আদি মহোৎসব ২০২৫-এর উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি। ১৬ তারিখ থেকে শুরু হয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান।এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল, উপজাতীয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগী মনোভাব, কারুশিল্প, সংস্কৃতি, রন্ধনপ্রণালী এবং বাণিজ্য উদযাপন করা। ৯ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানটি চলতি মাসের ২৪ তারিখে শেষ হবে। এই অনুষ্ঠানটি ৬০০-রও বেশি আদিবাসী উদ্যোক্তাদের একত্রিত করবে।

শিমলার মতো মানালিতেও স্বল্প তুষারপাত, চিন্তায় হোটেল ব্যবসায়ীরা

শিমলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এবারের শীতকাল হতাশ করেছে হিমাচল প্রদেশকে, তুষারপাতের পরিবর্তে শুষ্ক আবহাওয়ার সাক্ষী হতে হয়েছে পাহা।ি এই রাজ্যকে। শিমলার মতো স্বল্প তুষারপাত হয়েছে মানালিতেও, সেই অর্থে দেখা নেই পর্যটকদের। তাই স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হোটেল ব্যবসায়ীরা।গত ১৫ বছরে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত তুষারপাত লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এই বছরও তুষারপাত প্রায় হয়নি বললেই চলে। শিমলা ও মানালিতে তুষারপাত কমে যাওয়ায় হোটেল মালিকরা যথেষ্ট চিন্তিত। গত কয়েক বছর ধরে মানালিতে কম তুষারপাত হচ্ছে, শুষ্ক আবহাওয়া কৃষিকাজেও প্রভাব ফেলেছে বলা হয়।

প্রয়াত কবি সুভদ্রা কুমারী চৌহানকে শ্রদ্ধাঞ্জলি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

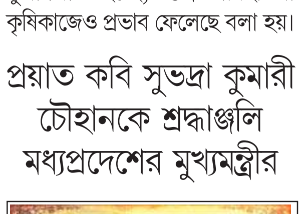

ভোপাল, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কবি সুভদ্রা কুমারী চৌহানের পুণ্যতিথিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন।মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। ১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর অসামান্য সাহিত্যসাধনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদানকে স্মরণ করান দেশবাসীকে প্রতি মুহূর্তে।মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যমে বলেন, বুন্দেলে হারবোলোনের মুখে আমরা শুনেছি সেই কাহিনি, তিনি ছিলেন ঝাঁসির রানীর মতো তিনি আরও বলেন, সুভদ্রা কুমারী চৌহান কেবল একজন কবি নন, তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণাদাত্রী। তাঁর কবিতাগুলো শুধু সাহিত্য নয়, বরং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অমূল্য দলিল। তাঁর লেখনী যুবসমাজের মধ্যে দেশপ্রেমের অগ্নিশিখার মতো প্রজ্বলন করেছিল।

উত্তরপূর্ব মানেই অসম নয়, এই রাজ্যের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং অর্থনৈতিক গতিপথ রয়েছে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ‘ অন্য রাজ্যের মধ্যে অসমের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং অর্থনৈতিক গতিপথ রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল মানে অসম নয়। আমি সমস্ত দূতাবাসকে অসমকে উত্তরপূর্বীয় অন্য রাজ্যের পরিস্থিতি থেকে আলাদাভাবে বিবেচনা করতে বলেছি। কারণ আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অন্য রাজ্যের দ্বারা প্রভাবিত নই, অসমকে একসারিতে বসানো ঠিক হবে না।’ বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে আজ শনিবার জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বহুল প্রতীক্ষিত আসন্ন ‘ আসাম ২.০’ বিনিযোগে শীর্ষ সম্মেলন প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব। আগামী ২৫ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠেয় ‘ আসাম ২.০’ শীর্ষ সম্মেলনে বিনিয়োগকারী টানতে কয়েকটি বিদেশ সফর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিদেশ সফরকালে তিনি সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে অসমে সম্ভাব্য উন্নত বাণিজ্যের প্রামাণিক তথ্য দিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ তিনি রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নানা বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন সাংবাদিক সম্মেলনে। অসমের স্বাধীন বিনিয়োগ কৌশল এবং রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সুরক্ষিত করার ওপর তিনি যে জোর দিয়েছেন, তা জানান মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণ পরামর্শ এবং তাঁর অফিসের যে কোনও সমন্বয় প্রচেষ্টা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, ‘ দৃষ্টি কেবলমাত্র অসমের দিকে। একটি ফেডারেল সেটআপের অধীনে আমি উত্তরপূর্বীয় অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারি না, বা তাদের পক্ষে সমন্বয় করার ক্ষমতা আমার নেই। এ ধরনের দায়িত্ব কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর রয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে কোনও সমন্বয়ের ভূমিকা নেই।’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ আসাম ২০ শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য অসমের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে চালিত করতে উল্লেখযোগ্য দেশি ও বিদেশি বিয়োগ আকর্ষণ করা।’ প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ‘ সালের মধ্যে ১৪৩ বিলিয়ন ডলারের গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিএসডিপি) পৌঁছাতে রাজ্য সরকারের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যের সাথে ইভেন্টটি অসমের শিল্প সম্ভাবনা এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত উদ্যোগগুলিকে প্রদর্শন করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।’ মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা মনে করেন, অসমের স্বতন্ত্র পদ্ধতির ওপর পূর্ব-ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে রাজ্যকে অবস্থান করতে তাঁর সরকারের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শীর্ষ সম্মেলনটি

পাঠ্যপুস্তক বুদ্ধিমত্তার জন্য মোটেও চ্যালেঞ্জ নয়, পরীক্ষা পে চর্চায় বললেন জগ্গি বাসুদেব

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পরীক্ষার ভীতি কাটাতে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিনয় করলেন আধ্যাত্মিক গুরু ও ঈশা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদগুরু জগ্গি বাসুদেব। শনিবার পরীক্ষা পে চর্চার একটি এপিসোডে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার সময় জগ্গি বাসুদেব বলেছেন, আপনাদের পাঠ্যপুস্তক আপনাদের বুদ্ধিমত্তার জন্য মোটেও চ্যালেঞ্জ নয়, আপনি যেই হোন না কেন। আপনি এখনও পর্যন্ত স্কুলে ভাল না করলেও, আমি এখনও আপনার বুদ্ধিমত্তার জন্য আপনাকে বলছি পাঠ্যপুস্তকগুলি কোনও চ্যালেঞ্জ নয়। আপনি অপ্রয়োজনীয়ভাবে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে পাঠ্যপুস্তকের কাছে গিয়ে নিজের জন্য এটিকে কঠিন করে তুলছেন। আপনার পাঠ্যবইকে খেলায় পরিণত করুন। আপনি কেন খেলার ছলে শিখতে পারবেন না? আপনি যদি খেলায় পরিণত করতে পারেন, তবে আপনার পাঠ্যপুস্তক মোটেও চ্যালেঞ্জ নয।সদগুরু জগ্গি বাসুদেব আরও বলেছেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আপনার একটি সক্রিয় গতিশীল বুদ্ধি আছে। একবারও ভাববেন না, আমি কি এই ব্যক্তির মতো বুদ্ধিমান নাকি ওই ব্যক্তির মতো? এমন কিছু নেই... প্রত্যেকেই ঝকঝকে করতে পারে এবং এমন কিছু করতে পারে যা অন্যরা কল্পনাও করতে পারে না। বুদ্ধিমত্তা জীবনের অভিজ্ঞতার গভীরতা তৈরি করে। আপনি যত বেশি আপনার বুদ্ধিমত্তা সক্রিয় করবেন, আপনি যা দেখছেন তার সব কিছুতে আপনার তত বেশি গ্রহণযোগ্যতা থাকবে।

এই বছরের বাজেট ভারতকে বিকশিত দেশে পরিণত করবেঃকিরেন রিজিজু

শ্রীনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, এই বছরের বাজেট ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিকশিত দেশে পরিণত করবে। শনিবার সকালে শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিরেন রিজিজু বলেছেন, আপনাদের দেখতে হবে বাজেট থেকে সাধারণ মানুষ কী পেয়েছে। ২০২৫-২৬-এর এবারের বাজেট ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি বিকশিত দেশ হিসাবে গড়ে তুলবে। একটি বিকশিত ভারত গড়ার ভিত্তি স্থাপন করা প্রয়োজন এবং এই বাজেটে সেটি স্থাপিত হয়েছে। এই বাজেটে একটি বিশেষ প্রস্তাব করা হয়েছে, বিশেষ করে আমাদের পরিকাঠামো, দরিদ্র কৃষক এবং মহিলাদের জন্য, মহিলাদের জন্য।কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, আমরা সবাই জানি, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা কী ছিল এবং এখন তা কত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই বাজেটে প্রথমত, আমাদের মধ্যবিত্ত, বেতন শ্রেণী বড় স্বস্তি পেয়েছে যা আগে কখনও ভাবিনি বা পায়নি। এই বছরের বাজেটে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে। আপনি যদি প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা আয় করেন, তাহলে আপনাকে ১ টাকাও ট্যাক্স দিতে হবে না।

নাগরপোঁতার জঙ্গলে রাজকন্যা ও গোপকিশোরের অমর প্রেমকাহিনীকে কচি পাতায় শ্রদ্ধা নিবেদন যুগলদের

দুর্গাপুর, ১৫ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রুতিকথার পাতায় লেখা এক অমর প্রেমগাথা, যা হার মানায় সিনেমার বড় গল্পকেও। আউশগ্রামের নাগর পোঁতার শাল-পিয়ালের ঘন জঙ্গলে আজও জীবন্ত হয়ে আছে রাজকন্যা ও গোপকিশোরের বেদনাদায়ক প্রেমকাহিনী। প্রেম দিবসে তাঁদের স্মরণ করতে দেবশালার সমাধিস্থলে ভিড় করেন বহু প্রেমিক-প্রেমিকা। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এক অনন্য প্রথা, যেখানে ফুলের বদলে কচি পাতা দিয়ে হয় পুজো।পৌরাণিক প্রেমের ইতিহাসে প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা। বর্ধমানের সামন্ত রাজাদের অন্দরমহল ছিল রাজগড়। সেখানেই জন্ম নিয়েছিল রাজকন্যা ও গোপ সম্প্রদায়ের এক রাখাল কিশোরের অমর প্রেম। কথিত আছে, গোপকিশোর রাজবাড়িতে দুধ দিতে যেতেন, সেখানেই রাজকন্যার সঙ্গে পরিচয়। গোপকিশোরের বাঁশির সুরে রাজকন্যা এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, রাজপ্রাসাদের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে তাঁরা প্রেমে পড়েন।কিন্তু তকালীন সমাজের জাতিভেদ প্রথা তাঁদের এই সম্পর্ক মেনে নেযনি। একদিন শত্রুদের আক্রমণের সুযোগ নিয়ে রাজকন্যা পালিয়ে এসে গোপকিশোরের কাছে আশ্রয় নেন। কিন্তু রাজা ও প্রহরীদের হাতে ধরা পড়েন তাঁরা। হিংস্র লাঠিয়ালদের হাতে গোপকিশোরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং রাজকন্যার সামনে তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। প্রেমিকের এই মর্মান্তিক পরিণতি দেখে রাজকন্যাও আত্মহত্যা করেন। তাঁদের মৃতদেহ পাশাপাশি সমাধিস্থ করা হয।প্রেম দিবসে স্মরণীয় উৎসবে স্থানীযদের কথায, রাজকন্যা ও গোপকিশোরের প্রেমকে সম্মান জানিয়ে দেবশালার সমাধিস্থল আজও পবিত্র মনে করা হয়। ভ্যালেন্টাইন ডে-তে এখানে প্রেমিক যুগলরা ভিড় করেন। ফুলের বদলে কচি পাতা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাঁরা। গ্রামবাসীরা জানান, কয়েক বছর আগে সমাধিস্থল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছে এবং লাল রঙে রাঙানো হয়েছে। প্রতিবছর এখানে প্রেমদিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সেই অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছে।গ্রামের বাসিন্দা সৌমেন পাত্র বলেন, এই প্রেমকাহিনী নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য এলাকাবাসী অনেক উদ্যোগ নিচ্ছে। এই স্থানটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি জানানো হয়েছে।জাতিভেদের নিষ্ঠুর রোষে বলিদান দিয়েও যে প্রেম অমর হয়ে থাকতে পারে, তা আজও প্রমাণ করে রাজকন্যা ও গোপকিশোরের কাহিনী। তাঁদের আত্মত্যাগের গল্প প্রেমের সত্যিকার তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করে। আর তাই, প্রেম দিবসে দেবশালার জঙ্গলে ভিড় জমায় শত শত মানুষ।

স্তম্ভ হিসাবে মহাকুম্ভকে ধরে রেখেছে অসংখ্য সংগঠন

প্রয়াগরাজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভের সুবিশাল কর্মযজ্ঞে সিংহভাগ অংশ নিয়েছে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী এবং বেসরকারি সংগঠন। অনুঘটকের মতো সেই সব সহযোগী আপ্রাণ চেষ্টা করেছে মহাকুম্ভকে সফল করার।দীর্ঘ ১৪৪ বছর পর মহাকুম্ভের অমৃত স্নান সম্পন্ন হচ্ছে। এবারের মহাকুম্ভে শ্রী পঞ্চায়েতি আখড়া মহানির্বাণী এবং শ্রী শম্ভু পঞ্চায়েতি অটল আখড়ার সাধুরা সঙ্গমে প্রথম অমৃত স্নান শুরু করেছিলেন। তাঁদের মুখে ছিল হর হর মহাদেব ধ্বনি। অমৃত স্নানের পর মহানির্বাণী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর চেতন গিরিজি মহারাজ বলেন যে, প্রতি বারো বছর অন্তর প্রয়াগরাজে পূর্ণ কুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। আর ১২টি পূর্ণ কুম্ভের পর এই মহাকুম্ভ আসে প্রায় ১৪৪ বছর পরে। এই মহাকুম্ভে যাঁরা স্নান করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা খুবই সৌভাগ্যবান।পুণ্যস্নানের জন্য গঙ্গা, যমুনা এবং অন্ত ঃসলিলা সরস্বতী নদীর পবিত্র সঙ্গমস্থলে অসংখ্য ভক্ত জড়ো হয়েছেন। এই বিপুল পরিমাণ পুণ্যার্থীকে কি কোনও সরকার সামাল দিতে পারে? স্তম্ভের মতো পরম মমতায় এগিয়ে এসেছে আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলো। কিংবদন্তি অনুসারে, এখন যেখানে হরিয়ানার পালওয়ালের পঞ্চবটী পঞ্চবন পীঠ। পাণ্ডবরা সেখানে তাঁদের নির্বাসনের দিনগুলি কাটি?ছিলেন। পরে সেখানে একটি মন্দির তৈরি হয। হনুমান মন্দির এবং শিব ও মাতার জন্য পৃথক মন্দির রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মহামন্ডলেশ্বর রাঘব দাস জি মহারাজ, মহন্ত ঋষি কুমার দাস, রামসহারে দাস ও তাঁদের কিছু অনুগামী দিনভর আশ্রম পরিচালনায় ব্যস্ত।প্রয়াগরাজে ব। মাপের পরিষেবা দিয়েছে ভারত সেবাশ্রম। সূত্রের খবর, প্রয়াগরাজের রামকৃষ্ণ মিশনের শিবির হয়েছে প্রয়াগে। ৫ দিনের প্যাকেজ ৬,০০০- টাকা, খাওয়া নিয়ে। তদারকির দায়িত্বে রামকৃষ্ণ মিশন এলাহাবাদের সেক্রেটারি মহারাজ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের টেন্ট আছে। যোগাযোগের নম্বর ৮০০৪০১৯২৪৬। প্রণব কন্যা সেবাশ্রমের তাঁবু হয়েছে। নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে সংগঠনের (হৃদয়পুর) অধ্যক্ষা। যোগাযোগের নম্বর ৮৩৩৪০৭৯৬৬৯।প্রয়াগে রয়েছে বাঙালির আশ্রম (ফোন ৯৮৩০১২৬৫৩৬)। সেক্টর ২৪-এ সংকোটমোচন মার্গে প্লট ৪৭৪৫ ও ৪৭৮৯-এ (আরএল সঙ্গম ঘাটের বাঁদিকে, নয়াপুলের নিচে) আছে সোনামুখীর যোগেশ কৃষ্ণ যোগাশ্রম ও বলরামপুরের বিজয় কৃষ্ণ সেবক সংঘ। ফোন নম্বর ৭৩৬৩৮০০২৮৫ ও ৯৫৭২৬০৮১৯৪।প্রতিটি সেক্টরেই অনেক আশ্রম। প্রতিটি আশ্রমকে কমবেশি দু’একর জমি বরাদ্দ করেছে স্থানীয় প্রশাসন। প্রতিদিন দে।শ-দুশ পুণ্যার্থী নিখরচায় থাকার সুযোগ পাচ্ছেন প্রতিটিতে। কেউ কেউ স্বতোপ্রণোদিত হয়ে কিছু দক্ষিণা দিচ্ছেন আশ্রমকে। পঞ্চবটীর মহন্ত আবার প্রাপ্ত সেই দক্ষিণা থেকে তাঁদের দুপুরের ভোজসভায় খেতে বসা প্রত্যেককে ২০ টাকা করে দান করে দিচ্ছেন।মুক্তিমার্গে শ্রীরামকৃষ্ণ নগরের হাল ধরেছেন বলরাম বাবা। কাছেই মোর কুটি খালসা বৃন্দাবন। শিবির করেছে বৃন্দাবনের নমামী সুদামা কুঠী নগর খালসা, হরিদ্বারের কৃষ্ণায়ন দেশি গোরক্ষাশালা, যোগীরাজ রামচন্দ্র দাসের (বালক বাবা) বেদেহি ভবন শিবির, মহামন্ডলিশ্বর ঈশ্বর দাসের হৃষিকেশ খালসা, প্রভুপ্রেমী সংঘ শিবির, শ্রীমহন্ত মহাযোগী রঘুবংশ দাসজি শ্রীতপস্বী মারুতি ক্যাম্প।বাপসী মার্গ আর অক্ষয়বট মার্গের সংযোগস্থল থেকে সঙ্গমঘাটের দিকে দু’পা এগোলেই বাঁদিকে মহামন্ত্রী নির্মল দাসের কামধেনু খালসা কলকাতা, প্রয়াগরাজের মহন্ত শ্রী প্রেমদাসজীর রাম জানকী মন্দির, অখিল ভারতীয় শ্রীপঞ্চ রামানন্দীর নির্মোহী আখড়া, চিত্রকূট ধামের শ্রীরাম আশ্রয় শিবির, নাসিকের ত্রম্বোকেশ্বর রোডের শ্রী মহেন্দ্র রামপ্রসাদজীর কাটিয়া খালসা। শেষোক্ত আশ্রমের অন্যতম এক নিয়ন্ত্রক এই প্রতিবেদককে বলেন, প্রতি মাঘ মাসে আমরা এখানে শিবির করি।আশ্রমগুলোয় পুণ্যার্থীদের থাকার জন্য টিনের বা খড়ের ঘর। কোথাও বড় সামিয়ানা। মেঝেতে বেছানোর বিছানা, কম্বলের যোগান দিচ্ছে আশ্রমই। মাইকে ভজন, কোথাও জীবনের মন্ত্র পড়ে শোনাচ্ছেন। রোজ নিখরচায় চা, প্রসাদখাবার বিতরণ হচ্ছে। রোজ নামগান, কীর্তন হচ্ছে কিছু শিবিরে। এসবের মাধ্যমে কর্মসংস্থানও হচ্ছে অজস্র মানুষের।কথা হল উত্তর ভারতের দুই প্রবাসী কীর্তনীয়ার সঙ্গে। একজন উত্তর প্রদেশের মেরঠের জয়নারায়ণ বিশ্বাস। অপরজন নৈনিতালের অলোক রায়। প্রায় এক মাস ধরে দুবেলা, তিন ঘন্টা করে ঠাকুরের নামকীর্তন করেছেন। দক্ষিণা পেয়েছেন দিনে মাথাপিছু দে। হাজার টাকা করে।অক্ষয় পাত্র নামে একটি এনজিও অংশগ্রহণকারীদের খাবার পরিবেশন করছে। মুম্বই-ভিত্তিক অপর একটি এনজিও ‘ গ্রিন সোসাইটি’ ২০২৫ সালের মহাকুম্ভকে পরিবেশ বান্ধব অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করছে। এক থাইলু, এক থালি উদ্যোগের অধীনে, এই এনজিও অব্যবহার্য পাত্রের অপচয় কমাতে ২৫,০০০ পুনর্ব্যবহারযোগ্য ইস্পাতের প্লেট বিতরণ করছে।খবরে প্রকাশ, ইসকন ও আদানি গোষ্ঠী প্রতিদিন ১ লক্ষ পুণ্যার্থীকে খাবার পরিবেশন করেছে। প্রায় ৩৫০০ আদানি স্বেচ্ছাসেবক এই প্রকল্পে কাজ করেছেন। ১০০টি ফুড ট্রাক আদানি গ্রুপ সরবরাহ করেছে। সংস্থার প্রায় ১২৫ আধিকারিক প্রতিদিন সম্পূর্ণ সময় দিয়েছেন। দেওয়া হয়েছে ভাত, রুটি, ডাল, ছোলা বা রাজমা, শাকসবজি এবং হালুয়া বা বুন্দি লাড্ডু। কাঠের চুলায় এবং গোবরের পিঠের আগুনে খাবার তৈরি করা হয়েছে।পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় ১৫ হাজার কর্মী রেখেছেন আদানিরা। খাবার তৈরি করা হয়েছে কাঠ ও গোবরের পিঠার জ্বালানিতে মাটির চুলা ব্যবহার করে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে। প্রধান স্নানের দিনে ভক্তদের ভিড় যেখানে যেখানে থামানো হয, বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন এবং বেশ কয়েকটি হোল্ডিং এলাকা সহ প্রয়াগরাজ জুড়ে ৪০ টি সেরকম কেন্দ্রেখাবার বিতরণ করা হয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান, এবারের পর্ব ১১৯-তম

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার মাসিক মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১১৯-তম পর্ব।২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেনঃদিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশের ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরেই ছাড়লাম, এমন মন্তব্য করেছেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার বাংলাদেশ ইস্যুতে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন। শনিবার সকালে খ।গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, এমনকি ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিশ্বাস করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সমস্যার (বাংলাদেশ সমস্যা) সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন।আমেরিকা ভারতে আরও পারমাণবিক চুল্লি স্থাপনের বিষয়ে.বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ভারত এখন এমন একটি অবস্থানে পৌঁছেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত দেশ ভারতের শক্তিকে স্বীকৃতি দেয়, ভারতকে সমর্থন করে এবং ভারতের উপর পূর্ণ আস্থা রাখে।

ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব ওম বিড়লার, পুণ্যস্নান পীযূষ গোয়েলেরও

প্রয়াগরাজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। শনিবার মহাকুম্ভ মেলায় এসে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন ওম বিড়লা। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেছেন, এটি গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর এই পবিত্র ভূমিতে আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মের সংমিশ্রণ যেখানে মানুষের মধ্যে অপরিসীম ভক্তি রয়েছে। বিড়লা আরও বলেন, এটি ভারতের আধ্যাত্মিকতা, আস্থা ও সংস্কৃতির একটি মণ্ডলী। আমি সকলের মঙ্গল কামনা করেছি, এটি ভারতের আধ্যাত্মিকতার একটি প্রতীক।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও এদিন ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। গোয়েল বলেছেন, এটা সত্যিই একটি আবেগময.মুহূর্ত। মহাকুম্ভ দেখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এটি ভারতের সম্মিলিত চেতনার নিখুঁত উদাহরণ, ভারত এবং বিদেশ থেকে ৫০ কোটিরও বেশি মানুষ মহাকুম্ভ পরিদর্শন করেছেন এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রদর্শন করেছেন।

সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষা শুরু, পরীক্ষার্থী ৪২ লক্ষেরও বেশি

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশজুড়ে শুরু হয়েছে সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষা। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রায় ৪২ লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী শনিবার মোট ৭৮৪২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছেন। শনিবার কলকাতা, দিল্লি, জম্মু ও কাশ্মীর-সহ দেশের সর্বত্রই শুরু হয়েছে সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষা।দশম শ্রেণীর পরীক্ষা শেষ হবে ১৮ মার্চ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা শেষ হবে ৪ এপ্রিল। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে বোর্ড। প্রয়োজনীয় নথি ও পরীক্ষা সরঞ্জাম ছাড়া হলে অন্য কিছু নিয়ে পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ নিষেধ।

কেন্দ্রীয় বাজেট দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, মন্তব্য অনুরাগের

বিলাসপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটের ঢালাও প্রশংসা করলেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর। তাঁর মতে, ভারত সরকারের বাজেট ভারতকে বিকশিত ভারতে পরিণত করার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। শনিবার ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, এখন ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতি। এতে মধ্যবিত্তের ভূমিকা অনেক বড় এবং মধ্যবিত্তের জন্য যা অন্য কোনও সরকার করতে পারেনি, মোদী সরকার তা করেছে। ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর শূন্য কর।

বারাণসীতে কাশী তামিল সঙ্গমমের শুভ সূচনা, এটি তৃতীয় সংস্করণ

বারাণসী, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে শনিবার কাশী তামিল সঙ্গমমের তৃতীয় সংস্করণের সূচনা করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও। কাশী তামিল সঙ্গমমের এই বছরের থিম-মহর্ষি অগস্ত্য। সঙ্গমমে অংশ নিয়েছেন তামিলনাড়ুর প্রায় ১ হাজার ২০০ প্রতিনিধি।

এদের মধ্যে রয়েছেন পড়ুয়া, শিক্ষক ও লেখক। প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণী এই রাজ্য থেকে বারাণসী এসে পৌঁছেছেন ২০০ জন অংশগ্রহণকারী। তারা প্রয়াগরাজ ও অযোধ্যাও যাবেন। সূচনার পর 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান চত্বর।

ঠান্ডা কমেছে জম্মু ও কাশ্মীরে, ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুষ্ক থাকবে উপত্যকা

শ্রীনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের দাপট অনেকটাই কমেছে জম্মু ও কাশ্মীরে, বিগত কিছু দিন ধরেই ঊর্ধ্বমুখী শ্রীনগর-সহ কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তের আবহাওয়া। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া।তবে, ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলের পর থেকে আকাশ মেঘলা হতে পারে। ১৯ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আকাশ আরও মেঘলা হয়ে উঠবে, বিভিন্ন জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি আংশিক মেঘলা অবস্থা বিরাজ করবে, কিছু উঁচু এলাকায় হালকা বৃষ্টি অথবা তুষারপাতের সম্ভাবনা থাকবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৩ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ১৪ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ০১ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৯ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩০ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৮ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা’বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বা।ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বা।বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু’দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, বুধবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু’দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩০মিনিট

হাওড়ায় রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্কের এটিএম ভেঙে টাকা লুটের অভিযোগ

দুষ্কৃতি দলকে সনাক্ত করা গেলেও এখনো কেউ গ্রেফতার হয়নি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ হাওড়ার আলমপুরে একটি রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্কের এটিএম ভেঙে টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে। দুষ্কৃতি দলকে সনাক্ত করা গেলেও এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। শনিবার ভোরে হাওড়ার সাঁকরাইল থানা এলাকার আলমপুরে ওই ঘটনা ঘটে। তবে ঠিক কত পরিমাণ টাকা লুট করা হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে দুষ্কৃতিদের ব্যবহৃত গাড়ি এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্রও উদ্ধার করেছে। এর পাশাপাশি এই ডাকাতির কাজে যুক্তদেও সনাক্ত করা গিয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আলমপুরে আন্দুল রোডের ধারে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম গ্যাস কাটার দিয়ে কাটা হয়। সেখান থেকে টাকা বের করে নেওয়া হয়। গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম মেশিন কাটার সময় আগুনের ফুলকি থেকে এটিএম কাউন্টারে আগুন লেগে যায়। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের চোখে পড়ে এটিএম কাউন্টার ভাঙা পড়ে রয়েছে।

পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। অভিযোগ ওই এটিএম কাউন্টারে কোনও নিরাপত্তা কর্মী থাকেন না। এই ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় দোকানের কর্মচারী শ্যামল অধিকারী জানান, সকালে এখানে এসে দেখি এটিএম ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। এই এটিএমে কোনও দিনই নিরাপত্তারক্ষী দেখিনি। স্থানীয় বাসিন্দা অজয় সাউ জানান, সকালে ঘুম ভাঙলে দেখি এখানে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলে বলা হয় এখানে ডাকাতি হয়েছে। এখান থেকে মানুষ টাকা তোলে। এখানে কোন নিরাপত্তা কর্মী থাকে না। এদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, এটিএমে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গ্যাস কাটার দিয়ে যেখানে টাকা থাকে সেখানে কেটে টাকা নিয়েছে। এখানে আগুন দেওয়া হয়নি। গ্যাস কাটার দিয়ে কাটার সময় স্পার্কের ফুলকি থেকে আগুন লেগেছে। সিসিটিভি এবং অন্যান্য সোর্স মারফত দুষ্কৃতিদের গাড়ি উদ্ধার করা গিয়েছে।

ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত গ্যাস কাটার ও অন্যান্য জিনিসপত্র উদ্ধার করা গিয়েছে। দুষ্কৃতি দলটিকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তাদের ধরতে পারা যাবে। ঠিক কত টাকা ডাকাতি করেছে তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

পুলিশের তৎপরতায় পরীক্ষায় বসলো জয়নগরের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ সারা রাজ্য জুড়ে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা।ছাত্র ছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা হলো এই মাধ্যমিক। শনিবার মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিলো। জীবনের বড় পরীক্ষা দিতে জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার দওপাড়ার বাসিন্দা মজিলপুর জে এম ট্রেনিং হাইস্কুলের ছাত্র দেবজ্যোতি হালদার তাঁর পরীক্ষা কেন্দ্র জয়নগর পি সি পাল স্কুলে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় সে জানতে পারে অ্যাডমিট কার্ড বাড়িতে ফেলে এসেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে ওই ছাত্রকে ঢুকতে প্রথমে বাধা দেওয়া হয়। পরে জয়নগর থানার পুলিশের চেষ্টায় পরীক্ষায় বসে সে। সেই সময় জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের তৎপরতায় ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আসরে নামেন জয়নগর থানার পুলিশ।তাদের উদ্যোগে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার জয়নগরে ওই ছাত্রের বাড়িতে যায়। আধ ঘন্টার মধ্যে ওই ছাত্রের

বাবাকে নিয়ে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসেন। আর তাঁর পরে জয়নগর পি সি পাল স্কুলের এক শিক্ষকের হাতে ওই অ্যাডমিট কার্ড তুলে দেওয়া হয়। আর সেখান থেকে ওই ছাত্রের কাছে পৌঁছে দেয় তাঁরা। আর পুলিশের এমন মানবিক ভূমিকায় খুশি ওই ছাত্র সহ তাঁর পরিবার। জয়নগর থানার পুলিশের এই ভাবে আমাদের পাশে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানান তাঁরা। আর পুলিশের এই উদ্যোগে পরীক্ষা দিতে পেরে খুশি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দেবজ্যোতি হালদার। আর পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবকেরা।

শহরে মেডিকেল এক্সিবিশনে ব্যাপক সাড়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ফেব্রুয়ারী ঃ শনিবার সকালে কলকাতার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে বহুল প্রতীক্ষিত মেডিকল এক্সিবিশন ২০২৫-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলবে এই স্বাস্থ্য পরিষেবার মহা সম্মেলন, যেখানে দেশ-বিদেশের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের সভাপতি ডঃ মলয় পীট। এদিন তার উদ্বোধনী ভাষণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের তথা মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ''রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিষেবা কে যেভাবে উন্নত করা হচ্ছে এবং আরো উন্নত করার কথা ভাবা হচ্ছে সেটা প্রশংসার দাবি রাখে। এখন গ্রামীন হাসপাতালগুলোর যে ভাবে উন্নতি করা হচ্ছে সেটা আগে কল্পনা করা যেত না।রাজ্যের শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরী করতে রাজ্য সরকারের ভুমিকারও প্রশংসা করেন তিনি। মলয় বাবু বলেন, ''বিগত কয়েক বছরের রাজ্য সরকারের ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য। আমরা লক্ষ্য করছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তত্বাবধানে বিভিন্ন সম্মেলনে শিল্পপতিদের মঞ্চে গুরুত্ব সহকারে বসানো হচ্ছে। অন্যদিকে রাজ্যের মন্ত্রীরা দর্শক আসনে বসে আলোচনা শুনছেন। শিল্প বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা দিতে এর থেকে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে? বেকার সমস্যা সমাধান শিল্প স্থাপন ছাড়া সম্ভব নয়, এই উপলব্ধি সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে। এটা খুবই সদর্থক দিক। তিনি আরো বলেন, ''আমাদের দেশে ও রাজ্যে দেশের বাইরের শিল্পপতিদেরও বিনিয়োগ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, সেই উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার জন্য যে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে একে আমরা সাধুবাদ জানাই।তিনি জানান, ''আমাদের ভাবনা আগামী দু মাসের মধ্যে, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সময় নিয়ে নিয়ে, আমাদের রাজ্যে কিভাবে ইতিবাচক ভাবনার বিকাশ করে শিল্প বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা যায় সে নিয়ে কলকাতায় এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেন তিনি। ''সারা বিশ্বে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বিপুল উন্নতি হয়েছে। চীনে একটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, যেখানে কোন মানুষ নেই, রোবটের মাধ্যমে পুরো হাসপাতাল পরিচালনা করা হচ্ছে। সেখানেও মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা সুন্দর ভাবে পাচ্ছেন। তাহলে আমরা কেন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নত করতে পারব না। টেলিমেডিসিন, টেলি-প্যাথলজি, টেলি রেডিওলজি, টেলি আইসিইউ এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে কাজে লাগিয়ে গোটা বিশ্বে আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারব, বলেই জানান মলয় বাবু। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের টেলি সার্জারির ঘটনা তাকে আরো বেশি করে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এই বছর জানুয়ারী মাসেই টেলি-রোবোটিক সিস্টেম ব্যবহার করে ২৮৬ কিলোমিটার

দূরত্বে দুটি জটিল হার্ট সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন - যা ভারতে এখন পর্যন্ত রোগী এবং অপারেটিং সার্জনের মধ্যে অর্জিত দীর্ঘতম অপারেশন। চিকিৎসা প্রযুক্তি সংস্থা, এসএসআই লিমিটেড দ্বারা তৈরি, এসএসআই মন্ত্র নামে পরিচিত এই সার্জিক্যাল-রোবোটিক সিস্টেমটি ভারতে প্রথম এই ধরণের সিস্টেম।মলয় বাবু বলেন, ''আমার পরিকল্পনা আগামী দুবছরের মধ্যে বোলপুরের একটি পিজি কোর্স সমতুল্য কোর্স শুরু করা। যেখানে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের ছাত্র-ছাত্রী ১০ মাস অন জব প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং ও দুমাস থিওরি ট্রেনিং করে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স সম্পূর্ণ করবেন। এই মেডিকেল প্রদর্শনীতেও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক রোগ নির্ণয়, রোবোটিক সার্জারি, টেলি-মেডিসিন পরিষেবা এবং জেনেটিক গবেষণার মত নানা দিক নিয়ে দেশি-বিদেশি নামী সংস্থাগুলি তাদের আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার প্রদর্শনী করছে। সঞ্জয় মুখার্জি, এমডি, এসআই সার্জিক্যাল বলেন, ''স্বাস্থ্য পরিষেবার নতুন নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে এই প্রদর্শনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা এই এক্সিবিশনের মাধ্যমে স্বাভাবিক ভাবেই স্বাস্থ্য খাতে নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজবেন।

অল বেঙ্গল প্রাইভেট নার্সিং হোম অ্যান্ড হসপিটাল ওনার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক ও বীরভূম জেলা সম্পাদক তাহের শেখ জানান, ''রাজ্যের ২৫০০ -এর বেশী বেসরকারি নার্সিং হোম ও বেসরকারি হাসপাতালের কর্ণধার, কতৃপক্ষ ছাড়াও আমাদের রাজ্য সহ সারা দেশের প্রচুর চিকিৎসকরা এই মেডিকল এক্সিবিশন ২০২৫ এ অংশ নেবেন।মেডিকল এক্সিবিশন ২০২৫ নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্য খাতের একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন হয়ে উঠেছে। আগামী তিন দিন ধরে এই প্রদর্শনী স্বাস্থ্য পরিষেবা জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাসেব বলেই মনে করছেন অংশগ্রহণকারীরা।

জীবনতলা থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ কার্তুজ, গ্রেফতার চার

দুরন্ত বার্তা, জীবনতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ বারুইপুরের পর এবার জীবনতলা থেকে উদ্ধার বিপুল কার্তুজ। জীবনতলার বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। রাজ্য পুলিশের এসটিএফ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জীবনতলায় হানা দিয়ে উদ্ধার করলো ১৯৪ রাউন্ড কার্তুজ। আর এই ঘটনায় চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার ইশ্বরীপুর এলাকায় অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশের এসটিএফের বিশেষ টিম। শুক্রবার রাতে তদন্তকারী টিম আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে হানা দেন। বাড়ির ভিতর অভিযান চালাতেই বেরিয়ে পড়ে ওই বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। বাড়ির মালিক সহ আরও তিন ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। কোথা থেকে এলো এই বিপুল পরিমাণ কার্তুজ? সেই প্রশ্নই এখন ভাবিয়ে তুলছে তদন্তকারীদের। ধৃতদের শনিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের সাতদিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর,১৫ ফেব্রুয়ারিঃ আবার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক সুন্দরবনে। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুন্দরবন কোস্টাল থানার ওসি মিজানুর রহমানের নির্দেশে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এস আই সুদীপ্ত ভট্টাচার্য ও এস আই প্রশান্ত কুমার দে সহ পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক দুস্কৃতি। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, শুক্রবার গভীর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তি হেতালখালি ফেরিঘাট এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। পুলিশ গিয়ে তাকে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করে ও তল্লাশি চালিয়ে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে। এরপরে তাকে গ্রেফতার করে সুন্দরবন কোস্টাল থানা নিয়ে যায়। ধৃতের নাম আবু সিদ্দিক মোল্লা, বাড়ি গোসাবা থানার তারানগর এলাকায়।ধৃতকে শনিবার আলিপুর আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ। এব্যাপারে ক্যানিং এস ডি পি ও রাম কুমার মন্ডল বলেন,ধৃত ব্যক্তি ঐ আগ্নেয়াস্ত্র কোথায় থেকে নিয়ে আসছিল। কোথায় অপারেশনের প্ল্যান ছিলো সব কিছুর তদন্ত করা হচ্ছে।

ডাকাতীর উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দুই দুষ্কৃতী কে গ্রেফতার

বসিরহাট, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালীর নেজ্যাট থানার গাজীখালি এলাকা থেকে গতকাল গভীর রাতে পুলিসের কাছে খবর আসে কয়েকজন দুস্কৃতী ন্যাজাট থানার গাজি খালি এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস সেখানে হানা দিলে বাকিরা পালিয়ে গেলেও তাপস বিজলি ও সুশান্ত মণ্ডল নামে দুই দুস্কৃতীকে ধরে ফেলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে ওই এলাকায় ডাকাতি করার উদ্দেশ্য তারা এক জায়গায় হয়েছিল। তারপর তাদেরকে গ্রেফতার করে পুলিস। আজ ধৃত দুজনকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

এসএসকেএম হাসপাতালে পাঁচ দিনে ১৭৫ টি গলব্লাডার অস্ত্রপচার সফল, শল্য চিকিৎসকদের প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ এসএসকেএম হাসপাতালে গলব্লাডার অপারেশনে নয়া রেকর্ড গড়েছে। গত ৫ দিনে ১৭৫ টি অস্ত্রোপচার হয়েছে কলকাতার পিজি হাসপাতালে। ওই হাসপাতালের শল্য চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তাতেই এসেছে এই সাফল্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শল্য চিকিৎসকদের এই কাজকে ভুয়সী প্রশংসা করলেন। শনিবার সোশ্যাল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্ট করে বলেন জমে থাকা গলব্লাডার অস্ত্রোপচার গুলি করাতে এই পদক্ষেপ।

চিকিৎসকরা কোন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করলে কি দেখাতে পারেন এটাই তার বড় প্রমাণ। মুখ্যমন্ত্রী তার পোস্টে লিখেছেন সোমবার থেকে শুক্রবার এই পাঁচ দিনে ১৭৫ টি গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ৩৯০ টি অন্য অস্ত্রপচার হয়েছে। এস এস কে এম হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক ,নার্স ও সব স্বাস্থ্য কর্মীদের শুভেচ্ছা। কলকাতার পিজি হাসপাতালের জেনারেল সার্জারি বিভাগের প্রধান অভিমন্যু বসুর নেতৃত্বে ১৫ জন চিকিৎসক এই কাজ করেছেন। ডক্টর দীপ্তেন্দ্র সরকারের মতো সিনিয়র সার্জেনরাও এই কাজে সামিল হয়েছিলেন। সাধারণত বড় অস্ত্রপচার গুলি জন্য তুলনায় ছোট গলব্লাডার অস্ত্রোপচারের ওটি পেতে দেরি হয়। রোগীদের যাতে আর্দিক ও দিন অপেক্ষা করতে না হয় সেই কারণেই এই পদক্ষেপ নেন এসএসকেএম হাসপাতালের শল্য চিকিৎসকরা। যা কিনা একের পর এক রোগী ও তাদের পরিবারের মুখে সফল অস্ত্রোপচারের পর হাসি ফুটিয়েছে মুখে। টানা ৫ দিন ধরে এই অস্ত্রপচার হয়েছে।

দক্ষিন বারাশতে আগুন, চাঞ্চল্য

দক্ষিন বারাশত, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ শনিবার বেলায় ভয়াবহ আগুন লেগে গেল জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতে। ঘটনাস্থলে জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শনিবার বেলায় জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের পিছনে গাজী সাহেবতলায় একটি জিমের ঘরে আচমকা আগুন লেগে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় এক ঘন্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ও স্থানীয় মানুষদের চেষ্টায় আগুন নেভানো হয়। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই।

বহুতল অ্যাপার্টমেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারী ঃ বহুতল অ্যাপার্টমেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার লিলুয়ার রবীন্দ্র সরণিতে, তিনটি বাইক ভস্মীভূত। শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড বলে অনুমান দমকলের। শনিবার সকালে স্থানীয় একটি চারতলা আবাসনের সিঁড়ির তলায় মিটার বক্সে ওই আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় চারদিক ভরে যায়। বহুতলের বাসিন্দারা ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মিটার বক্সের পাশেই তিনটি মোটর বাইক রাখা ছিল। আগুনে বাইকগুলি ভস্মীভূত হয়। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের নিরাপদে উদ্ধার করেন। তবে, এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকেই মিটার বক্সে আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। লিলুয়া ফায়ার স্টেশন থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ালেও দমকল কর্মী এবং এলাকার মানুষের প্রচেষ্টায় খুব দ্রুত এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে আবাসনের বাসিন্দা দুলাল কুমার বিশ্বাস বলেন, আমি দোতলায় ছিলাম। দোতলায় যারা ছিলেন তাঁরা কেউ জানালা দিয়ে কেউ সিঁড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। এর মধ্যে ১ জন অসুস্থ বোধ করছিলেন। এই ফ্ল্যাটের কিছু লোক দমকলে খবর দেন। এই ঘটনায় আবাসনের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অনেককে দোতলা থেকে কাপড় বেঁধে নামানো হয়েছে। বেরনোর প্রধান জায়গা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পিছনের দরজা দিয়ে মহিলাদের বের করা হয়েছে। কিছু তালা ভেঙে গাড়ি বার করা হয়েছে। অনুমান বিদ্যুতের শর্ট সার্কিটের জন্য এমন ঘটনা ঘটেছে। এদিকে, দমকলের পক্ষ থেকে লিলুয়া ফায়ার স্টেশন অফিসার উৎপল সাহা বলেন, এদিন ভোর ৬টা নাগাদ খবর আসে লিলুয়ার রবীন্দ্র সরণীর এক আবাসনে আগুন লেগেছে। এসে দেখি এখানে মিটার বক্স থেকে আগুন লাগে।

কিছু বাইকে আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তা নিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কোনও হতাহত নেই। ঘটনাস্থলে ১টি দমকলের ইঞ্জিন আসে।

ছাত্রের আস্বাভাবিক মৃত্যু

হাওড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ শনিবার হাওড়া শ্যামপুর থানা এলাকার শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী কলেজের ক্রীড়ানুষ্ঠান চলাকালীন এক ছাত্রের আস্বাভাবিক মৃতু হয়। মৃত ছাত্রের নাম রুপম সি (২২)। বাড়ি হাওড়া বাগনান থানা এলাকার বাঁটুল গ্রামে। জানা গিয়েছে এদিন অর্থাৎ শনিবার কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান ছিল। সেই খেলায় নাম দেয় রুপম। ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় নাম দেয় সে। ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ২০০ মিটার দৌড় শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর দুটো ইভেন্টে যোগ দেয় সে।

দেড়শ মিটার দৌড়ের পরেই লুটিয়ে পড়ে রূপম। এরপর তাকে উদ্ধার করে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিকটবর্তী ঝুমঝুমি হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় কলেজ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতি বাতিলের দাবিতে এবং রাজ্য বাজেট বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ মালিক শ্রেণীর অবাধ শোষণ- অত্যাচার এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতি বাতিলের দাবিতে এবং রাজ্য বাজেট বঞ্চনার বিরুদ্ধে- এ আই ইউ টি ইউ সি হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির ডাকে- ১৫ই ফেব্রুয়ারি, শনিবার বিকেল ৩টায় উলুবেড়িয়া ভক্তার মোড়ে প্রতিবাদ সভা ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী সহ নানান সমস্যায় জনজীবন যখন জেরবার তখন কেন্দ্র সরকার ও রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন সরকারগুলি শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ওপর একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে । সীমিত অর্থেও গণতান্ত্রিক অধিকার সাধারণ মানুষের যা ছিল তাও তারা হরণ করে নিচ্ছে। কর্মসংস্থানের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে পূঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলিও পর্যন্ত বলতে বাধ্য হচ্ছে - সরকারকে কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করতে হবে। অন্যথায় পূঁজিবাদী অর্থনীতিই ভেঙে পড়তে পারে। বছরে দুকোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মোদী সরকার সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে কার্যতঃ স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে।

একের পর এক সরকারী প্রতিষ্ঠানকে জলের দরে মুনাফালোলুপ বেসরকারী মালিকদের হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে।ব্যাহত হচ্ছে সরকারী পরিষেবা। ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও পরিবহণের ,এবং চাল, ডাল,ভোজ্যতেল,রান্নার গ্যাস, ওষুধ সহ নিত্যব্যবহার্য সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের। বিগত দশ বছরে বৃহৎ কর্পোরেট হাউসগুলির প্রায় চোদ্দ লক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়েছে,যার দায়ভার এসে পড়েছে সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী মানুষের

ওপর। কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত বি জে পি সরকার কোনো আলোচনা ছাড়াই দেশের সমস্ত শ্রমনীতিগুলির বিলোপ সাধন করে চারটি শ্রম কোড চালু করার কথা ঘোষণা করেছে।ফলে এযাবৎ যতটুকু অর্থেও শ্রমিক কর্মচারীরা শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি সংক্রান্ত আইনগত সুযোগ সুবিধা পেতেন সেটুকুও এই স্বৈরাচারী সরকার কেড়ে নিতে চলেছে। বাস্তবে শিল্পক্ষেত্রে মালিকদের লাগামহীন সন্ত্রাস নামিয়ে আনারই নীল নকশা এই চারটি শ্রম কোড।

শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের অনুপস্থিতিতে বেশিরভাগ রাজ্য সরকার এই চারটি শ্রম কোড চালু করতে চলেছে। এর সাথে আট ঘন্টার পরিবর্তে চালু হতে চলেছে বারো ঘন্টার কর্মদিবস। এমনকি ইনফোসিসের কর্ণধার সপ্তাহে নব্বই ঘন্টার কর্মদিবস চালু করার নিদান দিয়েছেন যা শিল্পপতি মহল অতি কৌশলে ভাসিয়ে দিয়েছে। কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে এই নব্বই ঘন্টার কর্মদিবস শুধু কথার কথা না থেকে বাধ্যতামূলক হয়ে যেতে পারে।

এটাও আজ অজানা নয় শ্রমিক কর্মচারীদের অবসরকালীন পেনশন কেড়ে নিয়ে যে নয়া পেনশন নীতি চালু করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের চাপে পড়ে কেন্দ্র সরকার শ্রমজীবী মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য শ্রমিক বিরোধী ইউনিফাইড পেনশন নীতি চালু করেছে। কোনো কোনো শ্রমিক নেতা এই নীতির সাফাইও গাইছেন। কিন্তু সরকার কোনো ভাবেই পুরানো যে নিশ্চিত পেনশন প্রকল্প ছিলো তা চালু করতে চাইছে না।

এরাজ্যেও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ডি এ সহ শিক্ষক কর্মচারীদের বহু ন্যায্য দাবী মানছে না। কেন্দ্রে অষ্টম বেতন কমিশনের ঘোষণা হলে রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কোনো মনোযোগ দিচ্ছে না। আশা,অঙ্গনওয়াড়ি, মিড ডে মিল সহ স্কীম ওয়ার্কারদের কোনো স্থায়ী বেতনকাঠামো নেই। তাদের সরকারী কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করার দাবী উপেক্ষিত। কর্ণাটকে আশা কর্মীদের ব্যাপক আন্দোলনের ফলে কর্ণাটক সরকার ন্যূনতম দশহাজার টাকা বেতন, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে।আমাদের রাজ্যেও দাবি আদায়ে এ ধরণের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মোটরভ্যান, টোটো,বাইক ট্যাক্সি চালকদের পরিবহন শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি ও লাইসেন্স পাওয়ার দাবি এখনো উপেক্ষিত,অথচ প্রায়শঃ মোটর ভ্যান চালকদের উপরে চলে প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করার বারবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশি জুলুম অব্যাহত চলছে। প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার,গিগ ওয়ার্কার হিসাবে আজ লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে, অথচ সরকার তাদের দাবির প্রতি কর্ণপাতই করছে না। নির্মাণ- বিড়ি- দর্জি- জরি- হোসিয়ারী- পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ভীষণভাবে অবহেলিত। উপরোক্ত দাবিগুলি সহ পঁচিশ দফা দাবীর ভিত্তিতে আমাদের প্রিয় শ্রমিক সংগঠন র ডাকে আগামী ১১ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী দাবি সপ্তাহ পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও সম্প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বাজেট সমস্ত স্তরের শ্রমিকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ চলছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই শ্রমিক সংগঠনের হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির উদ্যোগে- ১৫ই ফেব্রুয়ারি, শনিবার বিকেল ৩টা থেকে উলুবেড়িয়া ভোক্তার মোড়ে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এই শ্রমিক সংগঠনের হাওড়া গ্রামীণ জেলার সভাপতি তরুণ পাত্র। এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির অফিস সম্পাদক শ্যামল মাইতি। সহসভানেত্রী মধুমিতা মুখার্জি, সরস্বতী ভৌমিক। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা হাওড়া গ্রামীণ জেলার সম্পাদক নিখিল বেরা। সভার শেষে উৎসাহ ও দীপনার সঙ্গে ভক্তার মোড়ে পথ অবরোধ করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দুই প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন তরুণ পাত্র ও মধুমিতা মুখার্জী।

অবৈধভাবে গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্যের তরফে বাধা দেওয়া হলে শুরু হল তর্ক বিতর্ক

সৌরভ দাশ, বসিরহাট,১৫ ফেব্রুয়ারিঃ বসিরহাটের গোটরা পঞ্চায়েতের শশীনা এলাকার ঘটনা। শশীনা বাজার থেকে সরকারি রাস্তা গোটরা পঞ্চায়েতের ভেতর দিয়ে গিয়েছে । সেই রাস্তার ধারেই গাছ পঞ্চায়েত এবং বনদপ্তরের নির্দেশ ছাড়াই অবৈধভাবে কেটে নিচ্ছে বিনয় সরদার নামে এক ব্যক্তি । এমনই অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার। গাছ কাটায় বাধা দিলে তার সাথে তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে যায় গাছ ক্রেতার। বসিরহাট প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতে প্রধান কে জানিয়েছে বলে জানান তিনি। অপর দিকে গাছ ক্রেতার

দাবি এটা সরকারী গাছ নয়, তার ই জমি তার গাছ, রাস্তার পাশে সবাই সবার গাছ কেটে নিচ্ছে তাই তিনিও কাটছেন। বনদপ্তরের অনুমতি আছে কিনা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন সবাই কি অনুমতি নিচ্ছে? পঞ্চায়েতে জানিয়েছি, নেতাদের ও জানিয়েছি, তার কথায় আমি জমি কিনেছি,গাছ কিনেছি,আমার গাছ আমি কাটছি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৭৭ সংখ্যা, রবিবার ৩ ফাল্গুন, ১৪৩১

বাঙালির ভালবাসা রঙিন নয়

বাঙালী ঠিক কবে থেকে ভালবাসতে শিখল? আর তা খুঁজতে গিয়েই যা দেখলুম, তাতে একগাল মাছি। বাঙালী এই হালে ভালবাসতে শিখেছে। প্রাচীন যুগ তো বাদই দিন মশাই, এমনকি মধ্য যুগেও বাঙালী ভালবাসত না। খেয়াল করবেন এতজন বৈষ্ণব কবি এত এত লাইন প্রেমের কবিতা লিখে মন আর চোখ ভরালেন, তাঁদের একজনও একটি লাইনেও। ভালবাসা। শব্দটা লিখলেন না! তবে তাঁরা কি লিখতেন? লিখতেন মূলতঃ প্রেম, প্রীতি আর তাঁর চেয়েও বেশী পিরীতি। চণ্ডীদাস লিখেছেন, কালিয়া প্রেমের মধু কিবা, আমি তো দুখিনী, কুলকলঙ্কিনী/ হইনু করিয়া প্রীত অথবা আপন সুখেতে করে যে পিরীতি/ তাহারে বাসিব পর। শেষ বাক্যটা মনে রাখবেন পিরীতির সঙ্গে বাসিব শব্দটাও আছে। ওটা আমাদের পরে কাজে লাগবে। তাহলে ঠিক কবে ভালবাসা এই পিরীতিকে হটিয়ে দারুণভাবে আমাদের মনের কোমল পর্দায় রিনরিনে ধ্বনি তুলল? একই সঙ্গে প্রীতি নেহাত শুভেচ্ছার বড় বোন হয়ে আর পিরীতি নাম বদলে পিরিত হয়ে বেশ একটা অশ্লীল গন্ধ বয়ে নিয়ে এল? (অবশ্য ইদানীং আবার পিরীতি গানে জায়গা পাচ্ছে, প্রেম পিরিতে হাবুডুবু পরাণ আমার যায়/ বুকটা করে সামথিং সামথিং টেল মি উপায়.. ইত্যাদি। মানে পিরিতের দিন ফিরছে বোধহয়) পাশাপাশি প্রেম বেশ গম্ভীর। সিরিয়াস সিরিয়াস ব্যাপার। হাবুল আর পেঁচিদি পিরিত করে, হাবুল আর পেঁচিদি ভালবাসে আর হাবুল আর পেঁচিদি প্রেম করে। বলে দেখুন, লাস্টটা নিজের কানেই কেমন কেমন ঠেকবে। হাবু আর পেঁচি নাম থেকে গোটা স্পটলাইট প্রেমে গিয়ে পড়বে। আমাদের হোস্টেলে এক দাদা ছিল। মাঝে মাঝেই তাঁর প্রেমিকার ফোন আসত। সে তীব্র থমথমে মুখে ফিসফিস করে কীসব যেন বলত। একবার এক নভিস কি হয়েছে দাদা? সিরিয়াস কিছু? বলাতে দেখছিস না প্রেম করছি! বলে মুখঝামটা খেয়েছিল। সে যাই হোক। ভালবাসা শব্দের কথা বলছিলাম। ভালবাসার দুই অংশ- ভাল আর বাসা। এর মধ্যে ভাল শব্দটা আদৌ বাংলা না। হিন্দি বা মৈথিলী। স্বয়ং গুরুদেব লিখেছেন ভালো' শব্দ ভদ্র শব্দজ, বড়ো' বৃদ্ধ হইতে উৎপন্ন, ছোটো' ক্ষুদ্র শব্দের অপভ্রংশ। মূল শব্দগুলির শেষবর্ণ যুক্ত-- যুক্তবর্ণের অপভ্রংশে শেষবর্ণ অ হওয়াই সম্ভাবনা। সোজা কথায় ভাল আছি মানে ভদ্রস্থ আছি। ঠিকঠাক আছি। চলে যাচ্ছে। আর বাসা শব্দ বাসনা- র উৎস। ১৩১৭ সালে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন, বাসি শব্দটি এখন বাসি হইয়া গিয়াছে। যদিও বিক্রমপুর অঞ্চলের সম্ভাষণে কেমন বাসতে আছেন? শুনা গিয়া থাকে। বাসা শব্দের মানে তাই ইচ্ছে, আকুতি অর্থাৎ, ভালবাসা মানে ভদ্রস্থ থাকার বাসনা। যা মোটামুটি সবার থাকে...হায় রে! এদিকে কালে কালে তাঁর মানে এমন বদলেছে যে অভিধান খুললে ভালবাসা মানে পাই স্নেহকোনও জিনিস বা ব্যক্তি-বিশেষকে প্রাধান্যিক বলে জ্ঞান করা; মনোমত মনে করা; প্রীতি, স্নেহ বা শ্রদ্ধা করা। এখানেই শেষ বলে যে তো! কিন্তু করব না; বাসা নিয়ে আর দু চারটে কথা বলবই। এই যে ফেব্রু জুড়ে কবিতাবাসা। বাক টু চন্ডিদা থুড়ি চণ্ডীদাস।

প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ

তাঁর জীবনে প্রথম প্রেম এসেছিল নিঃশব্দে। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যেন তাঁর মুখে দাড়ি না রাখেন, সেই সুরে যেন হয়ে অনুরাগ! কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে সেই তরুণী এনেছিলেন প্রথম প্রেমের জোয়ার! এসেছিল নিঃশব্দে, তরুণ বয়সে না হলেও পরিণত রবীন্দ্রনাথের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল সে প্রেম। 'নলিনী', একটি নাম, একটি চরিত্র, এক নারী রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছিলেন সেই ডাকনাম সে নিজের মুখে কবির কাছে ডাকনাম চেয়েছিলেন। তাঁর মুখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবার শুনেছিলেন নিজের চেহারার তারিফ, মুখে দাড়ি না রাখার আর্তি। আবার 'নলিনী' নিজের মুখে বলেছিলেন ; কবি,তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি। এই 'নলিনী'র অন্তরালে আছে রবি ঠাকুরের জীবন যৌবনের দিকে পা বাড়ানো কৈশোরকালের অনেক মধুর-করুণ ইতিহাস। কবির উদ্দেশ্যে তাঁর বাহবায় অনেক সময় থাকত গুণপনা। রবি কবির মেজদা তখন আমেদাবাদে, কবিকে নিয়ে এসেছিলেন নিজের কাছে উদ্দেশ্য ছিল ব্যারিস্টারি পাশের আগে ভাইকে ইংরেজি চলনে-বলনে একটু পাকাপোক্ত করে তোলা। সত্যেন্দ্রনাথ সেখানকার জজ,ওদিকে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেরা তখন ইংল্যান্ডে আছেন। মেজদা আদালতে চলে গেলে প্রকাণ্ড বাড়িটায় রবীন্দ্রনাথ একা থাকতেন,নিস্তব্ধ বাড়িতে শোনা যেত পায়রার মধ্যাহ্নকূজন। কবি ইংরেজিতে কাঁচা সারাদিন ডিকশনারি নিয়ে নানা ইংরেজি বই পড়া শুরু করে দিয়েছিলেন। আমেদাবাদে কয়েকটি মাস ইংরেজি সাহিত্যের সাথে নড়াচড়া করে কাটানোর পরে কবি এলেন বোম্বাই। এখানে দেখা পেলেন বিলেত ফেরত তরুণীর, ইংরেজিতে ঝকঝকে বলে-লেখে, বয়সে রবীন্দ্রনাথের থেকে একটু বড়। শুধু যে গুণে অতুলা নন, অতুলানীয়া রূপেওন্ধ সেই মেয়ের উপর পড়ল রবি কবির ইংরেজি শিক্ষার ভার। চিরকালের পাঠশালা পালানো ছেলেটি বোধহয় সেই প্রথম খুঁজে পেয়েছিল মনের মত শিক্ষিকা! প্রথম প্রেম! জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি জুড়ে। যদিও বয়সে বড়, যদিও শিক্ষিকা তবু আন্না-তরখড়ের মুখে রবীন্দ্রনাথ নিজের চেহারার তারিফ প্রথমবার শুনেছিলেন 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন; ' মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকতন্ধ যেমন একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, একটা কথা আমার রাখতেই হবে। তুমি কোন দিন দাড়ি রেখো না; তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

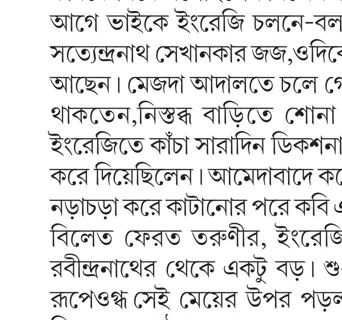

ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তির দাত্রী হচ্ছেন মা।মা কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। মা সঠিক উপায় বলে দেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। তিনি দিশা দেখান।

ঠাকুর প্রায় বলতেন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনে ভক্তিবাদী মন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মনে ভক্তি আনতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতকে জাগাতে হবে। এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। মনের অপরাধীবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিণী সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। জাগরিত করতে হবে দৈব্য মহাশক্তির। সেই দৈব্য শক্তিকে কাজে লাগতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব সমাজের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী ভারত নতুনভাবে গড়তে হবে। আবিস্কারের নেশায় মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে জগতকে উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে।

বাংলা কথাসাহিত্যিক জগতের সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়ে ছিল সেই রকম পরিবেশ আজকে কোথায়?

বিশেষ প্রতিবেদক

সিনেমার জন্য ডাক্তারি ছেড়েছিলেন এই পরিচালক। ওঁর সিনেমা জীবনের বয়স ৫০ বছর! কত জন যে তাঁর ছবিতে প্রথম বার সুযোগ পেয়ে নাম কুড়িয়েছেন!

অসম্ভব মিতভাষী, আদ্যন্ত অনাড়ম্বর চিত্র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বহু অকথিত গল্পে পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। বাবার চিৎকারে চমকেই উঠেছিলেন বোধহয় রবীন্দ্রনাথ! স্কুলজীবন শেষে বাবাকে তখন দাদা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মানে বনফুল পাঠিয়ে দিয়েছেন শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের আশ্রমে। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাবার আলাপ। তার আগে কে যেন দুষ্টুমি করে বাবাকে বলে দিয়েছিল, গুরুদেব কিন্তু কানে একটু খাটো। ফলে শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ যেই নাম জিজ্ঞেস করেছেন, যতটা সম্ভব গলা চড়িয়ে বাবা বলে উঠেছিল, ''অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।'' কবি হতচকিত। তাতেও রবিঠাকুরের সরস মন্তব্যটি কিন্তু শোনার মতো। তিনি জানতেন, তাঁর নতুন আশ্রমিক ছাত্রটি বলাইচাঁদের ভাই। তার অমন তীব্র স্বর শুনে বলে ছিলেন, ''তুমি বলাইয়ের ভাই, তোমার নাম সানাই হল না কেন?'' শান্তিনিকেতনে বাবার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়ও। ওঁকে নিয়ে বাবা একটা হাতে লেখা পত্রিকা বের করত। নাম ছিল, 'একেবারে যা-তা'। প্রচ্ছদের ভার সত্যজিৎ রায়ের। প্রকাশকের জায়গায় লেখা থাকত, 'তুমি'। সম্পাদকের জায়গায় 'আমি'। শান্তিনিকেতনে বাবা থিয়েটারও করেছে। পরিচালক রামকিঙ্কর বেইজ। বাবা নায়ক। নায়িকা সুচিত্রা মিত্র। শুনেছি, মহলার সময় রামকিঙ্কর নাকি খুব বকাবকি করতেন। একদিন সেই বকুনি শুনে সুচিত্রা মিত্র কেঁদেই ফেলেন। বাবার শৈশব থেকে বড় হওয়া বিহারে। মণিহারী গ্রাম। জন্ম ওখানেই। গাছগাছালিতে ছাওয়া গাঁ-ঘর। পিরবাবার পাহাড়। বাহি নদীর ধারে আমবাগান। ঠাকুরদা ছিলেন ডাক্তার। তিনি আবার রোগীর রোগ না সারলে ফিজ্ নিতেন না। ঘোর আদর্শবাদী। আমার ন'জেঠু গৌরমোহনও ছিলেন ডাক্তার। আর ঠাকুর্দার আদর্শবোধ ছিল তাঁর মধ্যেও। বাড়ির কারও কিছু হল কী, ন'জেঠু ছায়া হয়ে দেখা দিতেন। আবার অন্য দিকে আমোদ-আহ্লাদেও ষোলো আনা। মণিহারী গ্রামে তখনকার দিনের বিখ্যাত সব ফুটবলার, সামাদ-উমাপতি কুমারদের নিয়ে জমাটি ফুটবল টুর্নামেন্ট তিনিই চালাতেন। শান্তিনিকেতনের পর বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ। চার বছর পড়ে ইস্তফা। কেন? অধ্যাপক ডা. রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যানাটমির ক্লাসে মড়া কাটতে গিয়ে ভিরমি খাওয়ার দশা। দু'রাত ঘুমোতে পারেনি। এই সময়ই রিলিজ করে ছবি 'উদয়ের পথে'। ১৯৪৪ সাল। ছবি দেখে বাবা এতটাই মুগ্ধ, ঠিক করল, ''ডাক্তারি যায়, যাক। আমি ফিল্ম লাইনে যাব।'' তখন বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ। বাবার মন বুঝে তিনি আর দাদা বনফুল মত দিলেন, ''তবে তা-ই যা।''

অতঃপর বীরেন সরকারের নিউ থিয়েটার্স। বিমল রায়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট। সেখানে আবার বাবার সহকর্মী হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। পরে যিনি বিখ্যাত পরিচালক হবেন। বিমল রায় ছিলেন মস্ত কড়া। একদিন কাজে কী যেন ভুল হয়েছিল বলে দুই অনুজ সহকর্মী, অরবিন্দ আর হৃষীকেশকে গাছতলায় নিলডাউন করে রেখে দিয়েছিলেন।

নিউ থিয়েটার্সে হাত পাকাতে পাকাতে বাবার প্রথম ছবি ১৯৫৯-এ। 'কিছুক্ষণ'। অনেকেই জানেন না, এই ছবিতেই প্রথম বারের মতো পরদায় আসেন রবি ঘোষ। উৎপল দত্তের নাটকের দল তখন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'। সেখানকারই একটি নাটকে তরুণ অভিনেতা রবি ঘোষের অভিনয় দেখে বাবা উৎপল কাকুকে বলে, ''আমার ছবিতে এ ছেলেকে আমার চাই-ই।'' 'কিছুক্ষণ'-এর পর 'আহ্বান'। রানাঘাটে আউটডোর। শ্যুটিং চলাকালীন হঠাৎ আবির্ভাব এক সুন্দরী কিশোরীর। সে আসে, যায়। ভাব জমায়। একদিন সন্ধ্যা রায়ের কাছে সে আবদার করে বসে, তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতেই হবে। সবাই শুনে তো তাজ্জব! মেয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। অগত্যা বাবাকে নিয়ে তখন সন্ধ্যাপিসি যায় তার বাড়ি। অভিভাবকদের কাছে অনুমতি চাইতে। অনুমতি মঞ্জুর হলে কিশোরীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। সন্ধ্যাপিসি তাকে বাড়িতে তোলে। ইস্কুলে ভরতি করে দেয়। সে দিনের সেই কন্যাটিকে জানেন? আজকের রাখী গুলজার। ১৯৬১ সাল। ডা. বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে 'আহবান' দেখাতে স্পেশাল স্ক্রিনিং। ছবির কাহিনি সাম্প্রতিক সম্প্রীতিকে ঘিরে। শো দেখে বিধান রায় এত খুশি হয়েছিলেন যে, 'আহবান'-এর সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিককে ডেকে বলেন, ''বলাইয়ের ভাই একটা ভাল সিনেমা করেছে। ওটা বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। সম্মান পাবে।''

প্রশংসা পেতে কার না ভাল লাগে! বাবারও লেগেছিল, কিন্তু নিজের কাজে বাড়তি সম্মান আদায়ের জন্য বাবাকে কোনও দিন কিছু করতে দেখিনি! এত সরল, অনাড়ম্বর জীবন যে কোনও চিত্র পরিচালকের থাকতে পারে, সে কালেও তা ছিল কষ্টকল্পিত। খাবারদাবারেও বাবা ছিল অসম্ভব পরিমিত। 'বর্ণচোরা' ছবির সময়কার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। সেটে লাঞ্চ ব্রেক। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও অন্যদের সঙ্গে বাবা। বাবা খেতও যেমন কম, পিটপিটেও ছিল তেমনই। আর আমার জেঠুরা হল, যাকে বলে খাইয়েদাইয়ে। সে দিন বাবার খাবারের পরিমাণ দেখে অবাক হয়ে ভানুজেঠু বলেছিলেন, ''ঢুলু, (বাবার ডাকনাম) তুই এত কম খাস ক্যান, তোগো বড়দা তো ভোজনবিলাসী, আর তুই! এর লিগাই তুই এত প্যাংলা!''

একটু পেটরোগাও ছিল বাবা। একবার আউটডোরে গিয়ে যা-তা অবস্থা। প্রোডাকশন ম্যানেজার বাবার জন্য কোত্থেকে মাগুর মাছ জোগাড় করে আনল। এ দিকে ওই কাঁটাওয়ালা জ্যান্ত মাগুর কাটবে কে! ছবির নায়িকা সন্ধ্যাপিসি। পিসিই সাততাড়াতাড়ি বঁটি নিয়ে বসে গেল মাগুর কাটতে।

বাবা বরাবরই রোগা-পাতলা। মনেও নরমসরম। তাই মাকে অনেক সামাল দিতে হত। মা নামে যেমন প্রতিমা, স্বভাবেও তাই। তার ওপর দারুণ গানও জানত।

এক সময় আমাদের অবস্থা কতটা খারাপ ছিল, বলার নয়। খাট আলমারি ছাড়া আসবাব বলতে তিনটে বেতের চেয়ার। তাও ছারপোকায় ঠাসা! নতুন যে কিনবে বাবা, সে সঙ্গতি কই! কোনও প্রোডিউসার আসবে শুনলে মায়ের প্রথম কাজ ছিল, গরম জল ঢেলে ছারপোকা তাড়ানো। অমন সময়েই 'নিশিপদ্ম'। ছবির স্ক্রিপ্ট শুনতে বাড়ি এসেছিলেন উত্তমকুমার। আর শুনেই এক কথায় রাজি।

আরেকটি গল্প বলি। 'অগ্নীশ্বর'। সে অবশ্য 'নিশিপদ্ম'র বছর পাঁচেক পরে। ডাক্তারের ভূমিকায় উত্তমকাকু। সঙ্গে মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। গল্প বড় জেঠুর। মানে, বনফুলের।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োয় একটা শো-এর ব্যবস্থা করা হল। বড়জেঠু দেখবেন। তিনি দেখবেন বলে উত্তমকাকুও হাজির। শো শুরু হল। সারাক্ষণ সিঁটিয়ে বসে উত্তমকাকু। শেষে ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়ালেন বনফুলের সামনে। বাবা পাশেই দাঁড়িয়ে। কাকু ইতঃস্তত করছেন দেখে বাবা বলল, ''উত্তম কেমন করেছে বলবে তো!'' চওড়া হাসি মুখে নিয়ে কাকুর কাঁধে হাত রেখে কাহিনিকার বললেন, ''অপূর্ব! অগ্নীশ্বর-এর ব্যক্তিত্বকে তুমি সুন্দর ফুটিয়েছ।''

'নিশিপদ্ম'র হিন্দি ভার্সান 'অমরপ্রেম'। চিত্রনাট্য বাবার। ছবি তৈরির পর রাজেশ খন্না যখন কলকাতায় আসেন, দেখা হয় বাবার সঙ্গে। রাজেশ বলেন, ''দাদা, 'নিশিপদ্ম' অনেক বার দেখেছি। 'অমরপ্রেম'-এ আমার চরিত্রটাও দারুণ করেছেন।''

'৭০-'৭১ সাল। 'ধন্যি মেয়ে' হবে। নতুন নায়িকার খোঁজ চলছে। বড় জেঠুর বিশেষ প্রিয়, সাহিত্যিক তরুণ ভাদুড়ী। তাঁর সুপারিশ নিয়ে তাঁরই মেয়ে জয়া এলেন বাবার কাছে। সেই জয়া ভাদুড়ীকে ছবির নায়িকা করল বাবা।

ছবির আউটডোর। জগৎবল্লভপুর গ্রাম। প্রযোজক নারায়ণবাবুর প্রাসাদোপম বাড়ি ওই গ্রামেই। সেখানেই থাকা। দোতলার সামনের দিকে বাবার ঘর। পিছন দিকের ঘরে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় আর জয়া ভাদুড়ী। রাত্তিরে বাবার ঘরে মশারি টাঙাতে গিয়ে প্রোডাকশন বয় দেখে, দড়ি নেই। সে তো থতমত খেয়ে সোজা সাবুপিসির কাছে চলে গেল, ''ঢুলুবাবুর মশারি টাঙাতে পারছি না। দড়ি নেই।'' সাবুপিসি গেল বাবার ঘরে। হাতে চুল বাঁধার ফিতে-দড়ি। সঙ্গে জয়া ভাদুড়ী। দু'জনে মিলে মশারি টাঙিয়ে, গুঁজেটুজে দিয়ে তবে শান্তি। কী সব সম্পর্ক ছিল তখন!

শুধু সিনেমার নেশা নয়, বাবার সাহিত্যপ্রেমও ছিল অঢেল। বহু জনপ্রিয় পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল বাবা। 'শ্রীগুপ্ত' ছদ্মনামে একটি বাণিজ্যিক পত্রিকায় সিনেমা সংক্রান্ত লেখালেখি করেছে। ছড়াও লিখত। বাবার ছোট গল্পের সংকলনও আছে। 'সোনার মেডেল'। বাবা খুব ভাল গান বুঝত। মণিজেঠু, ডা. লালমোহন মুখোপাধ্যায় খুবই ভাল গান গাইতেন। বাবার জীবনে গানের অনুপ্রেরণা মণিজেঠুই। ছবির সিকোয়েন্স বুঝে গান তৈরি করত বাবা। 'নিশিপদ্ম'র 'রাজার পঙ্খী উইড়্যা গেলে' গানটা বাবারই লেখা। এমনকী 'না না না, আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাব না' গানের জন্য আলাদা করে বিশেষ সিচ্যুয়েশন তৈরি করে বাবা।

বাবার আরেকটা ব্যাপার ছিল, পাঁড় মোহনবাগানী। ১৯৭৫ সাল। মুম্বই গিয়েছে বাবা। 'অজস্র ধন্যবাদ' ছবির গান টেক হবে। সুরকার শ্যামল মিত্র। আর গায়ক-গায়িকার দলে মহম্মদ রফি, আশা ভোঁসলে, শৈলেন্দ্র সিং। রফি চলে এসেছেন দেখেও বাবা চুপ করে কোণের দিকে বসে। দেখেশুনে রফিসাব খুব অবাক হয়ে বলেই ফেললেন, ''ডিরেকটার সাব কো কুছ হুয়া ক্যায়া, ইতনা নারাজ!'' শ্যামলকাকু মৃদু হেসে বললেন, ''কিছু না, কাল বড় ম্যাচ ছিল। ঢুলুদার মোহনবাগানকে পাঁচ গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল, তাই!'' মিঠুন চক্রবর্তীর কথা বলি। ওঁর প্রথম বাংলা ছবি বাবারই, 'নদী থেকে সাগরে'। তখন থেকেই বাবার সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা একটু অন্য রকম। প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতেন বাবাকে।

একবার পুজোর ঠিক পরের কথা। টালিগঞ্জের নানুবাবুর বাজার। তার সামনের রাস্তা দিয়ে মিঠুন চলেছেন গাড়িতে। বাবা বাজারের থলে হাতে মোড়ের মাথায়। হঠাৎই বাবাকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মিঠুন বললেন, ''বিজয়ার প্রণামটা এ ভাবেই করতে হল। তাড়া না থাকলে বাড়ি যেতাম।'' মুহূর্তের মধ্যে লোকে লোকারণ্য। সবাই হতচকিত হয়ে চেয়ে। তাদের পাড়ারই মানুষটার পায়ে হাত দিয়ে মাথায় হাত ঠেকাচ্ছেন যে ভদ্রলোক, তিনি তখন ভারত বিখ্যাত!

রাজকাপূর কলকাতায় এসেছেন। ঠিক করেছেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও যাবেন। স্টুডিও'র কর্ণধার তখন বিএন সরকার। উনি বাবাকে বললেন, ''ঢুলুবাবু, রাজকে কিন্তু আপনি রিসিভ করবেন।'' রাজকাপূর আসার আগেই স্টুডিয়োতে অপেক্ষায় বাবা। রাজকপূর এলেন। নমস্কার, প্রতি নমস্কার হল। তার পর সবাইকে চমকে দিয়ে গেটের কাছে পায়ের জুতো জোড়া খুলে হাঁটু গেড়ে বসে মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মাথায় নিলেন রাজকাপূর। উঠে দাঁড়িয়ে বাবাকে বললেন, ''নিউ থিয়েটার্স হল কাপুরপরিবারের তীর্থস্থান। আমার বাবা এখানকার নুন খেয়েছেন। এখানে চাকরি করেছেন। জায়গাটায় এলেই আমার কেমন যেন লাগে!'' শুনে অভিভূত বাবা। কতবার যে এ গল্প করত! এত সিনেমা-ভক্ত আমাদের বাবা, অথচ ভাই সর্বজিৎ, বোন অমা বা আমি কেউই সিনেমায় আসি, একদম চাইত না। স্থায়ী চাকরি হোক, ব্যস। বলত, এ লাইন বড় অনিশ্চিত। কষ্টের। পরে বুঝেছি, কী বলতে চাইত বাবা। নর্দার্ন অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে যখন আমরা, তখন প্রায় চালচুলো নেই। নিজের বাড়ি তো দূরের কথা, বাবার তখন গাড়ি পর্যন্ত ছিল না।

সেই সময়কার ঘটনা। 'মৌচাক' হবে। প্রযোজক জং বাহাদুর রানা। গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউতে ওঁর অফিস। ছবির গল্প সমরেশ বসুর। বাবা নির্দেশক। তিন জন মিলে প্রযোজকের ঘরে মিটিং। দুপুর তিনটে নাগাদ। বাবার দেখা নেই। বেশ দেরি হল সে দিন বাবার যেতে। ঘরে ঢুকতেই জং বাহাদুর বললেন, ''গাড়ির সমস্যা হল নাকি?'' কোথায় গাড়ি? শুনে প্রযোজক তো হাঁ! বললেন, ''বলেন কী! গাড়ি নেই আপনার! তা, বাড়ি করেছেন?'' 'না। এখনও করে উঠতে পারিনি।'' শুনে অদ্ভুত একটা পরামর্শ দিলেন উনি, ''একটা কথা বলি, এই ছবিটায় আপনি বড় ভাইয়ের রোলটা উত্তমবাবুকে রাজি করান। আর ছবিতে নিজের শেয়ার রাখুন। গাড়ি কেনা হয়ে যাবে।'' মায়ের নামে প্রোডাকশন হাউস করল বাবা। 'প্রতিমা পিকচার্স'। ভারতী সিনেমা।

আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম আসামি সেলুলার জেল ফেরৎ বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত

শঙ্করলাল কর্মকার

ভ্যালেন্টাইন্স ডে র এই ভালোবাসার দিনে চলুন আপনাদের শোনাই এক প্রেমীকের অজানা গপ্পো। 'এ আপনি কি করছেন..! 'আমি কোর্ট -ইন্সপেক্টরের ভুঁড়ির মাপ নিচ্ছি স্যার..।' বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে জানান আসামি। সেই সময়ের মুরারীপুকুর মামলার মতো সবচেয়ে হাইভোল্টেজ মামলা চলাকালীন জীবন-মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে কোর্টের মধ্যে আসামি এমনই মজার কাণ্ডকারখানা করেছিলেন। আসামি দেশপ্রেমে পাগল, প্রাণশক্তিতে পাগল, কারাগারে অত্যাচারে পাগল আর সেইসাথে নিজের স্ত্রী'র প্রেমে পাগল - আসামি পাগল প্রেমিক,

বোমা বিশেষজ্ঞ, বিপ্লবী ' উল্লাসকর দত্ত । ২০২২ সালেও, মানে এই আধুনিক যুগেও এক প্রচণ্ড চির-রোমান্টিক নায়ক তিনি। ইংরেজ অধ্যাপককে আহত করে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছেন, শিবপুরের বাড়ীতে ল্যাবরেটরি বানিয়ে বোমা তৈরি করেছেন, অত্যাচারী দৈত্যের সাথে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করেছেন। তবু বোমা তৈরির উন্নত শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যেতে চাননি। কারণ তখন তাঁর চলছে প্রচণ্ড প্রেম যে প্রেমের সাথে আর কিছু দিনের মধ্যেই বিয়ের পাকাকথা হয়ে গেছে। আর তারপরেই মুরারীপুকুর বাগান বাড়ী থেকে তাঁর ধরা পরা। মামলার রায়ে তাঁর প্রথমে হ'ল ফাঁসি, পরে দেশবন্ধুর চেষ্টায় সেটাই হয়ে গেল আন্দামানে দীপান্তর। এই খবর শুনে তাঁর প্রেম প্রথমে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। আর তারপর অন্য ছেলের সাথে তাঁর প্রেমের বিয়ে হয়ে যায়। অন্যদিকে দীপান্তরে তখন তিনি কারাবাসী .. সেখানে প্রচণ্ড অত্যাচারে প্রায় পাগল হয়েছেন .. এই কারণে প্রথমে এলেন আন্দামান পাগলা গারদে, পরে সেখান থেকে মাদ্রাজ পাগলা গারদ। এতো কিছুর পরেও যৌবনের প্রেম'কে ভুলতে পারেননি, সুস্থ হয়ে ফিরে এসে সেই স্বপ্নের রাজকন্যা'কেই বিয়ে করেছেন।

কখন কোন পরিস্থিতিতে বিয়ে করেছেন যখন তিনি কারাবাসী, তখন তাঁর প্রেমের তো অন্য জনের সাথে বিয়ে হয়েগিয়েছিল! আসলে প্রকৃতির চিন্তা ছিল অন্যরকম। হঠাৎ বিধবা হন তাঁর প্রেম। কারাবাস শেষ করে, সমাজের সব বাধা পেরিয়ে, সেই বিধবা হয়ে যাওয়া প্রেম'কেই বিয়ে করেন তিনি।

সাজা কাটিয়ে উল্লাসকর দত্ত ফিরেছিলেন ১৯২০ সালে শুরু হয়েছিল তাঁর বেঁচে থাকার লড়াই। কিছু বন্ধু বিপ্লবীর চেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজের সিঁড়ির নিচের ঘরে থাকার জায়গা পেলেন। ভুলতে পারেননি দেশপ্রেম। চমকে উঠতে হয় যখন জানা যায়, শ্রী অরবিন্দে'কে আবার দেশের কাজে ফিরিয়ে আনতে তিনি চলে যান সোজা পন্ডিচেরিতে। আর সেই যাত্রায় তিনি নিজের সাথি করেছিলেন সাইকেল কে..! ভাবা যায়..। আজকের দিনে কেউ কল্পনা করতেও ভয় পাবে। হতাশ হয়ে পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে আসেন। এরপরই তিনি তাঁর বিধবা হয়ে যাওয়া প্রেম'কে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কোন অবস্থায়! সেই অবস্থায় যখন তাঁর নিজেরই খাবার কখনও জুটেছে, কখনো জোটেনি। শুয়েছেন মড়ার খাটিয়ায়।

চমকে যাওয়ার এখানেই শেষ নয় .. মিল হয়েও যেন মিলন হ'ল না। যখন তিনি বিয়ে করছেন তখন তাঁর প্রেম একপ্রকার শয্যাশায়ী, পরে হয়ে যান পঙ্গু। এদিকে বিধবা বিয়ে। তাই জায়গাও কেউ দিল না। ব্রাহ্মসমাজে তাঁদের বিয়ে হয়। যৌবন পেড়িয়ে যাওয়া দুই প্রেমিক নব দম্পতি - একজন নিঃস্ব সমাজচ্যুত প্রেমিক অপরজন তাঁর পঙ্গু প্রেমিকা। আর যেদিন বিয়ে হলো সেদিনই প্রেমিকাকে ভর্তি করতে হলো হাসপাতালে।

অসুখ ভালো হবার নয় - তাই কিছুদিন পরে তাঁর স্ত্রী'কে ছুটি দিয়ে দেয় হাসপাতাল। এবারে চিন্তা থাকবেন কোথায়। ব্রাহ্মসমাজে সংসার পেতে থাকা যায় না। কোথাও স্থায়ী জায়গা না পেয়ে এবারে অসুস্থ স্ত্রী'কে নিয়ে তিনি চলে যান দেশের বাড়ী শ্রীহট্টে। বাসনা-কামনা-মোহ-রূপ কিছু নেই। সেদিন হয়েছে দুটি আত্মার মিলন। উল্লাসকর পাগলের মতো সেবা করেছেন অসুস্থ পঙ্গু স্ত্রী'র। কোনও সরকারী সাহায্য তিনি নিতে চাননি। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদানের জন্য ভাতা মঞ্জুর করলে, তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করেন। তিন বছর পর ১৯৫১ সালে শিলচরে আসেন। শেষ জীবনের ১৪ বছর ওই শহরেই কাটান। তখন তিনি ব্রিটিশের নির্যাতনে মানসিক ভারসাম্য হারানো এক উদাসী, সঙ্গে তাঁর পঙ্গু স্ত্রী। শিলচরের মানুষই তখন তাঁদের থাকা-খাওয়া-চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আর তাঁর বিপ্লবী বন্ধুরাই নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে গেছেন।

৬২' সালে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। প্রেমিকা স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও বিশ্বাস করেননি যে, স্ত্রী আর নেই..! ঘরের দরজা কখনো বন্ধ রাখতেন না, খোলা রাখতেন। বলতেন, দরজা বন্ধ দেখলে যদি স্ত্রী ফিরে যান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের খাবার থেকে এক ভাগ স্ত্রীর নামে রাখতেন, যদি স্ত্রী ফিরে এসে খেতে চায়। কোনও সিনেমার চিত্রনাট্য নয়, নয় কোনও লেখকের গল্প, এটা এক বাস্তব ঘটনা। ঘটনার নায়ক ' উল্লাসকর দত্ত ', নায়িকা ' লীলা পাল '। লীলাদেবীর বাবা ছিলেন আরেক স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পাল। জানি না উল্লাসকর দত্তের এই কাজ মোহ না প্রেম .. তিনি দেশ এবং স্ত্রীকে বেশি ভালোবেসেছিলেন।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
পদ্মা নদীর রূপে মুগ্ধ কবি

বিশেষ প্রতিবেদক

পদ্মা নদীর ভরা জলে সাঁতারের লোভ সামলাতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ জলে নেমে অনেকটা সাঁতার কেটে ফেলেছেন। ওদিকে মুহূর্তে পাইক বরকন্দাজদের কাছে খবর গেল ছোট নায়েব নদীতে নেমেছেন। জমিদারির কর্মচারীরা সচকিত হয়ে উঠেছেন। নৌকা পৌঁছে যায় দ্রুত কবিকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। জমিদারির কাজে তখন শিলাইদহে থাকা রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নৌকায় ফিরলেন না সাঁতার কেটেই জল থেকে ডাঙায় উঠলে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। খেলাধুলার বিষয়ে কবির যথেষ্ট আগ্রহ ছিল একথা সবাই জানেন। প্রখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ ইংলিশ চ্যানেল জয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন একবার কবির আশীর্বাদ নিতে রবীন্দ্রনাথের দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিছুটা সময় অপেক্ষা করার পরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রফুল্ল ঘোষকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গেলেন। কবি আশীর্বাদের সঙ্গে সাবধানবাণী শোনালেন। পরিহাসের সুরে বলেছিলেন আমার মত ফাঁকি দিও না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই নিজেকে নিয়ে রসিকতা করে শিলাইদহে থাকার সময় পদ্মা নদীতে নিজের সাঁতার কাটার কাহিনী প্রফুল্ল ঘোষকে বলেন। আদপে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যতই তোমার প্রতিভা থাকুক নিষ্ঠা সাফল্য ও পরিশ্রমে খামতি থাকলে সাফল্য অধরা হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনে পড়ুয়ারা শুধু ফুটবল খেলতেন না দলটা প্রায় অপরাজেয় ছিল। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন কলকাতা থেকে অনেক কলেজের দল শান্তিনিকেতনে খেলতে আসত বটে কিন্তু জিততে পারত না। একবার মোহনবাগানের একটা দল খেলতে গিয়ে হেরে যায়। শান্তিনিকেতনে যখন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন থেকে বাংলা, ইংরেজির মত জোর দেওয়া হয়েছিল শারীর শিক্ষায়। ফুটবল কেন শান্তিনিকেতন দল ভাল খেলত কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' পিতৃস্মৃতি' বইয়ের পাতায় উল্লেখ আছে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বিকেলবেলায় খেলাধুলা। খেলার মাঠে যাবার জন্য কাউকে ডাক দিতে হত না। ফুটবল খেলতে সবচেয়ে কম খরচ তাই অন্য কোনও খেলার সরঞ্জাম ছিল না। ফুটবল খেলতেই আমাদের নেশা জন্মে গিয়েছিল। একবার নাটোরের মহারাজা আশ্রমে বেড়াতে এসে নানা রকম খেলার প্রচুর সরঞ্জাম দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফুটবল কেউ ছাড়তে চাইল না। কয়েকজন ভাল খেলোয়াড় তৈরি হল। আমাদের গর্বের বিষয় ছিল আশপাশের কোনও দলের কাছে ফুটবল খেলে হারিনি।

প্রমথনাথ বিশী লিখেছেনক্ষ্ম হঠাৎ কখন এক সময়ে বিজয়ী দলের সম্মিলিত কণ্ঠে'র 'আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন' গান শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া যাইত। আমরা ছুটিয়া গিয়া বিজেতাদের ঘিরিয়া ধরিতাম - মশালের আলোতে রূপার প্রকাণ্ড শীল্ডখানা অকাল সূর্যের মত ঝকঝক করিয়া উঠিত। একবার এইরকম পরপর তিন- চারটি শিল্ড জেতায় বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ ছুটি দেবেন না কিছুতেই। এইরকম সময়ে শেষ ভরসা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। বলা বাহুল্য তিনি ছুটির উৎসাহে তাঁর কাছে আসা পড়ুয়া- আশ্রমিক দের কখনও নিরাশ করেননি। কবি নিজে ছোটবেলায় কুস্তি করেছেন সেকথা নিজে লিখেছেন পালোয়ান হীরা সিংয়ের সঙ্গে কুস্তির নানারকম মারপ্যাঁচ চলত। কুস্তির সঙ্গে সাঁতার কেটেছেন।

আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত দুটি বাড়ি, আহত ২

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাঝদিয়া পূর্ণগঞ্জ খাসপাড়ার রাম বিলাস চৌধুরী, ছিলেন দিনমজুর । প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয়ে তিনি এখন শয্যায় । স্বামীর মুখে দুটো ভাত দেবার জন্য স্ত্রী বেছে নিয়েছেন পরিচারিকার কাজ। প্রতিদিনের মতো আজ সকালেও স্বামীকে মুখ ধুয়িয়ে চা করে দিতে গিয়েছিলেন স্ত্রী শেফালী চৌধুরী । দুর্ভাগ্যের পরিহাস স্ত্রী উনুনে চা করার সময় হঠাৎই পাটকাঠির বেড়ায় আগুন লেগে যায় । বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে কারণ বাড়িটা হচ্ছে টিনের চাল, পাটকাঠির বেড়া । সরকার থেকে গ্যাস পেয়েছে উজালা । মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়তেই উজালা গ্যাসের সিলিন্ডার বাস্ট হয় । মুহূর্তের মধ্যে বাড়িতে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। শেফালী দেবীর চিৎকার ও কান্নায় প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন আগুন নেভাতে । বালতি করে জল দিয়ে আগুন নেভানোয় আগুন আর ছড়াতে পারেনি । যদিও আগুন নেভাতে গিয়ে দুজন গ্রামবাসী আহত হন । বর্তমানে আহত দুজন কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । দমকলে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন কৃষ্ণনগর থেকে । দমকলের ইঞ্জিন আসলেও ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেনি । কারণ দমকলের যাওয়ার জন্য যে রাস্তার প্রয়োজন সে রাস্তায় নেই এলাকায় । আগুনে পুড়ে সর্বশান্ত রামবিলাস চৌধুরীর পরিবার । ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ । পৌঁছেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শুভজিত সরকার । তিনি বলেন, পরিবারের সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তারা সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন । গ্রামবাসীদের পক্ষে শেফালী দাস বলেন অসহায় পরিবারটির পাসে সরকার যদি না দাঁড়ায় তাহলে তারা একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। অন্যদিকে আহত প্রতিবেশী দুই ব্যক্তি অশোক মন্ডল ও মহানন্দ মন্ডল কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বলা যেতেই পারে সাত সকালে আগুনে অসহায় পরিবারটি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন । আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত দুটি বাড়ি । আহত ২ হাসপাতালে চিকিৎধীন।

ঝাড়গ্রামে শহীদ দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশে একমাত্র রাজ্য যেখানে এত কম সময়ে মাওবাদী সমস্য সমাধান হয়েছে। মাওবাদী মুক্ত কারন সরকারের একাধিক প্রকল্প, পুলিশে নিয়োগ এবং পুলিশের কর্মীদের সুসংগঠিত কাজ এর জন্য শান্তি ফিরেছে জঙ্গলমহলে। ২০১০ সালের ১৫ ফেব্রয়ারী শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে হামলা চালায় মাওবাদীরা তাতে ২৪ জন ইএফআর জওয়ান শহীদ হন। লুঠ হয় পুলিশের অস্ত্র। যা তৎকালীন সময় মাওবাদী হামলায় সবচেয়ে বড় ঘটনা দেশের মধ্যে। তার পর থেকে এই দিন টা স্মরন করা হয় শহিদ দিবস হিসেবে। আজ ডিজিপি রাজিব কুমার সহ উপস্থিত ছিলেন এডিজি লএন্ড অর্ডার জাভেদ শামিম, এডিজি সিআইএফ অজয় নন্দা সহ একাধিক ডিআইজি ও ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার অরিজিত সিনহা। গান স্যালুট দিয়ে শহিদদের সম্মান জানানো হয়। প্রতিটা জওয়ান এর নামে লাগানো ২৪ টা গাছে জল দেন। তারপর শহিদ পরিবারের হাত দিয়ে দু ঃস্থ মানুষের হাতে সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

বাঁকুড়ায় আলুর ন্যায্য দাম দেওয়ার উদ্যোগ, স্বস্তি চাষিদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উপযুক্ত বাজারদর না পেয়ে চরম দুশ্চিন্তায় ছিলেন বাঁকুড়ার আলু চাষিরা। এই বছর ব্যাপক উৎপাদন হলেও সঠিক ক্রেতার অভাবে দাম একেবারে তলানিতে নেমে আসে। এক পর্যায়ে চাষিরা মাত্র ৫ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের কৃষি বিপণন দফতর ও বাজার সমিতির যৌথ উদ্যোগে চাষিদের কাছ থেকে ১০ টাকা কেজি দরে আলু কেনার ব্যবস্থা করা হয়।

সরকার নির্দেশিত এই প্রকল্পের আওতায় চাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা আলু পার্শ্ববর্তী জেলা পশ্চিম বর্ধমানের সুফল বাংলা স্টলে পাঠানো হচ্ছে। বাঁকুড়া জেলার নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি ও কৃষিজ বিপণন দফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতেও আলু ও অন্যান্য সবজি সঠিক দামে কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রাজ্যের বিভিন্ন সুফল বাংলা স্টলে সরবরাহ করা হবে, যাতে চাষিরা ন্যায্য মূল্য পান ও লোকসানের হাত থেকে বাঁচেন।

পূর্ব মেদিনীপুরের পর্যটনকেন্দ্র তাজপুরে শিল্পের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও পূর্ব মেদিনীপুরের পর্যটনকেন্দ্র তাজপুরে শিল্পের সম্ভাবনা। তাজপুরকে ফ্রেড করিডর করে, রাস্তার দুপাশে ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার ঘোষণা ইতিমধ্যে করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প এখন বিশ বাঁও জলে। তাই তাজপুরে নতুন শিল্প করিডর হওয়ার বিষয়টিতে ' সিঁদুরে মেঘ' দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কারণ ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের তরফে জানানো হয়, তাজপুর গভীর বন্দরের কাজ শুরু হয়েছে এবং সেখানে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দর গড়ে তোলার জন্য দেশের নামী শিল্প সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়, প্রকল্পে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। বন্দর গড়ে উঠলেই বদলে যাবে এখানকার জনপদ। সড়ক ও রেলপথ এসে পৌঁছাবে সমুদ্রতীরে। কর্মসংস্থান তৈরি হবে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের। তারপর বঙ্গোপসাগরের অনেক ঢেউ আঁছড়ে পড়েছে তাজপুরের উপকূলে। অনেক জোয়ার ভাটা ঘটেছে। তবে তাজপুরের গভীর সমুদ্র বন্দর বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে ২৫ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র তাজপুর বন্দরের সাইট অফিস হয়েছে। বেশ কয়েকবার প্রশাসনিক কর্তা সহ বরাত পাওয়া শিল্প সংস্থার লোকজন সরেজমিনে এসে ঘুরে গেছেন। তারপর এককভাবে এই বন্দর গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার। সেই গভীর সমুদ্র বন্দরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন স্থানীয়রা। কিন্তু সেই প্রকল্প এখন বিশ বাঁও জলে। এখন নতুন করে তাজপুরকে ফ্রেড করিডোর বানিয়ে শিল্পের সম্ভাবনার কথা উঠে আসছে। এতে মৎস্যজীবী অধ্যুষিত তাজপুরের প্রতিক্রিয়া জানতে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা। তাজপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন, জমি জটেই আটকে গেছে তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্পের কাজ। তবে কারণ যাই হোক না কেন, নতুন শিল্প করিডরের সম্ভাবনাতেও জমি দিতে প্রস্তুত তাজপুরের বাসিন্দারা। তবে আদৌ নতুন এই শিল্প-করিডর হবে কিনা, সে নিয়ে সন্ধিহান পর্যটন কেন্দ্র তাজপুর। আগের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই তাজপুরের এমন আশঙ্কা। তবে গভীর সমুদ্র বন্দর হোক, কিংবা শিল্পের ফ্রেড করিডর। যাইহোক, তা দ্রুত হোক- এমনটাই চাইছে তাজপুর।

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২৫২

২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ফোনঃ ০৩৩-২২৫৪৩১০০ । ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২২৫৪৩১৩০ । ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com । ই-মেলঃ sec@somanys.com

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে প্রতি শেয়ার ডেটা ছাড়া)

ক্রম. নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র						একত্রিত					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০০.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	২৪.২৯	১৪৯.১১	১৬৪.০৫	৩৩৩.৪১	৫৯০.৫৪	৭৩৭.১৭	২৪৩.৪৫	৩৬১.০৫	৯১২.৭১	৯৬০.৫৫	২,৭৫৭.০৭	৩,২৬৫.৯৫
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম))	(১,১০০.৯১)	১৪৭.৩৫	(২,০৫৫.১২)	(১,৭০১.৪১)	(২,৩৫৭.৫৮)	(২,৫১০.৭৭)	(৯১৭.১১)	(৩১.০০)	(২,৩২৪.২২)	(১,৭৫৭.১০)	(১,৮১৮.০১)	(১,৮০৪.৭৬)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১,১০০.৯১)	১৪৭.৩৫	(২,০৫৫.১২)	(১,৭০১.৪১)	(২,৩৫৭.৫৮)	(২,৫১০.৭৭)	(৯১৭.১১)	(৩১.০০)	(২,৩২৪.২২)	(১,৭৫৭.১০)	(১,৮১৮.০১)	(১,৮০৪.৭৬)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরবর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১,০০৭.৫৫)	১৫৩.০৩	(২,১০৪.৯৯)	(১,৬৪৫.৮৬)	(২,৫০৩.০২)	(২,৭৯৮.৪৫)	(৮২৩.৭৫)	(২৫.৩২)	(২,৩৭৪.০৯)	(১,৭০১.৫৫)	(১,৯৬৩.৪৫)	(২,০৯২.৪৪)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(১,৮৬১.৮৫)	৯৯৬.৫৪	(৮৪০.১২)	(৬৩২.২০)	(৩০৫.০৬)	(১,৪৬৯.৩১)	(১,৬৭৮.০৫)	৮১৮.১৯	(১,১০৯.২২)	(৬৮৭.৮৯)	২৩৪.৫১	(৭৬৮.০১)
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি						২১,৩৭০.৮৫						২১,১৮৪.৯৮
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)												
	মৌলিক এবং মিশ্র	(১৪২.২৪)	২১.৬০	(২৯৭.১৭)	(২৩২.৩৫)	(৩৫৩.৩৬)	(৩৯৫.০৬)	(১১৬.২৯)	(৩.৫৭)	(৩৩৫.১৬)	(২৪০.২১)	(২৭৭.১৯)	(২৯৫.৪০)

মন্তব্য

১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২ উপরোক্ত এসইবিআই ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি পরিসংখ্যান ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ উপলব্ধ।

৩. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত/পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

বোর্ড অব ডিরেক্টরদের জন্য এবং পক্ষে

স্বা/- **(মুকুল সোমালি)**

ডিরেক্টর

ডিআইএনঃ ০০১২৪৬২৫

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কেল সাস্ত্র সেন্টার

সার্কেল অফিসঃ কলকাতা দক্ষিণ

ইউনাইটেড টাওয়ার (৯ম তলা), ১১, হেমন্ত বসু সরণি

কলকাতা - ৭০০০০১, ই-মেইলঃ cs8267@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলী সহ পঠিত। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার গঠনমূলক ভৌত প্রতীকী দখল ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা নীচের টেবিলে উল্লিখিত তারিখে যেমন আছে, যেখানে আছে, যেমন আছে, যা আছে, এবং যা আছে বিক্রি করা হবে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারের কাছ থেকে ব্যাংক সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা আদায়ের জন্য।সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

সূচিপত্র সুরক্ষিত সম্পদ

ক্রম নং.	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নামঋণগ্রহীতা জামিনদারের নাম ও ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নম্বর, সম্পত্তি আইডি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধককৃত মালিকদের নাম সম্পত্তির বন্ধকদাতা	ক) চাহিদার নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ ঘ) দখলের অবস্থা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ সময়
১.	শাখাঃ বেহালা (০০৮৬২০)মেসার্স উডকেয়ার ফার্নিচারের স্বত্বাধিকারী ঝুমা ধারাভিল - গাজীপুর, পোঃ কাঙ্গনবেড়িয়া, পি.এস. - বিষ্ণুপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০৪। জামিনদার ঃ কচিরাম দাসকঋ নম্বরঃ ০০৮৬২৫০৩০১১৪৫ সম্পত্তি আইডিঃ PUNBOODCARE	মৌজা - গাজীপুর, জে.এল. নং ২৪, তৌজি নং ৯৩, আর.এস. খতিয়ান নং ১৭৬, দাগ নং ২১৯, নাহাজারী গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন, থানা - বিশুপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, জমির আয়তন ১৬.০০ দশমিক। শ্রী কচিরাম দাসের মালিকানাধীন সম্পত্তি। ল্যাট ঃ ২২.৪০১৭৭৫, দৈর্ঘ্যঃ ৮৮.২৩৮২৫৭	ক) ০৭.০৬.২০২১ খ) ৪৫,১৩,৬৯২.১৯ টাকা আরও সুদ ও চার্জ। গ) ০৫.০২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম অর্ডার গৃহীত) যোগাযোগঃ অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি মোবাইলঃ ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ৯৫,০৯,০০০.০০ টাকা খ) ৯,৫০,৯০০.০০ টাকা (০৬.০৩.২০২৫) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৬.০৩.২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
২.	শাখাঃ হাজরা রোড (০১০৮২০) শ্রী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ও শ্রী সুনীল কুমার চক্রবর্তী উভয়েই আছেনঃ ৪০৭, তালপুকুর রোড, সুভাষনগর, সরসুনা,কলকাতা-৭০০ ০৬১। Ac নম্বর ০১০৮৩০০৫০০০৪৩ সম্পত্তি আইডিঃ পিএনবি বিশ্বজিত সিএইচ	সমস্ত জমি এবং একতলা ভবন (১৩৬৪.৩২ বর্গফুট) ৪০৭, তালপুকুর রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬১-এ অবস্থিত এবং সি.এস. দাগ নং ১৬০৪, খতিয়ান নং ১০১৩, জে.এল. নং ১৭, তৌজি নং ৪৭ এবং ৫১, আর.এস. নং ৪৮৬, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত, যার দলিল নং ১-১৮১৮১৯৭৯ তারিখ ০৩.১২.১৯৭৯। কমবেশি ৩টি কোট্টা ৫ চিতকের ভবন, মৌজা নং ৪০৭, তালপুকুর রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬১। দৈর্ঘ্যঃ ২২.৪৭২৫৩, দৈর্ঘ্যঃ৮৮.২৯১৮৪	ক) ০৭.০৯.২০২৩ খ) ৪১,৮৩,৩৪৭.৫০ টাক আরও সুদ ও চার্জ। গ) ১১.০৩.২০২৪ঘ) প্রতীকী দখল যোগাযোগ সুশান্ত রঞ্জন মোবাইলঃ ৬২৯১৮ ৪৭০৫৩	ক) ৩৯,০৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৯০,৬০০.০০ টাকা (০৬.০৩.২০২৫) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৬.০৩.২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
৩.	শাখাঃ গড়িয়া (০১৪৩২০)মিসেস শিল্পা সরদার ভরসা এবং মিঃ অরিন্দম সরদার হালদার ও মন্ডল পাড়া, বানিবেড়িয়া, মোগরাহাট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৬১০। এসি. নং ঃ ০১৪৩৩০০০৩৯৪১৯	সম্পত্তির আইডিঃপুনশীলপসরদার মৌজার অধীনে - মাল্টি, জে.এল. নং ১৯২১৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫৬২, এল.আর. দাগ নং ২৬১৮, পি.এস.-এর অধীনে মোট আয়তন ৬.৬০ দশমিক কমবেশি, অসম্পূর্ণ কাঠামো সহ সমস্ত জমির টুকরো। - মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ ওড়গনা, ২০১৭ সালের বিক্রয় দলিল নং ১৬১৮ এর অধীনে, বই নং ০১, সিডি ভলিউম নং ১৬২২-২০১৭, পৃষ্ঠা ২৬৯৮৯ থেকে ২৭০০১ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ, এ.ডি.এস.আর. - মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। মাল্টি পোস্ট অফিসের কাছে। অক্ষাংশ ঃ ২২.২৮৯১২, দীর্ঘঃ৮৮.৪১৪১৪	ক) ২২.০৩.২০২৩ খ) ১৮,৯৭,৮৩৬.১০ টাকা আরও সুদ ও চার্জ। গ) ০৮.০৬.২০২৩ঘ) প্রতীকী দখল(ডিএম অর্ডার গৃহীত) যোগাযোগঃ প্রসেনজি চৌধুরী মোবাইলঃ ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ১০,৭৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৭,৫০০.০০ টাকা (০৬.০৩.২০২৫) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৬.০৩.২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
৪.	শাখাঃ সরসুনা (০৩৬০২০) ববিতা শাউ ও দীপক শাউ সি-১, ৩য় তলা, প্রিমাইজ নং ৬১৩, দক্ষিণ বেহালা রোড, পূর্ব বড়িশা, ওয়ার্ড নং ১২৬, পো - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা -৭০০ ০৬ ববিতা শাউ ও দীপক শাউ পি-২০৬, ডাঃ এ. কে. পল রোড, সর্বমোংলা পল্লী, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪। Ac নংঃ ০৩৬০৩০০০৩৩০৩৫ এবং অন্যান্য প্রপার্টি আইডিঃ PUNBBABITASHAW	পোল স্টার ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ববিতা শ এবং দীপক শ এর ফ্ল্যাটের ন্যায্য বন্ধক, যা পোল স্টার নামে পরিচিত, প্রায় ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। মৌজাঃ পশ্চিম বারিশা, জে.এল. নং ১৯, আর.এস. নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮- ১০, ১২- ১৬, পরগনা - খাসপুর, খতিয়ান নং ১৫৬৩, দাগ নং ১১১৯২৩২২, কে.এম.সি. প্রাঙ্গণ নং ৬১৩, দক্ষিণ বেহালা রোড, পি.এস. - ঠাকুরপুকুর এখন সরসুনা, কলকাতা - ৭০০ ০৬১, কে.এম.সি. এর অধীনে ওয়ার্ড নং ১২৬, জেলাঃ ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), দলিল নং ১৬০৭০৩০০৬, ২০১৯ সালের জন্য। মালিকঃববিতা শাউ এবং দীপক শাউ। অক্ষাংশঃ ২২.৪৬৯৮৯৫, দীর্ঘঃ৮৮.২৯৭২০৫	ক) ১০.১২.২০২১ খ) ১৮,২৮,৪১৮.৪২ টাকা আরও সুদ ও চার্জ সহ। গ) ২৫.০২.২০২২ ঘ) ভৌত দখল যোগাযোগঃ অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি মোবাইলঃ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ১২,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ১,২৪,০০০.০০ টাকা (০৬.০৩.২০২৫) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৬.০৩.২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
৫.	শাখাঃ পর্ণশ্রী পল্লী (০৮৫৯২০)মেসার্স ট্রেড লিংক প্রস্তাব মিসেস সানওয়ানা চক্রবর্তী ৮১, দাস পাড়া রোড, পো- ঠাকুরপুকুর বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৬৩। জনাব সুশান্ত চক্রবর্তী (জামিনদার) এসি। নম্বরঃ ০৮৫৯২৫০০০৬২৯৩ সম্পত্তি আইডিঃ PUNBTRADELINK	শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট নামে এবং স্টাইলে আংশিকভাবে জি ৩ তলা বিশিষ্ট ভবনের সমস্ত জমির টুকরো এবং অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট হিসেবে বিবেচিত, যার আয়তন ৬৮৪ বর্গফুট, যার আয়তন ১ কোট্টা ১৪ চিতক এবং ২১ বর্গফুট, হোমস্টেড জমি ইপি নং ৬০-এর কমবেশি, আর.এস. নং ২০২. (পি), মৌজা - পূর্ব বারিশা, জে.এল. নং ২৩, পি.এস. - ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উপ-নিবন্ধন অফিস - আলিপুর। সম্পত্তির মালিকানাঃ শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী (জামিনদার)।ল্যাটঃ ২২.৪৬১২, লং ঃ৮৮.৩০৮৮৬৫	ক) ২০.০৭.২০২৩ খ) ৩৯,৫২,০৭২.২১ টাকা আরও সুদ ও চার্জ। গ) ০৭.১২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল ডিএম অর্ডার গৃহীত হয়েছে) যোগাযোগ সুশান্ত রঞ্জন মোবাইলঃ ৬২৯১৮ ৪৭০৫৩	ক) ১৪,৩৩,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৩,৩০০.০০ টাকা (০৬.০৩.২০২৫) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৬.০৩.২০২৫সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
৬.	শাখাঃ সরসুনা (০৩৬০২০)মেসার্স শংকর স্টোরমালিক শংকর কুমার পাল বন্ধকদাতা এবং জামিনদারঃ কমলা পাল ২১৩, সরসুনা মেইন রোড, সরসুনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৬১। অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০৩৬০২১০০০৬৪৬৪ সম্পত্তির আইডিঃ PUNBSANKARSTORE	৩ কাট্টা ৫ চট্টগ্রামের জমির টুকরো এবং তার উপর অবস্থিত ভবনটি কমবেশি মৌজা - সরসুনা, জে.এল. নং ১৭, খতিয়ান নং ৭৪৬, ১৬৬৪, দাগ নং ১৩২৮, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং অবস্থিত। ৬৮ নং প্রাঙ্গণ, রক্ষিত পাড়া রোড, মন্ডিরতলা, থানা। - সরসুনা, ওয়ার্ড নং ১২৭, কলকাতা - ৭০০ ০৬১, দলিল নং ১-৪৮৭৫ তারিখ ০৫.১২.১৯৬৯, বই নং ১, খণ্ড নং ৭৮, পৃষ্ঠা ১৫৭ -১৫৯। এই সম্পত্তিটি শ্রীমতী কমলা পালের মালিকানাধীন। অক্ষাংশঃ ২২.৪৭৫৬৮১, দীর্ঘাংশঃ ৮৮.২৮৬৭৬২	ক) ১৭.০৮.২০২৩ খ) ৯,২৫,৯৫০.১১ টাকা এবং আরও সুদ ও চার্জ। গ) ০১.১১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল যোগাযোগঃ সায়ণ সরকার মোবাইলঃ ৮২৪০৬ ১০৯২৫	ক) ৩৮,২৫,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৮২,৫০০.০০ টাকা (০৬.০৩.২০২৫) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৬.০৩.২০২৫সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
৭.	শাখাঃজেমস লং সরণি (১৩৯৩২০)সঙ্গীতা চক্রবর্তী সঙ্গীতা চক্রবর্তীর আইনগত উত্তরাধিকারীঃ ১. তপব্রত চক্রবর্তী (স্বামী) ২. ঈশানী চক্রবর্তী (কন্যা) ৩. দেবরূপ চক্রবর্তী (পুত্র)এল৪৪১, এসএস টাউনশিপ, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১।Ac নম্বরঃ ১৩৯৩৩০০৫১১৫৬২পোঃপ আইডিঃ PUNB-SANGEETACH	ওম শিব অ্যাপার্টমেন্ট নামক তিনতলা ভবনের নিচতলায় ৬৬০ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট নং ১ এর ন্যায্য বন্ধক। এটি মৌজা - মুরাদপুর, জে.এল. নং ১৩, আর.এস. নং ১৮৩, তৌজি নং ৪১১, পরগনা - মাগুরা, সি.এস. এবং আর.এস. দাগ নং ৩৮৮ এবং ৩৮৯, সি.এস. খতিয়ান নং ৮৫, আর.এস. খতিয়ান নং ২৬২, প্রাঙ্গণ নং ১৫৯, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২৩, পি.এস. - ঠাকুরপুকুর, এখন হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০০৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ২০১৫ সালের বিক্রয় দলিল নং ১-০২০২৬। সম্পত্তিটি প্রয়াত সঙ্গীতা চক্রবর্তীর নামে। অক্ষাংশঃ ২২.৪৮৩০৬, দীঘঃ ৮৮.৩১৫০২২	ক) ২৬.১০.২০২৩ খ) ১৮,৬৩,৩৬৪.০০ টাকাআরও সুদ ও চার্জ। গ) ১০.০১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখলডিএম আবেদন দাখিল করা হয়েছে)যোগাযোগঃ সায়ণ সরকার মোবাইলঃ ৮২৪০৬ ১০৯২৫	ক) ১৬,৫১,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬৫,১০০.০০ টাকা (০৬.০৩.২০২৫) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৬.০৩.২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
৮.	শাখাঃ তারাতলা (০৫৩৮২০) শ্রী শান্তনু মজুমদার,স্বর্গীয় ঘনতেশ্বর মজুমদার ৬৩বি দ্বিতীয় তলা, ফ্ল্যাট নং ২বি, বিশালক্ষী তালা রোড, পোস্ট অফিস - পামাশ্রী পল্লী, কলকাতা- ৭০০ ০৬০। অ্যাকাউন্ট নংঃ ০৫৩৮২৫০৩০৭৩৪৫ সম্পত্তির আইডিঃ PUNBU৪৩৪৬৩৪৯১০০১	কলকাতা পৌরসংস্থা, কলকাতা - ৭০০ ০৬০, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পৃষ্ঠার অধীনে, বিশালক্ষী তালা রোড, পোস্ট অফিস - বেহালা, ওয়ার্ড নং ১৩২ (মূল্যায়ন নং ৪১১৩২০৪০৪৬৬০) -এর দ্বিতীয় তলায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২বি-এর ন্যায্য বন্ধক। প্রায় ১ কাট্টা ১৩ চিটাক ২০.৫ বর্গফুট (মূল্যায়ন নং ৪১১৩২০৪০০৬২৮) জমির উপর অবস্থিত, যা ৩ কাট্টা ১৪ চিটাক ৬ বর্গফুটের মোট জমির দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। পরগনা বালিয়া, তৌজি নং ৩৪৬, জে.এল. নং ২, আর.এস. নং ৮৩, মৌজা - বেহালা, সাবেক খতিয়ান নং ২৩৭৪, খতিয়ান নং ৭৮৪২, দাগ নং ৪২৩১, যা দলিল নং ১-৮৬৮ তারিখ ১৭.০৩.২০০৫ তারিখে নিবন্ধিত। এডিএসআর - বেহালা, খণ্ড নং ১৫, পৃষ্ঠা ৩২৭ থেকে ৩৩৮ পর্যন্ত। মালিকঃ সান্তনাউ মজুমদার। অক্ষাংশঃ ২২.৫০৯৩০১, দৈর্ঘ্যঃ ৮৮.৩১৬৩৬৯	ক) ২৩.০৮.২০২৪ খ) ১,১৮,৯৬,০২৪.৪৪ টাকা এবং আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ২১.১১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল ডিএম আবেদন দাখিল করা হয়েছে)যোগাযোগঃ অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি মোবাইলঃ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ১৫,৪২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৪,২০০.০০ টাকা (১৯.০৩.২০২৫) গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) ১৯.০৩.২০২৫সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
৯.	শাখাঃআলিপুর চেতলা (১৪১২০০)কৃষ্ণ দে, পুত্র প্রাণ কৃষ্ণ দে ১০৪১, ওলাইচণ্ডী রোড (৫ম লেন) দক্ষিণ উদয়পুর, পোস্ট অফিস পোস্ট অফিস - নিমতা। কলকাতা - ৭০০ ০৪৯।	অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ১৪১২০০এনসি০০০৩৯৫ সম্পত্তির আইডিঃ পুনবকৃষ্ণদেয় উত্তর ২৪ পরগনার ২(দুই) কাট্টা জমি সহ দুটি সংরক্ষিত ভবন সহ সমস্ত জমির টুকরো এবং পার্সেল, থানা - দম দম নাউ নিমতা, এসআর কাশীপুর দম দম, উত্তর দম দম পৌরসভার অধীনে ৫ নং ওয়ার্ড, বর্তমান ওয়ার্ড নং ২৫, ৯২ নং বর্তমান ১২০, ওলাইচণ্ডী রোড, মৌজা - দক্ষিণ নিমতা, জে.এল. নং ৮, আর.এস. ১০২, তৌজি নং ১৭৩, খতিয়ান নং ৭৮৯, দাগ নং ৩৬৪৮, কলকাতা - ৭০০০৪৯। সম্পত্তিটি শ্রী কৃষ্ণ দে-এর মালিকানাধীন। অক্ষাংশঃ ২২.৬৫৯৭৮৯, লংঃ৮৮.৩৯৮০৫৬	ক) সুদ ও চার্জ। ২২.০৭.২০২৪ খ) ৬,০৬,৫০২.০০ টাকা আরও বেশি গ) ১৮.১২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল(ডিএম অর্ডার গৃহীত)যোগাযোগঃদেবদাস মণ্ডল মোবাইল ঃ৮৫৮২৯ ২৩২১৯	ক) ৩১,০৭,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১০,৭০০.০০ টাকা (১৯.০৩.২০২৫) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ১৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
১০.	শাখা ঃ তারাতলা (০৫৩৮২০) শ্রী শান্তনু মজুমদার,স্বর্গীয় ঘনতেশ্বর মজুমদার৬৩বি দ্বিতীয় তলা, ফ্ল্যাট নং ২বি, বিশালক্ষীরোড, পোস্ট অফিস - পামাশ্রী পল্লী, কলকাতা- ৭০০ ০৬০। একাউন্ট নংঃ ০৫৩৮৩০০০৯৭৭৫ সম্পত্তির আইডিঃ PUNBU৪৩৪৬৩৪৯১০০২	০১ (এক) কোট্টা ০৯ (নয়) চট্টগ্রাম ১৮ (আঠারো) বর্গফুট জমির সমস্ত টুকরো বা পার্সেল সিমেন্ট মেঝে এবং ৮০০ বর্গফুট আবাসিক বাড়ির সাথে কমবেশি একই রকম হতে হবে। মৌজা-বেহালা, জে.এল. নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, আরএস খতিয়ান নং ১৭৩০, আরএস দাগ নং ১২৭০৪ এবং ১৬৭ নং প্রিমিসিস, বিশালক্ষী টোলা রোড, থানা এবং এডিএসআর - বেহালা, কলকাতা পৌরসংস্থার সীমানার মধ্যে অবস্থিত, ওয়ার্ড নং ১৩২, কলকাতা - ৭০০ ০৬০, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), দলিল নং ১১২২২৭ তারিখ ৩১১২২০১০ নিবন্ধিত এআরএ -১, কলকাতা, বই নং ১, সিডি খণ্ড নং ২৯, পৃষ্ঠা ৮৯৭৩ থেকে ৮৯৮৮ পর্যন্ত। মালিক ঃ শান্তনু মজুমদার। অক্ষাংশঃ ২২.৫০৯৩০১, দীর্ঘঃ ৮৮.৩১৬৩৬৯	ক) ২৩.০৮.২০২৪ খ) ১,১৮,৯৬,০২৪.৪৪ টাকা এবং আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ২১.১১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন দাখিল করা হয়েছে)যোগাযোগঃঅনিরুদ্ধ ব্যানার্জি মোবাইলঃ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ১৫,৭৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৮০০.০০ টাকা (১৯.০৩.২০২৫) গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) ১৯.০৩.২০২৫সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
১১.	শাখাঃ দরগা রোড (০৩৭৭২০)মেসার্স মহালক্ষ্মী ট্রেডার্স স্বত্বাধিকারী সিদ্ধার্থ চৌধুরী অনু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ, তৃতীয় তলা, ২২মি, গোরাচাঁদ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৪। একাউঃট নংঃ ০৩৭৭৩০৬৬০৫৮২৫ সম্পত্তির আইডিঃ PUNBMAHALAXMI	অনু অ্যাপার্টমেন্ট জিআইভি ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তৃতীয় তলায় ফ্ল্যাট নং ৩এ-এর ন্যায্য বন্ধক। গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রায় ১০১২ বর্গফুট এবং ১টি গাড়ি পার্কিং স্পেস রয়েছে যার আনুপাতিক জমি ৪টি কাট্টা ৬টি চিটক ১৮ বর্গফুট। ২২মি, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৬৪ গোরাচাঁদ রোড, পি.ও. - এঃটালি, পি.এস. - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, শি-র নামে নিবন্ধিত। সিদ্ধার্থ চৌধুরী গোপাল চৌধুরী নামেও পরিচিত। শ. নৃপেন্দ্র নাথ চৌধুরী ০৬-০৭-২০০৩ তারিখের চুক্তির মেমো ভিডিও।অক্ষাংশঃ ২২.৫৪৪৭৭৮, দীঘঃ ৮৮.৩৭২০১৫	ক) ১৩.০৩.২০২৪ খ) ৩১,৫৩,৬০৭.০০ টাকাআরও সুদ ও চার্জ। গ) ৩১.০৫.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল(ডিএম অর্ডার গৃহীত হয়েছে)যোগাযোগঃ দেবদাস মণ্ডল মোবাইলঃ ৮৫৮২৯ ২৩২১৯	ক) ৫২,৪৩,০০০.০০ টাকা খ) ৫,২৪,৩০০.০০ টাকা (১৯.০৩.২০২৫)ষ্ট গ ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ১৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
১২	শাখাঃএম. এল. গুপ্ত রোড (১৬৬২২০)মেসার্স এ. জি কনস্ট্রাকশনপার্টনারঃ সঞ্জীব শর্মা৯০, সন্তোষ রায় রোড, জনকল্যাণ জেমস লং, ক্রসিং, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০০৮।এসি. নং ১৬৬২৩০০০২৮৭৫সম্পত্তি আইডিঃ পাম্পাগ নির্মাণ	প্রথম তলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের ফ্ল্যাট নং ১(জি) এর সমস্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার আয়তন প্রায়বস্থিত। - ঠাকুরপুকুর এখন হরিদেবপুর, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২- ১৬ সংলগ্ন আরএস দাগ নং ৬৯৫, খতিয়ান নং ২২৭ এর অধীনে, প্রাঙ্গণ নং ১১, কৈলাস ঘোষ, ১৮০ নং রোড, কলকাতা ডাক ঠিকানা ৫৩, কৈলাস ঘোষ রোড, পিএস - হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০০৮. মালিকঃমিঃ সৌমেন চক্রবর্তী। অক্ষাংশঃ ২২.৪৭৯২৪৫, দীর্ঘঃ ৮৮.৩২১৫৯৬	ক) ১৯.০৮.২০২৩ খ) ৪১,৫৭,০১৪.২১ টাকা আরও সুদ ও চার্জ সহ। গ) ০৭.১১.২০২৩ ঘ) ভৌত সম্পত্তি যোগাযোগঃ অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি মোবাইলঃ ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ১০,৩২,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৩,২০০.০০ টাকা (১৯.০৩.২০২৫) গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) ১৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
১৩.	শাখাঃ সরসুনা কলেজ (০৩৬৪২০)মোঃ জাহিদ ও নাসিমা খাতুন৭০এইচ৫, ডঃ সুধীর বোস রোড, খিদিরপুর কলকাতা - ৭০০ ০২৩। এলাকা নং ঃ ১৪৯২৩০০৫২০০০৮ সম্পত্তির আইডি ঃ PUNBMDZAHIDSARSUNA	বাস্তু জমির সমস্ত অংশ, যার আয়তন কমবেশি ২ কাট্টা ১৩টি ছটাক ৪টি বর্গফুট এবং দ্বিতল ভবন, যার মোট আয়তন ১৯৮০ বর্গফুট (৯৯০ বর্গফুট)। ভবনটি গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। বিজ্ঞাপনঃমৌজা-চক ছত্তা, জে.এল. নং ২৩। আর.এস. নং ৫০০, কালেক্টরেটনং ১১৯, আর.এস. এবং এল.আর. ২০১৯ সালের দলিল নং ১৬০৭০৬৭৫৬ অনুসারে ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) জেলার আশুতি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, এ.ডি.এস.আর.০.- বেহালা, ডি.এস.আর.-১১, আলিপুরের আওতাধীন আর.এস. খতিয়ান নং ৮৫-এর সাথে সম্পর্কিত দাগ নং ১৮২। সম্পত্তির মালিকঃ মো. জাহিদ। লটঃ৪৮৪৬৮২, লং ৮৮.২৫৮৫৯১	ক) ৩০.০৬.২০২৩ খ) ২৮,৭৮,৩৭০.১০ টাকাআরও সুদ এবংচার্জ। গ) ০২.১১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন) যোগাযোগ সায়ণ সরকার মোবাইলঃ ৮২৪০৬ ১০৯২৫	ক) ২৫,৩৭,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫৩,৭০০.০০ টাকা (১৯.০৩.২০২৫) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ১৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
১৪.	শাখাঃ তারাতলা (০৫৩৮২০)মোঃ শাহজাহান, পুত্র মৃত মোঃ শামসুদ্দিন এইচ-১১৮বি, শ্যামলাল লেন, পোস্ট ও পোস্ট - গার্ডেন রিচ, কলকাতা - ৭০০ ০২৪। জনাব সেলিম মোহাম্মদ (বন্ধক এবং জামিনদার)একাউন্ট নংঃ ০৫৩৮২১০৩০৭৩৭৬ সম্পত্তির আইডিঃ PUNBSHAHJAHAN	৪টি কটাহ ৪টি চিতকের সমস্ত জমি, যার আয়তন প্রায় ১৬০ বর্গফুট, দুটি পাকা কক্ষ, যা বর্তমানে গার্ডেন রিচ পৌরসভার অন্তর্গত, বর্তমানে কে.এম.সি. ১৩৫ নং ওয়ার্ডে, যেখানে দাখালকার স্বার্থ অবস্থিত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আর.এস. খতিয়ান নং ১২, দাগ নং ৯ এবং ১০, শিট নং ১১৭ (পুরাতন), নং ১১২ (নতুন), তৌজি নং ১০৬৮, যার দলিল নং ১-০৩১৭৫ তারিখ ১১.০৬.১৯৯৭। মালিক মো. শাহজাহান এবং সেলিম মোহাম্মদ।ল্যাটঃ ২২.৫৪৬২৬৫, লংঃ ৮৮.২৮৮২১৩	ক) ১৯.০৮.২০২৪ খ) ২০,২৪,৩৫০.০০ টাকা আরও সুদ ও চার্জ। গ) ২১.১১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন দাখিল)যোগাযোগ ঃ নিরুদ্ধ ব্যানার্জি মোবাইলঃ ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ২৩,০৭,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩০,৭০০.০০ টাকা (২৮.০৩.২০২৫) গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৮.০৩.২০২৫সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।
১৫.	শাখাঃগড়িয়া স্টেশন রোড (০৮৬৪২০) মেসার্স নিবেদন ক্যাটারার এবং পর্যটন রিটারস্বত্বাধিকারী বিদ্যুৎ দাস সি৩৯, রবীন্দ্রপল্লী, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৮৬ একাউন্টার নংঃ ১২৪১৪০১১০০০১৪৩ এবং অন্যান্য সম্পত্তির আইডি ঃ PUNBNIVEDANCAT	কে.এম.সি.-তে অবস্থিত উক্ত ভবনের নিচতলায় ১৬০ বর্গফুট আয়তনের একটি উন্মুক্ত গাড়ি পার্কিং স্পেস। প্রাঙ্গণ নং ৮৭১২১৩এ, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ পূর্বে যাদবপুর থানার অধীনে - বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাটুলি, ২০১১ সালের দলিল নং ১-৩৬৪৯, শ্রী বিদ্যুৎ দাস এবং শ্রী শিব শঙ্কর সাহার নামে। লটঃ২২.৪৭৮০৬২, লং ঃ ৮৮.৩৭৬১১৮	ক) ১৯.১০.২০২২ খ) ১৭,৭৪,৬০৫.৪৪ টাকাআরও সুদ ও চার্জ। গ) ১২.০৭.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম অর্ডার প্রাপ্ত)যোগাযোগ ঃ দেবদাস মণ্ডল মোবাইলঃ ৮৫৮২৯ ২৩২১৯	ক) ১২,৭১,০০০.০০ টাকা খ) ১,২৭,১০০.০০ টাকা (২৮.০৩.২০২৫) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৮.০৩.২০২৫ সকাল ১১,০০ টা থেকে বিকাল ৪,০০ টা পর্যন্ত।

সুরক্ষিত ঋণদাতাদের জানা দায়ের বিবরণ ব্যাংকের জানা নেই

- শর্তাবলী-

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেঃট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে।

১. সম্পত্তিগুলি যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে এবং যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে এবং যেখানে আছে সেখানে আছে ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।

২. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না।

৩. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।

৪. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, দয়া করে https://baanknet.com এবং www.pnbindia.inদেখুন।

৫. সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনও ধরণের আইনগত পাওনার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না। ক্রেতারা যে কোনও ধরণের কর প্রদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।

নিবন্ধনের জন্য,কিউআর স্ক্যান করুন

তারিখঃ১৫.০২.২০২৫

স্থানঃ কলকাতা

প্রধান ব্যবস্থাপক অনুমোদিত কর্মকর্তা (০৩৩ - ৪০২৭ ৭২১৪ ৯৯৯৫০ ৬০২৯৩)

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

খাওয়া- দাওয়া

যেভাবে বানাবেন গাজরের হালুয়া

উপকরণঃ গাজরকুচি ৫০০ গ্রাম, ঘি ৩ টেবিল চামচ, দুধ ১ কাপ, চিনি ১০০ গ্রাম বা স্বাদ অনুযায়ী, ২টি এলাচির গুঁড়া, কাঠবাদাম বা পেস্তাবাদামকুচি ২ টেবিল চামচ ও কিশমিশ ২ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ প্রথমে গাজরগুলো ভালোভাবে ধুয়ে ছোট ছোট টুকরা করে নিন। একটি কড়াইয়ে ঘি গরম করুন। গাজর দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে থাকুন, যতক্ষণ না সামান্য নরম হয়ে আসে। তারপর এতে দুধ ঢেলে মাঝারি আঁচে সেদ্ধ হতে দিন। দুধ শুকিয়ে গেলে চিনি যোগ করুন। ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। চিনি গলে যাওয়ার পর হালুয়া ঘন হতে শুরু করবে। এলাচিগুঁড়া দিয়ে কিছু সময় নাড়তে থাকুন। সবশেষে কিশমিশ ও বাদামকুচি দিয়ে সাজিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

কাঁচকলার কোপ্তা কারির রেসিপি

উপকরণঃ ১. কাঁচকলা ২টা, সেদ্ধ আলু আধা কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ টেবিল-চামচ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ মিহি কুচি ১ টেবিল-চামচ, লবণ পরিমাণ মতো ও কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল-চামচ। ২. (ঝোলের জন্য) নারকেলের দুধ ১ কাপ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, রসুনবাটা আধা চা-চামচ, তেজপাতা ২টা, এলাচিগুঁড়া সামান্য, দারুচিনি ২ টুকরা, বেরেস্তাবাটা দেড় চা-চামচ, বাদামবাটা ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, ঘি ১ টেবিল-চামচ ও তেল ১ চা-চামচ।

প্রণালিঃ উপকরণ ১-এর সবকিছু একসঙ্গে মেখে ছোট ছোট বল তৈরি করে কর্নফ্লাওয়ারে গড়িয়ে ডুবোতেলে ভেজে রাখুন। অন্য পাত্রে তেল ও ঘি গরম করে দারুচিনি, তেজপাতা ও পেঁয়াজ ভেজে মরিচগুঁড়া, হলুদগুঁড়া, আদাবাটা, রসুনবাটা, জিরা ও ধনেগুঁড়া দিয়ে কষিয়ে বাদামবাটা, বেরেস্তা ও নারকেলের দুধ দিয়ে দিন। প্রয়োজনে সামান্য জল দিতে পারেন। কাঁচকলার কোপ্তা ঢেলে দিন। কাঁচা মরিচ দিয়ে কয়েক মিনিট পর নামিয়ে নিন।

গায়ক গীতিকার সৃজনশীল সংগীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গান স্যালুট দিয়ে তাঁকে শেষ বিদায় জানানো হয়। ছবি-সৌরভ দত্ত

বাড়িতে তখনও শোওয়ানো বাবার মৃতদেহ

চোখের জল আটকে মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা দিতে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছল পাণ্ডুয়ার মুসকান খাতুন

বনস্পতি দে, পাণ্ডুয়া হুগলি, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ বাড়িতে তখনও শোওয়ানো বাবার মৃতদেহ। শোকের ছায়া পরিবারে। তারই মাঝে চোখের জল আটকে মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা দিতে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছল পাণ্ডুয়ার মুসকান খাতুন। ছাত্রীর মানসিক দৃঢ়তাকে কুর্নিশ জানাচ্ছে এলাকাবাসী। আর মুসকান বলছে, তার বাবা চেয়েছিলেন, সে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। সেই স্বপ্ন সে সত্যি করতে চায়। পাণ্ডুয়ার হরাল দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাজল গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল কায়েম শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পূর্ব বর্ধমানের একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁর মেয়ে মুসকান খাতুন জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিচ্ছে এবার। পাণ্ডুয়া হাতনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মুসকান। তার পরীক্ষাকেন্দ্র বৈঁচী বাটিকা উচ্চ বিদ্যালয়। শনিবার মুসকান যখন পরীক্ষা দিতে বেরোচ্ছে, তখনও তারা বাবার মৃতদেহ বাড়িতে শোওয়ানো রয়েছে। সে যখন

পরীক্ষা দিচ্ছে, তখন তার বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হচ্ছে। বাটিকা বৈঁচী পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দীপ্তেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মুসকানের পিতৃ বিয়োগের খবর জানতে পারেন। মুসকানের পরীক্ষা দিতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, অথবা পরীক্ষাকেন্দ্রে সে যদি কোনও কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার জন্য অ্যাম্বুল্যান্স থেকে সবরকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানান উপপ্রধান। তিনি বলেন, ''মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় বাবার মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। তবে ছাত্রীটির মানসিক দৃঢ়তা দেখে ভাল লাগছে।

কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ তম কনভোকেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডক্টর গোবিন্দসামী বিশ্বনাথনকে ২০২৫ সালের সম্মান প্রদান করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য। পাশে উপস্থিত রয়েছেন মেঘালয় উচ্চ আদালতের সম্মানীয় প্রধান বিচারপতি আই. পি. মুখার্জী।

চালের রুটি,বুটের হালুয়া কি ভাবে বানাবেন

চালের রুটি

উপকরণঃ চালের আটা ১ কাপ, লবণ ১ চা-চামচ, ঈষদুষ্ণ জল পরিমাণমতো।

প্রণালিঃ চালের আটায় লবণ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। অল্প অল্প গরম জল দিয়ে ডো বানিয়ে নিন। ১০ মিনিট ভেজা একটা কাপড়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। তারপর মণ্ড থেকে কিছুটা লেচি নিয়ে পাতলা করে বেলে নিন। সব রুটি বেলা হয়ে গেলে উনুনে একটি তাওয়া বসিয়ে দিন। খুব ভালোভাবে তাওয়া গরম করে রুটি দিয়ে এপিঠওপিঠ ভালোভাবে সেঁকে নিন। একটি শুকনা কাপড় দিয়ে রুটির মাঝখানে টিপে ধরলেই রুটি ফুলে উঠবে। রুটি ফুলে উঠলেই নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

বুটের হালুয়া

উপকরণঃ বুটের ডাল ২ কাপ, দুধ ৬ কাপ, জল ১ কাপ, চিনি আধা কাপ, জাফরান ১ চিমটি, গুঁড়া দুধ ১ কাপ, এলাচি ২-৩টি, দারুচিনি ৩-৪টি, মাখন বা ঘি আধা কাপ, সাজানোর জন্য কাজু ও কিশমিশ (ঐচ্ছিক)।

প্রণালিঃ বুট অন্তত ২ ঘণ্টা জলেতে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর বুট ধুয়ে ৪ কাপ দুধ দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী বাকি দুধ যোগ করুন, যেন বুট নরম হয়। বুটের গুণগত মানের ওপর নির্ভর করবে কতটুকু দুধ প্রয়োজন হবে। একটি ফুড প্রসেসরের সাহায্যে সেদ্ধ বুটকে মসৃণভাবে পেস্ট করে নিন। পেস্ট অত্যধিক শুকনা হলে দুধ যোগ করুন। একটি মোটা তলার প্যানে মাঝারি আঁচে চিনি ও জল দিয়ে শিরা তৈরি করুন। শিরায় বুটের পেস্ট ও জাফরান যোগ করুন। অল্প আঁচে রান্না করুন এবং ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। গুঁড়া দুধ যোগ করুন। মিশ্রণটি আঠালো হয়ে প্যানের তলা ও পাশ থেকে উঠে না আসা পর্যন্ত রান্না করুন। চুলা থেকে নামিয়ে পরিবেশন পাত্রে ছড়িয়ে ঠান্ডা হতে দিন। এলাচি ও দারুচিনি যোগ করুন। মাখন বা ঘি যোগ করুন। হালুয়া ডায়মন্ড আকৃতির বরফি বা পছন্দমতো আকৃতিতে কাটুন এবং কাজু ও কিশমিশ দিয়ে সাজান।

গ্রামে বাজানো যাবে না বাদ্যযন্ত্র

ফতোয়া মুরুব্বিদের, রাহুলের জলের গানের পুনরাবৃত্তির ইন্ধন?

রামপুরহাট, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মৌলবাদের দৌলতে বাংলাদেশের লোকশিল্পী রাহুল আনন্দের প্রিয় জলের গানের বাড়িটি আর নেই। নেই রাহুল আনন্দের সন্তান-সম ত্রিশ হাজার বাদ্যযন্ত্র। এবার সেই মৌলবাদের ছায়া বীরভূমের নলহাটি ২ ব্লকের কুমারষাণ্ডা গ্রামে। কুমার ষাণ্ডা গ্রামের একটি পৌরাণিক বিশিষ্টতা আছে। বহু পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, এই কুমার ষাণ্ডা গ্রামে বনবাস পর্বে বারা গ্রামে মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডবরা আশ্রয় নেয়। আর এই কুমার ষাণ্ডার পথ ধরে তাদের নিষ্ক্রমন হয়। সেখানে আজও স্মৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমন স্মৃতি বিজড়িত জায়গা থেকে উঠে এলো এমন মৌলবাদী ফতোয়া। বাদ্যযন্ত্রে ফতোয়া নিয়ে অবশ্য নেই কোনো স্পষ্টিকরণ। সেটা হতে পারে একতারা, হারমোনিয়াম বা ঢাক ঢোল ইত্যাদি। কুমারষাণ্ডা গ্রামের এক মাদ্রাসায় বসে ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈঠক। সেখানে স্থির হয় বিয়ে হোক কিংবা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান, গ্রামে কোনরকম বাদ্যযন্ত্র বাজানো যাবে না।

নিষিদ্ধ মদ, গাঁজা সহ যেকোনো মাদক দ্রব্য। মদ, গাঁজা সহ যেকোনো মাদক দ্রব্যর বিরুদ্ধে ঐক্যব্দ্ধ হওয়া ভালো দৃষ্টান্ত। কিন্তু এর সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রে নিষেধাজ্ঞায় সবাই বাংলাদেশের মৌলবাদের ভূত দেখছেন। তাও যদি ডিজে বা মাইক্রোফোন জনিত শব্দ দুষণের

কথা বলা হতো, তার একটা যুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু শনিবার এমনই অদ্ভুত ফতোয়া জারি করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে বীরভূমের নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের কুমারসন্ডা গ্রামে। এদিন কুমারসন্ডা গ্রামের গ্রামের মাদ্রাসায় বৈঠকে বসেন গ্রামের গণ্যমান্যরা। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গ্রামে বিয়ে, খতনা, কিংবা যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। কেউ বাজালে তার ১০ হাজার টাকা জরিমানা হবে।

সেই সঙ্গে তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। অর্থাৎ তাকে মসজিদে যেতে দেওয়া হবে না। তার জানাজায় কেউ যাবে না। সেই সঙ্গে গ্রামে মদ প্রবেশ করা যাবে না। গণ্যমান্যদের এই ফতোয়া অবশ্য মেনে নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর শেখ বলেন, ''গ্রামে বাদ্যযন্ত্র বাজানো যাবে না। মদ খেয়ে মাতলামি, জুয়া খেলা সব বন্ধ। গ্রামের মুরুব্বিদের এই সিদ্ধান্ত সকলে মেনে নিয়েছি। এনিয়ে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বিডিও রজত রঞ্জন দাস বলেন ''আমার কাছে এরকম কোন অভিযোগ জমা পরেনি।

আমি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খোঁজখবর নিয়ে দেখছি। রামপুরহাট মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডে বলেন, এরকমভাবে কেউ বাদ্যযন্ত্র বাজানো যাবে না বলে নির্দেশ দিতে পারে না। বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। এদিকে বীরভূমে সমান্তরাল প্রশাসন চালানো নিয়ে অনেকেই মৌলবাদের সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে।

ন-পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রিপন শেখ বলেন, ''আমার কাছে এরকম কোন খবর নেই। ওই গ্রামে আমাদের সাংসদ শতাব্দী রায়ের কার্যক্রম রয়েছে। গ্রামবাসীরা যদি এরকম কোন সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আমাদের মেনে নিতে হবে।

গোটা মাসের সেই বেতনই এ বার একরত্তি মেয়ের চিকিৎসার জন্য বাবামায়ের হাতে তুলে দিলেন বৈদ্যবাটি পুরসভার সমস্ত দলের কাউন্সিলাররা

শুভঙ্কর দে, বৈদ্যবাটি হুগলি,১৫ ফেব্রুয়ারিঃ কাউন্সিলারদের বেতন থেকে ওঠে ২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। গোটা মাসের সেই বেতনই এ বার একরত্তি মেয়ের চিকিৎসার জন্য বাবামায়ের হাতে তুলে দিলেন বৈদ্যবাটি পুরসভার সমস্ত দলের কাউন্সিলাররা। সবমিলিয়ে সংগ্রহ হয় ৬ লক্ষ টাকা। সেই টাকা প্রায় ৭২ কিলোমিটার দূরে নদিয়ার রানাঘাটের দাসপাড়ার বাসিন্দা, জটিল রোগে আক্রান্ত ছোট্ট মেয়ে অস্মিকা দাসের চিকিৎসার জন্য তুলে দেওয়া হলো শুক্রবার। তাঁদের এই উদ্যোগ দেখে এগিয়ে আসেন বৈদ্যবাটির আরও কিছু ব্যবসায়ী এবং বেশ কিছু চাকরিজীবী মানুষ। বৈদ্যবাটি পুরসভার ২৩ জন কাউন্সিলারের এই উদ্যোগে আপ্লুত অস্মিকার পরিবার। সে অর্থে বৈদ্যবাটির সঙ্গে কোনও যোগই নেই অস্মিকাদের। তারা থাকে অন্য পুরএলাকায়। সমাজমাধ্যম এবং হোয়াটসঅ্যাপে শুভঙ্কর দাস অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মেয়ের জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ১৭ কোটি টাকা। কোথা থেকে আসবে এই বিপুল পরিমাণ টাকা? শুভঙ্কর লিখেছিলেন তাঁর অসহায়তার কথা। এমন কি কেউ আছেন, যিনি বাড়িয়ে দিতে পারেন সহায়তার হাত? সেই খবর পৌঁছয় বৈদ্যবাটি পুরসভাতেও। তারপরেই রাজনীতি এবং দলমতের উর্দ্ধে উঠে বৈদ্যবাটি পুরসভার কাউন্সিলাররা সেই অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান ছাড়াও তৃণমূল, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, সিপিএমের কাউন্সিলাররা জোট বেঁধে এগিয়ে এসেছেন অস্মিকাকে নতুন জীবন ফিরিয়ে দিতে।পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো ও উপপুরপ্রধান শান্তনু কুমার দত্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল শুক্রবারেই শুভঙ্করের বাড়িতে যান। ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রত্না দত্ত, কংগ্রেসের কবিতা ঘোষ, বিশ্বজিৎ সিংহ, তৃণমূলের মহুয়া ভট্টাচার্য, সমর বাগচিরা। তাঁরা অস্মিকার বাবামার সঙ্গে কথা বলে ওই ৬ লক্ষ টাকা তুলে দেন। অভাবনীয় এই সহায়তায় আবেগে মুখের ভাষা হারিয়েছে দুশ্চিন্তার অতলে ডুবে থাকা পরিবার। ছোট্ট মেয়ে অস্মিকা পরিবারের একমাত্র সন্তান। মেয়ের জটিল রোগ ধরা পড়ার পরে চিকিৎসার জন্য নানা জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন শুভঙ্কর। তার

ফল? চাকরি খুইয়েছেন। কার্যত নিঃস্ব শুভঙ্কর সমাজমাধ্যমে কাতর অনুরোধ করেছিলেন, মেয়ের চিকিৎসার জন্য যদি কোনও আর্থিক সহায়তা মেলে। অসহায় বাবার সেই কাতর আর্তির কথা পৌঁছয় বৈদ্যবাটির পুরসভায়। প্রাথমিক আলোচনার পরে জানুয়ারিতে বোর্ড অফ কাউন্সিলারদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, ২৩ জন কাউন্সিলার তাঁদের এক মাসের বেতন তুলে দেবেন ওই পরিবারের হাতে। সেই সিদ্ধান্তের পরে পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান, পুরপরিষদের সদস্য ও কাউন্সিলাররা মাসিক বেতন দান করে টাকা। পুরপ্রধান পিন্টু বলেন, 'আমাদের রাজ্যে ১২৮টি পুরসভা এবং যে ক'টি পুরনিগম রয়েছে, সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ করব, ছোট্ট এই মেয়ের চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসুন। রাজনৈতিক ব্যবধান দূরে সরিয়ে এই মেয়েটার পাশে সকলকে দাঁড়াতেই হবে। যাঁর যা ক্ষমতা, তা নিয়ে এগিয়ে আসুন সকলে। আমি নিশ্চিত, সুস্থ হয়ে অস্মিকা নতুন জীবন শুরু করবেই।' মুলত পিন্টুর উদ্যোগেই বৈদ্যবাটিতে শুরু হয় টাকা তোলা। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেননি কাউন্সিলাররা। ফরওয়ার্ড ব্লকের কাউন্সিলার রত্না দত্ত বলছিলেন, 'মানুষের ভোটে পুরপ্রতিনিধি হয়েছি। তাঁদের পাশেই থাকতে হবে। পুরপ্রধান যে মানবিক বার্তা দিয়েছেন, সেখানে রাজনৈতিক মতানৈক্য আঁকড়ে ধরে রাখা অর্থহীন। ওই ছোট্ট মেয়ের মুখে হাসি দেখতে চাই। ভবিষ্যতেও একজোট হয়ে এগিয়ে আসব।' কংগ্রেসের কাউন্সিলার কবিতা ঘোষের কথায়, 'মানবিকতার থেকে রাজনীতি কখনও বড় হতে পারে না। আজ এখানে এসে পুরপ্রধান সম্পর্কেও ধারণা আমূল পাল্টে গেল।' বৈদ্যবাটি পুরসভার জনপ্রতিনিধিদের সহমর্মিতায় মুখের ভাষা হারিয়েছেন শুভঙ্কর। তর্জনী দিয়ে চোখের কোনের জল সরিয়ে বললেন, 'আশা হারিয়ে ফেলছিলাম। আজ মনে হচ্ছে, লড়াইটা শেষ হয়নি। হয়তো মেয়েটা নতুন জীবন ফিরে পাবে।'

আদ্রিয়ানকে আক্রমণ করছে তিমি

লোকে বলে, ভাগ্য সহায় হলে নাকি অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। চিলির আদ্রিয়ান সিমানকাসের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে হয়তো এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে। কেননা, তিমির পেটে গিয়েও প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছেন তিনি। আদ্রিয়ানের সঙ্গে এ ঘটনা ঘটেছে গত শনিবার। চিলির মাগেলান প্রণালিতে বাবার সঙ্গে কায়াকিং করছিলেন আদ্রিয়ান। এমন সময় একটি তিমি তাঁর কায়াকে (ফাইবার, কাঠ ও পাটের তন্তু দিয়ে তৈরি ১০ ফুট লম্বা সরু নৌকা) আক্রমণ করলে আদ্রিয়ান জলেতে পড়ে যান। আদ্রিয়ান কায়াক থেকে সমুদ্রে পড়ে যাওয়ার পর তিমিটি আবার তাঁকে আক্রমণ করে। কিছুক্ষণ তাড়া করার পর একপর্যায়ে তাঁকে গিলে ফেলে তিমিটি। তবে আদ্রিয়াকের ভাগ্য ছিল ভালো। বেশিক্ষণ তাঁকে তিমির পেটে থাকতে হয়নি। কয়েক মুহূর্ত পর তিমিটি তাঁকে পেট থেকে উগরে দেয়। ছেলে এত বড় বিপদের মুখে পড়লেও বাবা ছিলেন এ সময় একেবারে শান্ত। তিনি পুরো ঘটনাটি ফোনের ক্যামেরায় ধারণ করেন। সেই ভিডিও চিত্র সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোয় ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, হলুদ রঙের কায়াকে বসে বইঠা বাইছেন আদ্রিয়ান। হঠাৎ সমুদ্র থেকে একটি তিমি ভেসে ওঠে। এরপর তিমিটি আদ্রিয়ানকে গিলে ফেলে। কিছুক্ষণ পরই আদ্রিয়ানকে আবার জলেতে ভেসে থাকতে দেখা যায়। এ সময় তাঁর বাবা ছেলের উদ্দেশে বলছিলেন, 'ধৈর্য ধরো, শান্ত থাকো।' তিমির পেটে কয়েক মুহূর্ত থাকার পর আদ্রিয়ান আবার জলেতে ভেসে উঠলে দ্রুত তাঁর কাছাকাছি যান বাবা। তিনি আদ্রিয়ানকে টেনে তাঁর কায়াকে তোলেন। এরপর বাবাছেলে মিলে তীরে ফেরেন। তবে এ ঘটনায় দুজনের কেউই আহত হননি। ভয়াল সে মুহূর্তের বর্ণনা দিয়ে আদ্রিয়ান বলেন, 'তিমিটি আমাকে খেয়ে ফেলবে মনে করেছিলাম।

'মার্কিন সহায়তা ছাড়া ইউক্রেনের টিকে থাকার সম্ভাবনা'

রাশিয়ার আক্রমণের মুখে মার্কিন সহায়তা ছাড়া ইউক্রেনের টিকে থাকার সম্ভাবনা রাশিয়ার আক্রমণের মুখে মার্কিন সহায়তা ছাড়া ইউক্রেনের টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যুক্তরাষ্ট্রের এক সাক্ষাৎকারে ভলোদিমির জেলেনস্কি এ কথা বলেন। জেলেনস্কির সাক্ষাৎকারের একটি ছোট অংশ গতকাল শুক্রবার প্রকাশ করা হয়েছে। পুরো অনুষ্ঠান আগামীকাল রোববার সম্প্রচার করা হবে।মার্কিন সহায়তা পাওয়া নাপাওয়ার পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেন, 'সম্ভবত এটি খুব, খুব ও খুব কঠিন হতে পারে।

Notice

Notice is hereby given to public that my clients M/s Kalyaneswari Polyfabes Pvt. Ltd and MS KALYANESHWARI UDYOG PVT LTD. Unit I and II Represented by of the below mentioned property owner Kamal Kishore Agarwal, Vijay Agarwal, Bajrang Kumar Agarwal, Rajesh Kumar Agarwal, Neelam Agarwal at Mouza- Melakola, J.L. No. 73, Khatian No. 154, 256, 145, 154/1, 124 & 229,360, 64, 191, 126, 198, 53, 29,184, 216, 223, 51, 681, 204, 118, 157, 11,30, 169, 277,213, 292, 367, 368, 369, 246, 204 Plot No. 317, 319, 285, 287, 314, 286, 362, 281, 332,349, 354, 355, 771/808, 771/809, 775/812, 347, 353,771, 351, 768, 767, 771/810, 771/811, 779, 782, 347,771, 782, 360, 361, 773, 775, 357, 358, 288, 284 P.O.& P.S. Salanpur, Dist. Asansol,Dist.Paschim Bardhaman (WB). Total Area of Land (186.00+10.00+181.00+ 181.00+258.00+ 117.00+17.00+93.00 +28.00 +21.00) Decimals = 1092.00 Decimals or 475,675.20 Sq.ft. and Mouza: Punuri, Mouza/J.L. No. 22, C.S. Plot No. 868, 869, 870, 871, 872, 873 & 888, Khatian No. 31, 131, 150, 193 & 298 P.O. & P.S. Kulti, Dist-Paschim Bardhaman (West Bengal) total Area of Land 253.00 Decimals or 1,10,206.80 Sq.ft. and Mouza: Punuri, Mouza/J.L. No. 22, C.S. Plot No. 772, 781, 783, 785, 784, 786, 787, Khatian No. 310, 354, 457, 126, 201, 127, 343, 183 & 452, P.O. & P.S. Kulti, Dist- Paschim Bardhaman (West Bengal) total Area of Land 167.00 Decimals or 72745.20 Sq.ft. and Mouza: Herelgoria, JL No. -57 RS & L.R Plot Nos.: 219, 218, 224, 225, 221, 340, 207,220 &223 RS & L.R Khatian Nos.: 364, 164,428, 118, 254, 231,217, 298, 205, 141, 186, 178, & 413, Kulti, P.O-Mithani, P.S-Kulti, Dist-Paschim Burdwan (W.B.) total Area of Land 333.00 Decimals or 145054.80 Sq.ft. If any person is having possessory right or by way law of inheritance or legal heirs and successor on said property of the said property then the contact the undersigned within 14 days of the publication. Otherwise, no claim will be entertained.

Ratan Prasad
Advocate
LLB,PGDIPR NEW DELHI
Mobile 7004413837

NOTICE

Notice is hereby given to public that my clients M/s Kalyaneswari Polyfabs Pvt. Ltd and MS KALYANESHWARI UDYOG PVT LTD. Unit I and II Represented by of the below mentioned property owner Kamal Kishore Agarwal, Vijay Agarwal, Bajrang Kumar Agarwal, Rajesh Kumar Agarwal Neelam Agarwal at Mouza - Melakola, J.L. No. 73, Khatian No. 154, 256, 145, 154/1, 124 & 229,360, 64, 191, 126, 198, 53, 29,184, 216, 223, 51, 681, 204, 118, 157, 11,30, 169, 277,213, 292, 367, 368, 369, 246, 204 Plot No. 317, 319, 285, 287, 314, 286, 362, 281, 332,349, 354, 355, 771/808, 771/809, 775/812, 347, 353,771, 351, 768, 767, 771/810, 771/811, 779, 782, 347,771, 782, 360, 361, 773, 775, 357, 358, 288, 284 P.O.& P.S. Salanpur, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.). Total Area of Land (186.00+10.00+181.00+ 181.00+258.00+ 117.00-17.00+93.00 +28.00 +21.00) Decimals = 1092.00 Decimals or 475,675.20 Sq.ft. and Mouza: Punuri, Mouza/J.L. No. 22, C.S. Plot No. 868, 869, 870, 871, 872, 873 & 888, Khatian No. 31, 131, 150, 193 & 298 P.O. & P.S. Kulti, Dist-Paschim Bardhaman (West Bengal) total Area of Land= 253.00 Decimals or 1,10,206.80 Sq.ft. and Mouza: Punuri, Mouza/J.L. No. 22, C.S. Plot No. 772, 781, 783, 785, 784, 786, 787, Khatian No. 310, 354, 457, 126, 201, 127, 343, 183 & 452, P.O. & P.S. Kulti, Dist- Paschim Bardhaman (West Bengal) total Area of Land 167.00 Decimals or 72745.20 Sq.ft. and Mouza: Herelgoria, JL No, -57 R S & L.R Plot Nos.: 219, 218, 224, 225, 221, 340, 207,220 &223 R S & L.R Khatian Nos.: 364, 164,428, 118, 254, 231,217, 298, 205, 141, 186, 178, & 413, Kulti, P.O-Mithani, P.S-Kulti, Dist-Paschim Bardhaman (W.B.). total Area of Land= 333.00 Decimals or 145054.80 Sq.ft. If any person is having possessory right or by way law of inheritance or legal heirs and successor on said property of the said property then the contact the undersigned within 14 days of the publication. Otherwise, no claim will be entertained.

RATAN PRASAD
ADVOCATE
LL.B, PGDIPR NEW DELHI
Mob. No.-7004413837

Name Change

I,TRIJIT POYRA (OLD NAME) S/O AJOY PAYRA, RESIDENT OF 4B,JAGANNATH GHOSH ROAD,KASBA,PS - KASBA, KOLKATA-700042,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TRIJIT PAYRA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 31/01/2025. THAT TRIJIT POYRA (OLD NAME) AND TRIJIT PAYRA (NEW NAME) All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, AMINA BIBI (Old Name) W/O SK JAHANGIR , Residing at VILL- KABRA, P.O.- HIRAPUR, P.S.- RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR, Pin- 721441,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) AMENA BIBI (New Name) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THA NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 12/02/2025. AMENA BIBI (New Name) and AMINA BIBI (Old Name) both are same identical person.

Name Change

I,RABINA BARIK (OLD NAME), DAUGHTER OF DHANIRAM BARAIK, RESIDING AT 7 NO LINE,MUJNAI TEA GARDEN,JALPAIGURI - 735228, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABINA BARAIK (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025.THAT RABINA BARIK AND RABINA BARAIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SANGEETA KUMARI DUTTA (OLD NAME),WIFE OF SUNIL KUMAR DUTTA, RESIDING AT EDEN CITY, FLAT - 602,FLOOR - 6,BLOCK - E4,BUDGEBUDGE TRUNK ROAD,PO - SARANGABAD, DIAMOND HARBOUR - 700137,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGEETA DUTTA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT NO 33 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2025.THAT SANGEETA KUMARI DUTTA AND SANGEETA DUTTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SUNILKUMAR RAJENDRAPRASAD DUTTA (OLD NAME),SON OF RAJENDRA PRASAD , RESIDING AT EDEN CITY,FLAT - 602,FLOOR - 6,BLOCK - E4,BUDGEBUDGE TRUNK ROAD,PO - SARANGABAD, DIAMOND HARBOUR - 700137, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNIL KUMAR DUTTA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT NO 32 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2025. THAT SUNILKUMAR RAJENDRAPRASAD DUTTA AND SUNIL KUMAR DUTTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MUMTAZ BEGUM (OLD NAME),WIFE OF SHEIKH AFTAB UDDIN , RESIDING AT 3/1H/2 BHUKAILASH ROAD,PO - KHIDDERPORE,P.S EKBALPUR KOLKATA - 700023,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJIDA BEGUM(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT NO 31 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025. THAT MUMTAZ BEGUM AND SANJIDA BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,HARESH RAMNIK LAL AJMERA (OLD NAME), SON OF RAMNIK LAL AJMERA, RESIDING AT 20/26, NSC BOSE ROAD,GRAHAMS LAND, MONALAYAPO-REGENT PARK, KOLKATA, PIN - 700040,WEST BENGAL,INDIA,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARESH AJMERA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2025.THAT HARESH RAMNIK LAL AJMERA AND HARESH AJMERA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I AM SARIBANU AHAMED ,W/O RAJU AHAMED MOLLA,R/O UTTAR AMGACHIYA BAGPARA PO- AMGACHHI PS - BISHNUPUR DIST - SOUTH 24 PARGANAS KOL -700104, WEST BENGAL, INDIA .SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARIBANU AHAMED MOLLA ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025 ,THAT SARIBANU AHAMED AND SARIBANU AHAMED MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KABERI BANDYOPADHYAY W/O LATE TIRTHA NATH ROY.MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY PAN CARD, AADHAAR CARD AS KABERI ROY. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 12-2-2025. I KABERI BANDYAPADHYAY, KABERI BANERJEE AND KABERI ROY IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS KABERI BANDYOPADHYAY OF MY ORIGINAL DATE OF BIRTH IS 16-3-1971 R/O J.N. ROY BAHADUR ROAD P.O KRISHNAGAR, NADIA, PIN 741101.

পাত্রী চাই

W.B মাহিষ্য ৪৭+ / ৫' ৮''
ব্যাবসায়ী বাগনান নিবাসী অবিবাহিত পাত্রের জন্যে ঘরোয়া সুপাত্রি প্রয়োজন।
মোবাইল নম্বর-৮৬৫৩২৫১৪৮৭

Name Change

I,AJOY POYRA (OLD NAME) S/O LATE SRIKANTA PAYRA, RESIDENT OF 4B, JAGANNATH GHOSH ROAD, KASBA, PS - KASBA, KOLKATA-700042, WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJOY PAYRA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2025. THAT AJOY POYRA(OLD NAME) AND AJOY PAYRA (NEW NAME) All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SANOARA BEGUM @ SANOYARA BEGUM (OLD NAME) W/O GIASUDDIN MOLLA, RESIDENT OF UTTAR PARA NIBRA, SHALAP NO.2, PO-NIBRA,PS-DOMJUR,DIST-HOWRAH, PIN-711409,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANOYARA BEGAM MOLLA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025.THAT SANOARA BEGUM AND SANOYARA BEGUM (OLD NAME) AND SANOYARA BEGAM MOLLA (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,GIYASUDDIN MOLLA @ GIASH UDDIN MOLLA (OLD NAME) S/O MAHINUDDIN @ MOHINUDDIN MOLLA,RESIDENT OF UTTAR PARA NIBRA,SHALAP NO.2, PO-NIBRA,PS-DOMJUR,DIST-HOWRAH,PIN-711409,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GIASUDDIN MOLLA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025.THAT GIYASUDDIN MOLLA AND GIASH UDDIN MOLLA (OLD NAME) AND GIASUDDIN MOLLA (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SEKH KABIRUL ISLAM (OLD NAME) S/O SK FAZLUL QUADER, RESIDENT OF VILL-RAMPURA, PO & PS - MOHANPUR,DIST-WEST MEDINIPUR, PIN-721436,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS Sk KABIRUL ISLAM (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2025. THAT SEKH KABIRUL ISLAM (OLD NAME) AND SK KABIRUL ISLAM (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SEKH FAZLUL QUADER (OLD NAME) S/O LATE SK ABDUL HALIM, RESIDENT OF VILL-RAMPURA,PO & PS - MOHANPUR,DIST-WEST MEDINIPUR,PIN-721436,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK FAZLUL QUADER (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2025. THAT SEKH FAZLUL QUADER(OLD NAME) AND SK FAZLUL QUADER (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sikha Karmakar Bera, Sikha Bera (Old Name) wife of Shyamal Kumar Bera, residing at 85/2/1, Adyanath Saha Road, Near Adyanath School, South Dumdum, P.O.- Sreebhumi, North 24 Pgs, Pin-700048, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sikha Karmakar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 12/02/2025. Sikha Karmakar (New Name) and Sikha Karmakar Bera, Sikha Bera (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Farjana Khatoon (Old Name) daughter of Md Ali Hussain, residing at 4/A, K.B 2nd Lane, Narkeldanga, Kolkata- 700011, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Farzana Khatoon (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 12/02/2025. Farzana Khatoon (New Name) and Farjana Khatoon (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ali Hussain (Old Name) son of Md Alam, residing at 4/A, K.B 2nd Lane, Narkeldanga, Kolkata-700011, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Ali Hussain (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 12/02/2025. Md Ali Hussain (New Name) and Ali Hussain (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ajay Shah (Old Name) son of Kumud Ranjan Saha, residing at 2-FR, FL-2A, 27/B, Priyanath Middya Road, Belghoria, Barrackpore, P.S.-Belghoria, North24Parganas - 700056, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ajay Kumar Saha (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 12/02/2025. Ajay Kumar Saha (New Name) and Ajay Shah (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I,SUSHANTA UPADHAYAY,SON OF SARADINDU UPADHYAY, RESIDING AT 34 GHOSH PARA STUDIO LANE ,PO HALTU, KOLKATA-700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHANTA UPADHYAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 12/02/2025. THAT SUSHANTA UPADHAYAY AND SUSHANTA UPADHYAY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,A S SAI SRAVAN KEERTHI (OLD NAME) S/O KRISHNA MURTHY ANIMELLA RESIDENT OF TOWER 5,FLOOR 7G,MERLIN MAXIMUS, B.T.ROAD,OPP. ZUDIO SODEPUR,PO-PANIHATI,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700014,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIMELLA SATHYA SAI SHRAVAN KEERTHY(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/02/2025.A S SAI SRAVAN KEERTHI (OLD NAME) AND ANIMELLA SATHYA SAI SHRAVAN KEERTHY (NEW NAME) All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Shaikh Jamaluddin (Old Name) son of Shaikh Jamiruddin, residing at 37/4, Dr. Suresh Sarkar Road, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700014, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Jamaluddin Ahmed (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 12/02/2025. Sk Jamaluddin Ahmed (New Name) and Shaikh Jamaluddin (Old Name) both are same and identical person.

শান্তিপুর হাসপাতালে, দেওয়া হল মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ! তোলপাড় স্বাস্থ্যমহল

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ চিকিৎসা করাতে আসা শিশুর বাবাকে দিয়ে বমি পরিষ্কার করানোর ঘটনা নিয়ে তোলপাড় স্বাস্থ্যমহল। শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ঘটনায় রিপোর্ট তলব, তদন্ত কমিটি গঠনের পর অভিযুক্ত চিকিৎসককে শোকজ করেছে স্বাস্থ্যভবন। এসবের মাঝেই আরও একটি ঘটনায় আবার আলোচনার শীর্ষে শান্তিপুরের এই হাসপাতাল। এবার সেখানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ফলে এই হাসপাতালের সামগ্রিক পরিকাঠামো নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল। জানা যাচ্ছে, শান্তিপুর থানা এলাকার হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পালপাড়ার বাসিন্দা রাজু ভৌমিক ভুগছিলেন দাঁতের সমস্যায়। শনিবার তিনি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যান চিকিৎসার জন্য। সেখানে তাঁর দাঁত পরীক্ষার পর ওষুধ দেওয়া হয়। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান থেকে তা কেনেন রাজু। এরপর বাড়ি ফিরে সেই ওষুধ খেতে গিয়ে তিনি দেখেন, তার মেয়াদ ফুরিয়েছে। অর্থাৎ মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলে অভিযোগ জানান। রাজুর বক্তব্য, এই ঘটনায় তিনি সোজা স্বাস্থ্যদপ্তরে অভিযোগ করবেন। এই ঘটনা জানাজানি হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রোগী ও পরিবারগুলি। তাঁদের সকলের প্রশ্ন, একটা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এত ফাঁকফোঁকড় থাকলে কীভাবে নির্ভর করবেন সাধারণ মানুষ? শুক্রবারই এই হাসপাতালের একটি কাণ্ড ঘটেছে। অসুস্থ পাঁচ বছরের মেয়েকে চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে মেয়ের বমি পরিষ্কার করতে হয় বাবাকে। অভিযোগ, কর্তব্যরত চিকিৎসক স্পষ্ট জানান যে সাফাইকর্মী নেই, বাবাকেই পরিষ্কার করতে হবে। এই ঘটনায় বেশ ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্যদপ্তর কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটছে। তার মাঝে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগে শান্তিপুর হাসপাতালের দুর্দশা আরও প্রকাশ্যে এল।

আলিপুরদুয়ার-জয়ন্তী রুটে অতিরিক্ত বাস পরিষেবা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম। জয়ন্তী-পুখরি পাহাড়ে মহাকালের মন্দিরে প্রতি বছর পুজো দিতে যান বহু পুণ্যার্থী। সেইজন্য আলিপুরদুয়ার থেকে জয়ন্তী পর্যন্ত অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিল এনবিএসটিসি। আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকে জয়ন্তী পর্যন্ত বর্তমানে এনবিএসটিসির একটিই বাস চলে। শিবরাত্রির দু'দিন আগে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম। জানা গেছে, শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ১০-১২ টি বাস আলিপুরদুয়ার-জয়ন্তী রুটে চলবে।

বন্ধন নামে একটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য বাজেটে ভাঙ্গন রোধে নদী বন্ধন নামে একটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। সেই সঙ্গে ভাঙ্গন

রোধে ২০০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে বাজেটে এই অর্থ বরাদ্দকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কেবল বালির বস্তা কিনে কিছু পেটোয়া ঠিকাদারদের পেট ভরানো। এই টাকায় কিছু হবে না। সামনে নির্বাচন আছে। পেট তো ভরাতে হবে। তাই এই বরাদ্দ। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের দাবী গঙ্গা জাতীয় নদী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকর কোন অর্থ বরাদ্দ করে নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানব দরদী। তাই অর্থ মঞ্জুর করেছে। নদী ভাঙণের অর্থ বরাদ্দ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির তরজা নিয়ে সরগরম মালদার রাজনীতি।

আত্মহত্যা ছাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মনোমালিন্য। বাড়ি ফিরে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলো নবম শ্রেণির এক ছাত্রী। পরে জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে মৃত্যু হয় তাঁর। শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের সহদেবভিটায় ঘটেছে ঘটনাটি। শনিবার দুপুরে ওই ছাত্রীর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। স্থানীয় সূত্রের খবর, কোনও এক কারণে মন খারাপ ছিল ওই ছাত্রীর। সে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, পরে মৃত্যুও হয়। পরিবারে শোকের ছায়া

দুর্দশা বাড়বে উত্তরবঙ্গের, শঙ্কিত সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্দশা বাড়বে উত্তরবঙ্গের, চা বাগান থেকে তিস্তা উল্লেখ্যযোগ্য কোনো গুরুতই নেই রাজ্যে বাজেটে, শঙ্কিত সাংসদ। সম্প্রতি পেস হয়েছে রাজ্যে বাজেট, আর এরপর থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। এবার সেই বাজেট নিয়েই শঙ্কা প্রকাশ করলেই জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। শনিবার এক সাক্ষাকারে তিনি বলেন, সব দিক থেকেই পেস করা রাজ্যে বাজেট সার্বিক উন্নয়ন বিরোধী বলেই মনে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের প্রতি যেমন নেই কোনো বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ , ঠিক সেই ভাবেই উত্তরবঙ্গের

অন্যতম প্রধান নদী তিস্তা কে নিয়েও নেই কোনো পরিকল্পনা। তবে যেহেতু, তিস্তা নদী আমার লোকসভা কেন্দ্রের বাইরেও বহমান এবং প্রতিবছর বন্যায় বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেই কারণে আমি বারংবার এই নদীর সঠিক ব্যাবহার এবং ক্ষতিরোধক প্রকল্প গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। তিস্তা নদীর জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান যাতে করা যায়, তবে যেহেতু বিষয়টি নিয়ে রাজ্যে সরকারকেই কেন্দ্রের কাছে প্রকল্প পাঠাতে হবে, সেই কারণে আজ পর্যন্ত রাজ্যে সরকার যেমন তিস্তা নদীর বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনো প্রকল্প পাঠায়নি, আর সেই কারণেই আজও তিস্তা নদী কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার জেলার একটি অংশের মানুষের কাছে আতঙ্ক হয়ে যায় বর্ষার মরসুম আসতেই। এর পাশাপাশি, চা বাগানের জমি চা পর্যটনের ব্যবহারের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যে সরকার, একের পর এক চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে নিশ্চিত ভাবেই ভেঙে পরবে জলপাইগুড়ি সহ্ উত্তরবঙ্গের আর্থিক পরিকাঠামো। অন্যান্য রাজ্যেগুলোর তুলনায় এই রাজ্যের জি এস ডি পি অনেকটাই ফারাক। ২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্যে যত টাকার পরিধান রাখা হয়েছে রাজ্যে বাজেটে। তার বেশির ভাগই ঋণশোধ এবং কর্মচারীদের বেতন দিতেই চলে যাবে। তাহলে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান কি করে হবে। যে কারণেই শঙ্কিত ।

অবৈধ বাজি উদ্ধার রানাঘাট পুলিশ জেলার , গ্রেপ্তার তিন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ অবৈধ বাজি উদ্ধার রানাঘাট পুলিশ জেলার , ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন। পুলিশ সূত্রে খবর গতকাল রাতে একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয় অবৈধ বাজি বাজেয়াপ্ত করতে। রানাঘাট পুলিশ জেলার চল্লিশটি জায়গাতে এই অভিযান চালায় এবং তিন জায়গা থেকে উদ্ধার হয় বেআইনি বাজি। পুলিশ সূত্রে খবর কল্যাণী থানার রথ তলা বিধানপল্লী এলাকা থেকে ৪০ কেজি অবৈধ বাজি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। অপরদিকে চাকদা থানার চাদুরিয়া মালোপাড়া এলাকা থেকে ৯ কেজি ৪০০ গ্রাম বাজি উদ্ধার হয়। এবং গাংনাপুর থানার বিবেকানন্দ পল্লী থেকে ৫ কেজি বাজি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃতরা হল উত্তম দাস, অভিজিত হালদার এবং রাজু শীল। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃতদের শনিবার আদালতে তোলা হয়।

---

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd.Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

INFORMATION REGARDING EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Members are hereby informed that the Extra-Ordinary General Meeting ('EGM') of the Company will be held on **Thursday, 13th March, 2025 at 11:30 A.M. (IST)** through video conferencing ('VC')/Other Audio Visual means ('OAVM') to transact the businesses as set out in the Notice of the EGM which will be emailed to the Members separately. The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e., at 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058.

In compliance with the Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020,22/2020, 33/2020, 39/2020,10/2021,20/2021,03/2022, 11/2022, 09/2023, 09/2024 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 15th June, 2020, 28th September, 2020, 31st December, 2020, 23rd June, 2021, 8th December, 2021,5th May, 2022, 28th December,2022, 25th September, 2023 and 19th September, 2024 respectively and other relevant circular issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular Nos.SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79,SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11,SEBI/HO/CFD/CMD1/CR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 12th May, 2020, 15th January, 2021, 13th May, 2022, 5th January, 2023, 7th October, 2023 and 3rd October, 2024 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India, the Company is convening its EGM through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue to transact the businesses as set out in the Notice calling the EGM. Members will be able to attend the EGM through VC/OAVM or view the live web cast at www.evoting.nsdl.com using their login credentials and their presence through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

Further, in compliance with the above, the Notice of the EGM will be sent only by electronic mode to those members whose email address is registered with Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') / the Company.The communication of assent or dissent of the Members would only take place through the remote e-voting. Members are requested to carefully read the instructions for remote e-voting before casting their votes as mentioned in the Notice. Members may note that the Notice will also be available on the Company's website at www.ntcind.com and on the website of the Stock Exchanges, where the equity shares of the Company are listed, i.e., BSE at https://www.bseindia.com/and of CSE at website www.cse-india.com.

Members can attend and participate in the EGM through VC/OAVM only.The instructions for attending the EGM through VC/OAVM are provided in the Notice of EGM.

The Company has availed the services of National Securities Depository Limited for providing the e-voting facilityby electronic means only. The Company is providing remote e-voting facility (the 'remote e-voting') as per the provisions of Sec 108 of the Act, to all its members holding shares as on the cut-off date i.e., **Thursday, 6th March, 2025** to cast their votes on all resolutions set out in the Notice through e-voting system. The detailed procedure of casting votes through remote e-voting /e-voting for the members holding shares in physical mode, dematerialised mode and for members who have not registered their email address will be provided in the Notice.

Manner of registering / updating email addresses:

Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/ Depository Participant(s) / RTA can obtain Notice of the EGM and/or login details for the joining the EGM through VC/ OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email toinvestors@ntcind.com or nichetechpl@nichetechpl.com:

a. a signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;
b. self-attested scanned copy of the PAN Card; and
c. self-attested scanned copy of any document (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/ updated their email addresses with the Depository Participants are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.The login credentials for casting votes through remote e-voting and e-voting shall be made available to the Shareholders through email.

We thank our Members for supporting the 'Green Initiative" in Corporate Governance undertaken by the Ministry of Corporate Affairs and the Company. We request our members to please note that all future communication would be sent in electronic mode to the registered email address. Therefore, please ensure to inform any change in your email address to your Depository Participant (in case of shares held in demat mode) or the Company/ RTA (In case of shares held inphysical mode). Detailed Instructions for casting of voles through remote e-voting will be made available in the Notice of the EGM .

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or 022 4886 7000 send a request to Ms.Pallavi Mhatre,Senior Manager at evoting@nsdl.com.

This Notice is being published in advance to facilitate the Members to register or change their contact details and other particulars. For any further clarifications, Members may contact the RTA as specified above.

For ntc industries limited
Sd/-
Anushree Chowdhury
Company Secretary
& Compliance Officer

Place: Kolkata
Dated: 16th February, 2025

বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগে
টেস্টমেন্টারি এবং ইন্টেস্টেট এখতিয়ার
আবেদন নং ৬৮৪ অফ ২০২৩
উদ্ধৃতি

প্রয়াত আশুতোষ কালাচাঁদ ব্যানার্জীর সম্পত্তি এবং ক্রেডিটের জন্য প্রশাসনিক চিঠির আবেদন, বিধবা, হিন্দু, অধিবাসীঃ পরামর্শদাতা, মুম্বাইয়ের ভারতীয় বাসিন্দা, যিনি মৃত্যুর সময় ১২৩ আরাম নগর, পার্ট-২, জে.পি রোড, ভারসোয়া, আন্ধেরি (পশ্চিম) মুম্বাই - ৪০০০৬১-এ বসবাস করতেন.... মৃত।
কল্লোলকুমার ব্যানার্জী, বয়স- ৬৯ বছর অধিবাসীঃ চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত, হিন্দু,)
মুম্বাইয়ের ভারতীয় বাসিন্দা, ১২৩ আরাম নগর, পার্ট-২)
জে.পি রোড, ভারসোয়া, আন্ধেরি (পশ্চিম) মুম্বাই - ৪০০০৬১-এ বসবাস করতেন।
উপরের নাম মৃত ব্যক্তির পুত্র হওয়া।) ...আবেদনকারী
প্রতি,
১. শ্রী হিল্লোলকুমার ব্যানার্জীর আইনগত উত্তরাধিকারী
২. শ্রী উচ্ছলকুমার ব্যানার্জী
শেষ পরিচিত ঠিকানা ১২৩ আরাম নগর, পার্ট-২, জেপি রোড, ভারসোয়া, আন্ধেরি (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০০৬১
যদি আপনি উপরে উল্লিখিত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কোনও স্বার্থ দাবি করেন তবে আপনাকে অনুদান পত্রের আগে কার্যধারা দেখতে আসতে বলা হচ্ছে।
যদি আপনি প্রশাসন পত্রের অনুদানের বিরোধিতা করতে চান, তাহলে আপনাকে এই উদ্ধৃতি প্রদানের ১৪ দিনের মধ্যে প্রোথনোটারি এবং সিনিয়র মাস্টারের অফিসে একটি সতর্কতামূলক আবেদন জমা দিতে হবে।
আপনাকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, যোগ্যতার মানদণ্ড অনুসারে রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, হাইকোর্ট আইনি পরিষেবা কমিটি, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এবং তালুকা আইনি পরিষেবা কমিটি থেকে বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা আপনার জন্য উপলব্ধ এবং যদি আপনি যোগ্য হন এবং বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা পেতে চান, তাহলে আপনি উপরের যেকোনো আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ / কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
সাক্ষী শ্রী। শ্রী অলোকরাধে
বম্বেতে প্রধান বিচারপতি, আজ ৩১ জানুয়ারী, ২০২৫
স্বা /-প্রথোনোটারি এবং সিনিয়র মাস্টারের জন্য
SEAL
সাপনা রাচুরে
আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী
৪০১, ডি, চতুর্থ তলা, ৯৪, নটওয়ার চেম্বারস, নাগিনদাস মাস্টার রোড, ফোর্ট, মুম্বাই ৪০০০২৩।
ও.এস.রেজিস্ট্রেশন নং ১০০২৮
অ্যাডভোকেট কোড নং. ৩০৫ (মোবাইলঃ ৯৯২৪৬১৮৩৬)
ইমেলঃ sapanayme@gmail.com

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড
CIN: L65921WB1990PLC048885
রেজি. অফিস- ১৪ তল, সুট নং. ১৪০৫, ওম টাওয়ারস, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন নং.- +৯১-২২-৬৬৩০১১৫৬ ইমেলঃ **abhishek@paflin**, ওয়েবসাইটঃ : www.pafl.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ৯ মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ (নীচে নোটগুলি দেখুন)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (৩১.১২.২০২৪) (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (৩১.১২.২০২৩) (অনিরীক্ষিত)	৯ মাস শেষে (৩১.১২.২০২৪) (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি (৩১.০৩.২০২৪) (পরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	১৪৭৩৫.১৯	১৭৮৫৬.২২	৪৪০৯৯.৫৩	৫৩৭৫৫.২৪
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম*)	-১৮১৪.৪৩	৭৫২৪.২৩	১৬৮৯৬.৪৩	২৮৮৬৬.৮১
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে), ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের পরে*)	-১৮১৪.৪৩	৭৫২৪.২৩	১৬৮৯৬.৪৩	২৮৮৬৬.৮১
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারন আইটেমের পরে*)	-৩৭০১.৭৬	৫৫০৩.৯৮	১৩২৮৪.৪৬	২০৭৯০.২৫
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	-৩৭০১.৭৬	৫৫০৩.৯৮	১৩২৮৪.৪৬	২০৭৯০.২৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল ফেসভ্যালু ১০ টাকা প্রতি	৫০৮২৪	৫০৮২৪	৫০৮২৪	৫০৮২৪
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	-০.৭৩	১.০৮	২.৬১	৪.০৯

দ্রষ্টব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্ত ফলাফলগুলি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি যা SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে CSE লিমিটেডের কাছে দাখিল করা হয়েছে। উল্লিখিত ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pafi.in-এ পাওয়া যাবে।

প্রিমিয়ার অটো ফিন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- অভিষেক গুপ্তা
ডিরেক্টর
DIN: 0569803

তারিখঃ ১৫.০২ .২০২৫
স্থানঃ মুম্বই

HALDER VENTURE LIMITED
Regd. Office : DIAMOND HERITAGE, 16 Strand Road, 10th Floor, Room No- 1012 Kolkata -700001
Email: info@halderventure.in **Website** :- www.halderventure.in **CIN L74210WB1982PLC035117**

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2024
(Amount in Lakhs)

Sl. no		CONSOLIDATED					
		Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	9 Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	9 Months Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	Revenue from Operations	35,640.75	17,475.91	13,376.30	69,748.29	39,110.71	64,365.68
2	Earning Before Interest, Depreciation & Tax (EBIDTA)	3,440.99	1,210.61	482.28	5,894.67	1,886.53	4,104.74
3	Profit/ (Loss) before Tax	2,719.73	510.13	(193.56)	3,840.30	262.93	1,723.09
4	Net Profit/ (Loss) for the Period	2,127.50	382.64	(193.56)	2,951.99	124.65	1,166.73
5	Cash Profit (PAT+Depreciation)	2,251.56	511.20	(62.34)	3,322.73	498.87	1,663.88
6	Total Comprehensive income attributable to the owners of the company	2,127.50	365.69	(193.56)	2,935.04	124.65	1,160.34
7	Paid - up Equity Share Capital (Face Value - Re 10 per Share)	414.60	414.60	414.60	414.60	414.60	414.60
8	Earnings per equity share (of Rs 10/- each) (not Annualised):						
	(a) Basic & Diluted	51.31	8.82	(4.67)	70.79	3.01	27.99
	(b) Cash	5.43	1.23	(0.15)	8.01	1.20	4.01

NOTES:
1 The Unaudited Financial results for the quarter and nine month ended on 31st December, 2024 have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th February, 2025.
2 Figures of previous periods have been regrouped/rearranged wherever necessary to confirm tp current period presentation.
3 During the quarter and nine month ended 31st December 2024 and the corresponding previous quarter/year, the Company has operated only in one geographical segment. Hence segment reporting is not given.
4 Information on Standalone figures for the quarter and Nine Month ended 31st December,2024:

Sl no		STANDALONE					
		Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	9 Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	9 Months Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	Revenue from Operations	28,696.78	12,903.54	13,376.31	54,046.35	39,110.71	64,360.73
2	Net Profit/ (Loss) for the Period	1,345.34	270.81	(193.30)	1,822.89	127.85	1,156.85
3	Cash Profit (PAT+Depreciation)	1,469.40	399.37	(62.08)	2,193.63	502.07	1,654.00
4	Paid - up Equity Share Capital (Face Value - Re 10 per Share)	414.60	414.60	414.60	414.60	414.60	414.60
5	Earnings per equity share (of Rs 10/- each) (not Annualised):						
	(a) Basic & Diluted	32.45	6.53	(4.66)	43.97	3.08	27.75
	(b) Cash	3.54	0.96	(0.15)	5.29	1.21	3.99

Place : Kolkata
Date : 14.02.2025

For and on behalf of the Board
Keshab Kumar Halder
Managing Director

OFFICE OF THE HARIPUR GRAM PANCHAYAT
Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-(i)82(1)/HGP/2025, (ii)83(1)/HGP/2025
NIeT No. (1) RE_NIeT No.18/(24-25), (2) 19/(24-25)

Sealed Tender is invited by the Prodhan On behalf of ortho-o- parikalpana upasamity from experienced, resourceful bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: XVCFC TIED 2nd Inst. Tied FUND OF (24-25). Work Completion Period: 30 Days. From the issue of work order. Date of uploading e-NIT(online) on **14/02/2025 at 6.00 PM**. E-Tender document download starting from **14/02/2025 at 10:30 AM.** Last date of submission of Technical bid on **22/02/2025 at 1:30 PM.** And Opening on **24/02/2025 at 2:00 PM**. For details please visit websites **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Haripur Gram Panchayat

Office of the
Dakshin Sankrail Gram Panchayat
Sankrail, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

e-tenders are invited by Prodhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat under Sankrail Dev. Block Dist.-Howrah, from resourceful / bonafide contractors with experience and requisite credential from 15 th FC Fund (**NIT No:- 253 to 269**), BEUP Fund (**NIT No:-270**), Date of closing of Submission of Technical & Financial Bid on **19/02/2025 up to 2.00 PM**. For details visit the website:- **http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah

ভিনসেন্ট কর্মাশিয়াল লিমিটেড
CI N NO. L51909MH1982PLC294959
রেজি অফিস ঃ বি১১ / ১২, ভিওয়ান্ডিওয়ালা টেরেস, নিচতলা,
প্রিন্সেস স্ট্রিট, মেরিন লাইনস, মুম্বাই - ৪০০০০২ ই-মেইল আইডি ঃ **vincent.co1982@gmail.com**

পার্ট-১ **৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত ফলাফলের বিবৃতি** (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ (নীচে নোটগুলি দেখুন)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩০.৯.২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্তমান সমাপ্ত সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখের পরিসংখ্যান ৩১.১২.২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব সমাপ্ত সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখের পরিসংখ্যান ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	পূর্ব বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার মোট আয়						
	ক) রাজস্ব থেকে আয়	-	১২০.৮১	৮৮.৬৯	১৭৬.৩১	১৯৪.৬১	৩৪৫.০৫
	খ) অন্যান্য কারবার থেকে আয়	৭৬.০৮	-	৪৩.৫২	৭৬.০৮	১৬২.৯৫	২২১.৮৮
	মোট কারবার থেকে আয় (নিট)	৭৬.০৮	১২০.৮১	১৩২.২১	২৫২.৩৯	৩৫৭.৫৬	৫৬৬.৯৩
২.	ব্যয়						
	(ক) ব্যবহৃত উপকরণের খরচ	-	-	-	-	-	-
	(খ) মজুত-ইন-ট্রেড ক্রয়	-	-	-	-	-	-
	(গ) সমাপ্ত পণ্য, মজুত-ইন-ট্রেডের তালিকার পরিবর্তন	-	-	-	-	-	-
	(ঘ) কর্মচারী সুবিধা ব্যয়	১৩.৮৯	১০.০৩	৭.৯৩	৩৫.৫৯	২২.১৯	৭১.৯৫
	(ঙ) অবচয় এবং পরিশোধন ব্যয়	-	-	-	-	-	-
	(চ) আর্থিক খরচ	-	-	-	-	-	-
	(ছ) অন্যান্য খরচ (চলমান কার্যক্রম সম্পর্কিত মোট খরচের ১০ শতাংশ এর বেশি যেকোনো আইটেম আলাদাভাবে দেখানো হবে)	২৯.৩১	৮৫.১৭	৯৫.৯৬	১৩৮.৭৯	২১৫.৮৪	৪৬৩.২০
	মোট খরচ	৪৩.২০	৯৫.২০	১০৩.৮৯	১৭৪.৩৮	২৩৮.০৩	৫৩৫.১৫
৩.	অন্যান্য আয়, আর্থিক খরচ এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে কার্যক্রম থেকে লাভ / (ক্ষতি) (১-২)	৩২.৮৯	২৫.৬১	২৮.৩২	৭৮.০২	১১৯.৫৩	৩১.৭৮
৪.	ব্যতিক্রমী আইটেম - - - - -						
৫.	করের আগে সাধারণ কার্যকলাপ থেকে লাভ/ (ক্ষতি) (৩+৪)	৩২.৮৯	২৫.৬১	২৮.৩২	৭৮.০২	১১৯.৫৩	৩১.৭৮
৬.	কর ব্যয়	৮.২২	৬.৪০	৭.০৮	১৯.৫০	৩২.৪২	৫.১৬
৭.	কর-পরবর্তী সাধারণ কার্যকলাপ থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি) (৫-৬)	২৪.৬৭	১৯.২১	২১.২৪	৫৮.৫২	৮৭.১১	২৬.৬২
৮.	অসাধারণ আইটেম (করের নিট) খরচ লক্ষ)	-	-	-	-	-	-
৯.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (৭+৮)	২৪.৬৭	১৯.২১	২১.২৪	৫৮.৫২	৮৭.১১	২৬.৬২
১০.	সহযোগীদের লাভ / (ক্ষতির) ভাগ*	-	-	-	-	-	-
১১.	সংখ্যালঘু স্বার্থ*	-	-	-	-	-	-
১২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) কর-পরবর্তী, সংখ্যালঘু স্বার্থ এবং অংশীদারদের লাভ / (ক্ষতি) ভাগ (৯+১০+১১)	২৪.৬৭	১৯.২১	২১.২৪	৫৮.৫২	৮৭.১১	২৬.৬২
১৩.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (শেয়ারের অভিহিত মূল্য প্রতি ১ টাকা নির্দেশিত হবে)	৫৮.৫৭	৫৮.৫৭	৫৮.৫৭	৫৮.৫৭	৫৮.৫৭	৫৮.৫৭
১৪.i)	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) (প্রতিটি টাকা- এর) (বার্ষিক নয়)ঃ						
	(ক) মূল	০.৪২	০.৩৩	০.৩৬	১.০০	১.৪৯	০.৪৫
	(খ) মিশ্র	০.৪২	০.৩৩	০.৩৬	১.০০	১.৪৯	০.৪৫
১৪.ii)	প্রতি শেয়ারে আয় (অসাধারণ আইটেমের পরে) (প্রতিটি টাকা- এর) (বার্ষিক নয়)						
	(ক) মূল	০.৪২	০.৩৩	০.৩৬	১.০০	১.৪৯	০.৪৫
	(খ) মিশ্র						
	আর্থিক ফলাফলের সাথে সংযুক্ত নোটটি দেখুন	০.৪২	০.৩৩	০.৩৬	১.০০	১.৪৯	০.৪৫

*একীভূত ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
বিঃদ্র ঃ
১) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সংশ্লিষ্ট সভায় পরিচালনা পর্ষদ এই আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছে এবং তাদের প্রতিবেদন অযোগ্য।
২) সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা এই আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন এবং তাদের প্রতিবেদন অযোগ্য।
৩) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের উপরোক্ত ফলাফল, সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন এবং ঘোষণাপত্র কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৪) ৩১ ।১২।২০২৪ তারিখের উপরোক্ত আর্থিক বিবরণী ইন্ড এএস-এর প্রযোজ্যতা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৫) আর্থিক বিবরণীতে উদ্ধৃত অ-উদ্ধৃত বিনিয়োগের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
৬) স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এবং অগ্রিম চাহিদা অনুযায়ী প্রদেয় এবং মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
৭) কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ভারতীয় হিসাবরক্ষণ মানদণ্ড অনুসারে এবং সেবি প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ এর প্রবিধান অনুসারে।
৮) কোম্পানিটি অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ঋণ নেওয়া এবং প্রদত্তবিনিয়োগ) ব্যবসায় নিযুক্ত এবং IND অনুসারে ১০৮ অপারেটিং সেগমেন্ট হিসাবে এর শুধুমাত্র একটি প্রতিবেদনযোগ্য বিভাগ রয়েছে।
৯) SEBI (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশন অনুসারে কোম্পানিটি ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন ফলাফল প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
১০) বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলিকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

ভিনসেন্ট কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেডের জন্য,
শান্তিলাল জৈন
পরিচালক
DIN: 00741589

তারিখ ঃ ১৪ ।০২ ।২০২৫
স্থানঃ মুম্বই

নিভাকা ফ্যাশন লিমিটেড
CI N NO.L24231WB1983PLCO35857
রেজি অফিস ঃ এএ-৪৭, স্টললেক সিটি ডিইসি ঃ ১, বিএল-এএ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০৬৪, ভারত
ই-মেইল ঃ **btsyndicateltd1983@gmail.com**

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত ফলাফলের বিবরণী (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান			৯ মাস শেষে		বর্ষ শেষে
		৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত (লক্ষ টাকা)	৩০.৯.২৪ অনিরীক্ষিত (লক্ষ টাকা)	৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত (লক্ষ টাকা)	৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত (লক্ষ টাকা)	৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত (লক্ষ টাকা)	৩১.৩.২৪ পরীক্ষিত (লক্ষ টাকা)
১.	কারবার মোট আয়						
	ক) রাজস্ব থেকে আয়	৪.৭০	৫.৪৭	৯.৪৬	১৬.২৬	১১০.৯৪	১৬০.০০
	খ) অন্যান্য কারবার থেকে আয়	৪.২৪	১৪.২৩	৫.৫৫	৩৩.০০	৩০.৪০	৬৬.০৭
	মোট আয়	৮.৯৪	১৯.৭১	১৫.০১	৪৯.২৬	১৪১.৩৪	২২৬.০৭
২.	ব্যয়						
	(ক) ব্যবহৃত উপকরণের খরচ	-	-	-	-	-	-
	(খ) মজুত-ইন-ট্রেড ক্রয়	০.৯৪	২.১৭	৩.২৭	৪.৬৯	১৪.৪৫	১৫.৭০
	(গ) সমাপ্ত পণ্য, WIP এবং মজুত-ইন-ট্রেডের তালিকার পরিবর্তন	২.১৯	১৩.০৩	-	১৫.২১	৭.০২	৭.০৩
	(ঘ) কর্মচারী সুবিধা ব্যয়	৪.৩০	৮.৫০	৮.৭৪	২১.৮৯	২৯.১২	৬২.৪৪
	(ঙ) অর্থ ব্যয়	৪.৬০	৪.২৫	৪.৯২	১৩.৩৩	১৫.৩৫	২০.০৬
	(চ) অবচয় এবং পরিশোধন ব্যয়	১২.৮৭	১২.৮০	৩.৪৬	৩৮.৪৬	১১.০৩	৫৫.৯৩
	(ছ) অন্যান্য খরচ (মোট চলমান কার্যক্রম সম্পর্কিত ব্যয়ের ১০ শতাংশ এর বেশি যেকোনো আইটেম আলাদাভাবে দেখানো হবে)	৪.১৭	৭.৫৫	২৫.৩২	২৯.৮১	৮৪.৫১	৯১.৭৬
	মোট খরচ	২৯.০৬	৪৮.৩১	৪৫.৭১	১২৩.৪০	১৬১.৪৮	২৫২.৯৩
৩.	ব্যতিক্রমী আইটেম এবং করের আগে লাভ / (ক্ষতি) (১-২)	(২০.১৩)	(২৮.৬০)	(৩০.৭০)	(৭৪.১৪)	(২০.১৪)	(২৬.৮৬)
৪.	ব্যতিক্রমী আইটেম	--	--	--	--	--	--
৫.	কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি) (৩-৪)	(২০.১৩)	(২৮.৬০)	(৩০.৭০)	(৭৪.১৪)	(২০.১৪)	(২৬.৮৬)
৬.	কর ব্যয়						
	বর্তমান কর	-	-	-	-	৪.৯৬	-
	স্থগিত কর	০.২৪	-	-	০.৩৭	-	১.২৩
৭.	অব্যাহত কার্যক্রম থেকে লাভ / (ক্ষতি) (৫-৬)	(১৯.৮৯)	(২৮.৬০)	(৩০.৭০)	(৭৩.৭৭)	(২৫.১০)	(২৫.৬৩)
৮.	লাভ / (ক্ষতি) কার্যক্রম বন্ধ করার ফলে	--	--	--	--	--	--
৯.	ছাড়ের কার্যক্রমের কর ব্যয়	-	-	-	-	-	-
১০.	লাভ / (ক্ষতি) কার্যক্রম বন্ধ করার পর (করের পরে)	-	-	-	-	-	-
১১.	লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (৯+১২)	(১৯.৮৯)	(২৮.৬০)	(৩০.৭০)	(৭৩.৭৭)	(২৫.১০)	(২৫.৬৩)
১২.	অন্যান্য ব্যাপক আয়						
	ক) (i) যেসব পণ্য লাভ বা ক্ষতিতে পুনর্গঠিত হবে না	-	-	-	-	-	-
	(iii) যেসব পণ্য লাভ বা ক্ষতিতে পুনর্গঠিত হবে না তার সাথে সম্পর্কিত আয়কর	-	-	-	-	-	-
	খ (i) যেসব জিনিসপত্র লাভ বা ক্ষতির ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হবে	-	-	-	-	-	-
	(ii) যেসব জিনিসপত্র পুনঃগঠিত হবে লাভ বা ক্ষতির ভিত্তিতে এর সাথে সম্পর্কিত আয়কর	-	-	-	-	-	-
১৩.	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (১৩+১৪) (এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় অন্তর্ভুক্ত)	(১৯.৮৯)	(২৮.৬০)	(৩০.৭০)	(৭৩.৭৭)	(২৫.১০)	(২৫.৬৩)
১৪.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১ টাকা ফেসভ্যালু)	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০
১৫.	প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার আয় (প্রতিটি ১ টাকা ফেসভ্যালু)						
	(ক) মূল	(০.০১৯)	(০.০২৮)	(০.০৩০)	(০.০৭২)	(০.০২৪)	(০.০২৫)
	(খ) মিশ্র	(০.০১৯)	(০.০২৮)	(০.০৩০)	(০.০৭২)	(০.০২৪)	(০.০২৫)

*একীভূত ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
বিঃদ্র ঃ
১) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় অডিট কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২) সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা এই আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন এবং তাদের প্রতিবেদন অযোগ্য।
৩) ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের উপরোক্ত ফলাফল, নিরীক্ষক প্রতিবেদন এবং ঘোষণাপত্র কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৪) ৩১.১২.২০২৪ তারিখের উপরোক্ত আর্থিক বিবরণী ইন্ড এএস-এর প্রযোজ্যতা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৫) কোম্পানির আর্থিক ফলাফল কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ভারতীয় হিসাবরক্ষণ মানদণ্ড অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা এর অধীনে প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং সেবি প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ এর পরিপ্রেক্ষিতে পঠিত।
৬) কোম্পানিটি ''টেক্সটাইল পণ্য'' ব্যবসায় নিযুক্ত এবং IND অনুসারে ১০৮ অপারেটিং সেগমেন্ট হিসাবে এর শুধুমাত্র একটি রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে।
৭) SEBI (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশন অনুসারে কোম্পানিটি ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্ট্যানলোন ফলাফল প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
৮) বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলিকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।
৯) গত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি হল পূর্ণ আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত অ-নিরীক্ষিত পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

ভিনসেন্ট কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেডের জন্য,
ভবিন শান্তিলাল জৈন
পরিচালক
DIN: 00741604

তারিখ ঃ ১৪ ।০২ ।২০২৫
স্থানঃ মুম্বই

কিছুটা অন্যরকম এবারের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এই প্রথম চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হবে দুটি দেশে। ২০২৫ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পূর্ববর্তী সংস্করণ থেকে কিছুটা আলাদা। যেমন-

হাইব্রিড মডেলঃ ভারত পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার কারণে এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হচ্ছে হাইব্রিড মডেলে। এর ফলে কিছু ম্যাচ হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে, যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। এই মডেলের লক্ষ্য হচ্ছে টুর্নামেন্টের অখণ্ডতা বজায় রেখে প্রতিটি দলের নিরাপত্তার দিকটা দেখা। অভিষেক হচ্ছে আফগানিস্তানেরঃ এবারই প্রথম আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশ নিচ্ছে। যা অনামী ক্রিকেট খেলার দেশগুলিকে উদ্বুদ্ধ করবে।

থাকছে না প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ঃখুবই অবিশ্বাস্য ২০০২ সালের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা এই সংস্করণে অংশ নেবে না। অবশ্য এই টুর্নামেন্টে তারা যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতের সঙ্গে।

গ্রুপ পর্বের ধরণঃ টুর্নামেন্টে ৮টি দল অংশ নেবে। ৪ টি করে দল দুটি গ্রুপে থাকবে। প্রতিটি দল রাউন্ড-রবিন লিগের ম্যাচ খেলবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দল সেমিফাইনালে যাবে। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ হাইব্রিড মডেলে পাকিস্তান ও আরব আমিরাতে হতে চলেছে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি, চলবে ৯ মার্চ পর্যন্ত। যেখানে ভারত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অংশগ্রহণ করবে। তার মধ্যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ২৩ ফেব্রুয়ারি। ভারত ৩টি ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। ভারতের ম্যাচের সময়সূচি এখানে দেওয়া হল। ম্যাচ গুলি শুরু হবে ভারতীয় সময় দুপুর ২.৩০ মিনিটে। ২০ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ বনাম ভারত, দুবাই। ২৩ ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তান বনাম ভারত, দুবাই। ২ মার্চ, নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত, দুবাই।

স্থগিত মোহনবাগানের এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ স্থগিত মোহনবাগানের এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং। আজ ক্লাব তাঁবুতে দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা আপাতত হচ্ছে না। ক্লাবের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সচিব অসুস্থ। তাই বৈঠকটি স্থগিত রাখা হয়েছে। অনুমান করা হয়েছিল, এই বৈঠক থেকে মোহনবাগানের নির্বাচনের দিনক্ষণ জানা যেত। বৈঠক কবে হবে, সেটা ক্লাবের তরফ থেকে পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। গত মঙ্গলবার মোহনবাগান ক্লাব নোটিস জারি করে ১৭তম এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিংয়ের কথা জানিয়েছিল। যেখানে জানুয়ারি মাসে আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উঠে আসা বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোচনার কথা জানানো হয়েছিল। বার্ষিক সভার মূল বিষয় ছিল মোহনবাগানের নির্বাচন। ফলে ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান ছিল, এদিনের বৈঠকের মূল বিষয় হতে পারত নির্বাচন। সময়মতো নির্বাচন

করিয়ে নতুন কমিটি গঠন করার দাবিতে বার্ষিক সাধারণ সাধারণ সভায় সরব হয়েছিলেন সমর্থকদের একটা ব। অংশ। কিন্তু আপাতত তার উত্তর পাওয়া গেল না। মোহনবাগানের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ' দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে ১৭তম এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং ক্লাব তাঁবুতে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা স্থগিত রাখা হয়েছে। কারণ, সচিব আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বৈঠকের পরবর্তী দিনক্ষণ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।' উল্লেখ্য, ২৮ মার্চ শেষ হচ্ছে মোহনবাগানের বর্তমান কার্যকরী কমিটির মেয়াদ। ফলে নতুন নির্বাচনের দাবি ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোস রীতিমতো রুলবুক তুলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সোসাইটি হিসাবে রেজিস্টার্ড কোনও ক্লাবের কার্যকরী কমিটিই তিন বছরের বেশি ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না। তাই ক্লাবে দ্রুত নির্বাচন হওয়া উচিত। আশা করা গিয়েছিল, এদিনের মিটিং থেকে সেই দিকনির্দেশ পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা আপাতত হচ্ছে না।

২৫০ কেজির 'বোঝা' নিয়ে অজি সফরে তারকা ক্রিকেটার! পয়সা খসল বোর্ডেরই

বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে শুধু সিরিজ হারই সঙ্গী হয়নি টিম ইন্ডিয়ার। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে অনেক বিতর্ক। এবার প্রকাশ্যে এল বিস্ফোরক তথ্য। দলের এক ক্রিকেটার ২৫০ কেজির বেশি ওজনের লাগেজ নিয়ে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। যার খরচ বহন করতে হয়েছিল খোদ বিসিসিআই-কেই।

অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর একাধিক ' জারি হয়েছে ভারতের ক্রিকেটারদের উপর। পরিবার নিয়ে যাওয়ায় যেমন বিধিনিষেধ এসেছে, তেমনই কত ওজনের লাগেজ নিয়ে যেতে পারবেন, সেটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, বিদেশ সফরে একজন ক্রিকেটারের ১৫০ কেজি ওজনের লাগেজের খরচ বহন করা হবে। তার বেশি হলে গাঁটের ক।ি খসবে সেই ক্রিকেটারের। যদিও বর্ডার গাভাসকর ট্রফির আগে পর্যন্ত সেই নিয়ম লাগু হয়নি। আর সেটারই ফাঁক গোলে বেরিয়ে গেলেন

এক তারকা। সূত্রের খবর, ওই ক্রিকেটারের লাগেজের ওজন ছিল ২৫০ কেজি। মোট ২৭টা ব্যাগ ছিল তাঁর সঙ্গে। যার মধ্যে ছিল মোট ১৭টি ব্যাট। তবে শুধু তাঁর একার নয়, সঙ্গে ছিল তাঁর পরিবার ও ব্যক্তিগত সহায়কদের লাগেজও। যার পুরো খরচ দিতে হয়েছে বোর্ডকে।

তবে সেই ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ্যে আনা হয়নি। যদিও জল্পনা-কল্পনা থামছে না। কোন কোন ক্রিকেটাররা পরিবার নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটাও চর্চায় আসছে। আর এখানেই শেষ নয়। ওই ক্রিকেটার ও তাঁর পরিবারের যাতায়াতের পুরো খরচ দিতে হয়েছে বোর্ডকে। এমনকী অস্ট্রেলিয়ার এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াতের খরচও বাদ যায়নি। তবে মোট কত টাকা খসেছে, সেটা জানা যায়নি। গোটা বিষয়টাতেই বোর্ডকর্তারা যথেষ্ট বিরক্ত বলেই জানা যাচ্ছে। কারণ, এই ঘটনা নতুন ক্রিকেটারদের উপর কুপ্রভাব ফেলতে পারে।

৭১৭ পাস খেলেও পোস্টে শট নেই, ১৫০ কোটি পাউন্ড খরচের এই ফল

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে গত শনিবার ব্রাইটনের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে চেলসি। কিন্তু অপটার সুপারকম্পিউটার আশার খবর শুনিয়েছিল চেলসি সমর্থকদের। প্রিমিয়ার লিগে গতকাল রাতে একই দলের বিপক্ষে চেলসি প্রতিশোধ নেবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল সুপারকম্পিউটার। কিন্তু ঘটল উল্টোটা। ব্রাইটনের মাঠে ৩-০ গোলে হেরেছে চেলসি। প্রায় ৭০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ৭১৭টি পাস খেলেও ব্রাইটনের পোস্টে চেলসি একটি শটও রাখতে পারেনি! নিখাদ স্ট্রাইকারের অভাবে ভুগেছে এনজো মারেসকার দল। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের টড বোয়েলি চেলসি কিনে নেওয়ার পর খেলোয়া। কেনায় এ পর্যন্ত ১৫০ কোটি পাউন্ডের বেশি খরচ করেছেন, যার মধ্যে ৪৪ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড ঢেলেছেন ফরোয়ার্ডদের পেছনে। এই অর্থের বেশির ভাগই খরচ হয়েছে ক্রিস্টোফার এনকুকু, রাহিম স্টার্লিং, পেদ্রো নেতো, হোয়াও ফেলিক্স ও কোল পালমারদের জন্য। কিন্তু তাঁরা কেউ নিখাদ স্ট্রাইকার কিংবা নাম্বার নাইন নন, উইঙ্গার থেকে ব।জোর ১০ নম্বর জার্সির ফরোয়ার্ড কিংবা মিডফিল্ডার। চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা নিকোলাস জ্যাকসন ছাড়া কেউ স্ট্রাইকার পজিশনে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেননি। পালমারই যা একটু ধারাবাহিক ছিলেন। এ মৌসুমে ২৭ ম্যাচে ১৪ গোল করেছেন। তবে লিগে সর্বশেষ চার ম্যাচে গোল পাননি এই ইংলিশও। ১১ ম্যাচে ১ গোল করা এনকুকুকে আক্রমণভাগে সবার সামনে খেলিয়ে ফল পাননি চেলসি কোচ মারেসকা। পেছনে নেতো, পালমার ও মাদুয়েকোকে নিয়ে অ্যাটাকিং থার্ড। এতে ব্রাইটনের অর্ধে চেলসি বল নিয়ে প্রচুর ঘোরাফেরা করতে পেরেছে বটে, কিন্তু ব্রাইটনের গোলকিপারের পরীক্ষা নিতে পারেনি। ও দিকে সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন ব্রাইটনের জাপানিজ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার কাউরু মিতোমা। গত শনিবার এফএ কাপে চেলসির বিপক্ষে তাঁর কাছ থেকে জয়সূচক গোল পেয়েছিল ব্রাইটন। গতকাল রাতে মিতোমার কাছ থেকেই প্রথম গোলটি পেয়েছে ব্রাইটন। অন্য দুটি গোল ইয়ানকুবা মিনতের। হারের পর স্কাই স্পোর্টসকে চেলসি কোচ মারেসকা বলেছেন, ' নিয়েই আমি হতাশ। সমর্থকদের জন্য খারাপ লাগছে...চাপ সব সময়ময় অনুভব করিই। তবে আমি আসার পর এটাই সবচেয়ে বাজে পারফরম্যান্স।' প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের সর্বশেষ ৯ ম্যাচের মধ্যে মাত্র দুটিতে জিততে পেরেছে চেলসি। ২৫ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে মারেসকার দল। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের সঙ্গে পিছিয়ে ১৪ পয়েন্ট ব্যবধানে। ম্যানচেস্টার সিটি ও নিউক্যাসল নিজেদের পরবর্তী ম্যাচ জিতলে শীর্ষ চার থেকে ছিটকে পড়বে চেলসি।

৫ স্পিনার বাড়াবাড়ি, কোনও মানেই হয় না! চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন অশ্বিনের

১১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘিরে চড়ছে উত্তেজনার পারদ। পাকিস্তান আয়োজক দেশ হলেও রোহিত শর্মারা খেলবেন দুবাইয়ে। ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার ১৫ জনের দল। যেখানে রাখা হয়েছে পাঁচ স্পিনার। কিন্তু মরুদেশে স্পিনাররা অতীতে সেভাবে নজর কাড়তে পারেননি। তাই পাঁচ স্পিনার নেওয়া নিয়ে এবার প্রশ্ন তুললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। যেখানে ভারতের প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। পরের দুটি ম্যাচ পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এই টুর্নামেন্টে ১৫ জনের দলে পাঁচ স্পিনার রেখেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। দলের সঙ্গে দুবাই উড়ে গিয়েছেন অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং রবীন্দ্র জাদেজা। এহেন ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়ে অশ্বিনের দাবি, অকারণে বেশি স্পিনার রেখেছেন নির্বাচকরা। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারছি না দুবাইতে খেলা, অথচ কেন এতজন স্পিনার। পাঁচজন স্পিনার নেওয়া হয়েছে। আর এদিকে যশস্বী জয়সওয়ালকেই বাদ দেওয়া হল। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, যেকোনও টুর্নামেন্টে দলের সঙ্গে তিন-চারজন স্পিনার থাকে। কিন্তু দেখেছি, দুবাইতে বল বিশেষ ঘুরছে না। ফলে দল অনায়াসেই ১৮০ রান তাড়া করে ফেলছে। তাই সবমিলিয়ে টিম কম্বিনেশনটা আমার বিশেষ পছন্দ হয়নি। অশ্বিনের মতে, কুলদীপ এবং বরুণ ভয়ংকর স্পিন

দুবাইয়ে পাঁচজন স্পিনারের মানে সত্যিই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়, দু-একজন কম স্পিনার নিলেও চলত।

কিন্তু কেন এমন দাবি তাঁর? সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অশ্বিন। প্রাক্তন তারকা স্পিনারের কথায়, দুবাইতে কি বল আদৌ টার্ন করে? সম্প্রতি আইএল টি-২০-তেও আমরা জুটি। কিন্তু সেক্ষেত্রে জাদেজা কিংবা অক্ষরকে বাইরে রাখাও সম্ভব নয়। কারণ সম্প্রতি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভালো পারফর্ম করেছেন তাঁরা। তবে ভারত চার স্পিনার নিয়ে প্রথম একাদশ সাজালে বাদ পড়বেন এক পেসার। যা দলের জন্য বিশেষ লাভজনক হবে না বলেই মনে করছেন অশ্বিন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ত্রিদেশীয় সিরিজে ব্যর্থ বাবরকে প্রাক্তন কোচের খোঁচা, 'ওর ইংরাজি ভালো না'!

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সামনেই ঘরের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আর তার আগে নিজের দেশেই আয়োজিত ত্রিদেশীয় সিরিজে ওপেন করতে নেমে চূড়ান্ত ব্যর্থ বাবর আজম। এমন পরিস্থিতিতে কি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টেও কি তাঁকে দিয়েই ওপেন করানো হবে? নাকি বিকল্প ওপেনারের চিন্তাভাবনা করছে পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট! উত্তর দিলেন কোচ। সম্প্রতি পাকভূমে সমাপ্ত হল ত্রিদেশীয় সিরিজ। যেখানে ছিল পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ফাইনালে রিজওয়ানদের মুখোমুখি হয়েছিলেন কেন উইলিয়ামসনরা। শেষ হাসি হাসে নিউজিল্যান্ড। ২৪৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৫ উইকেটে ম্যাচ জেতে তারা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে যা পাক শিবিরের জন্য ধাক্কা। কোহলির রেকর্ড ভেঙে একদিনের ক্রিকেটে যুগ্মভাবে দ্রুততম ৬০০০ রানের নজির গড়লেও ওপেনিং স্লটে নজর কাড়তে পারলেন না বাবর। ৩৪ বলে ২৯ রান করে ফেরেন প্যাভিলিয়নে। আর তারপর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু

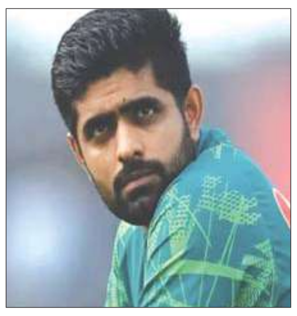

করেছে, বাবরকে দিয়ে কি আর ওপেন করানো হবে? যদিও যাবতীয় প্রশ্নকে বাউন্ডারির বাইরে ফেললেন কোচ আকিব জাভেদ। বলে দিলেন, অভিজ্ঞ বাবরের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে দলের। পাকিস্তান দলের কোচ বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যাওয়ে সিরিজের দিকে তাকান। সব ফরম্যাটেই ওকে ওপেনিং করতে হয়েছে। তাই নতুন বলের মুখোমুখি হওয়া বাবরের জন্য নতুন কোনও বিষয় নয়। যে ব্যাটার যে পজিশনে ভালো খেলবে, তাকে সেখানেই খেলানো হবে। তাই পাকিস্তানের পিচে বাবরই ওপেন করবে আর আমার আশা ভালোই পারফর্ম করবে। এদিকে বাবরের ব্যর্থতার মাঝেই তাঁর ইংরাজি বলা নিয়ে খোঁচা দিলেন এককালের কোচ হার্শল গিবস। করাচি কিংসে কোচিংয়ের সময় বাবরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হত গিবসকে। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানান, ' একটা বড় সমস্যা। ওর ইংরাজিটা যেহেতু তেমন ভালো না। তাই বিষয়গুলো বোঝাতে অসুবিধা হত।' গিবসের এমন মন্তব্য নিয়ে ঠাট্টা-মশকরাও শুরু হয়েছে নেটদুনিয়ায়।

ইংল্যান্ডে সব রেকর্ড সিটির-মনে করিয়ে দিলেন গার্দিওলা

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ পেপ গার্দিওলার সব কথা শুনে কল্পনায় একটি দৃশ্যপট ভেসে ওঠে-বিদগ্ধ এক মানুষ, যিনি নিজের কাজে অবিশ্বাস্যরকম দক্ষ। কিন্তু সময় তো আর এক রকম যায় না। যেকোনো কারণেই হোক মানুষটি নিজ কাজে আর আগের মতো সফলতা পাচ্ছেন না। লোকে ঠারেঠুরে তাঁকে নিয়ে কথা বলছে। সমালোচনাও করছে। সেসব যে আর মানুষটির কানে যায় না, তা তো নয়! সব শুনে শেষ পর্যন্ত চিরকালের ভদ্র মানুষটি স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর থরে-বিথরে অর্জনের কথা। ছুড়লেন চ্যালেঞ্জও-পারলে করে দেখাও! ম্যানচেস্টার সিটির এই কোচ গতকাল প্রিমিয়ার লিগের নিউক্যাসল ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন। গত মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়নস লিগ প্লে-অফ প্রথম লেগে ঘরের মাঠে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ৩-২ গোলে হারে সিটি, যা সিটির চলতি মৌসুমের দুরবস্থাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে খুব ভালো অবস্থানে নেই গার্দিওলার দল। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ২৪ ম্যাচে ৫৭, তাদের চেয়ে ১৬ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে সিটি পাঁচ নম্বরে। অর্থা এবার টানা পঞ্চম লিগ জেতা হচ্ছে না গার্দিওলার দলের। ইংল্যান্ডে টানা লিগ জয়সহ যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গার্দিওলা, তা এ মৌসুমে যেন হুট করেই খোয়ানোর পথে! আর সেটার জেরে জারি থাকা নানা নেতিবাচক আলোচনাতেই যেন বিরক্ত গার্দিওলা। সাবেক বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখ কোচ মনে করিয়ে দিয়েছেন, ২০১৬ সালে তিনি সিটির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ম্যানচেস্টারের ক্লাবটি ধীরে ধীরে কোন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এবারের মৌসুমে মুখ থুবড়ে পড়ায় লোকে সেসব সাফল্য ভুলতে বসেছে-এমন ইঙ্গিত করে একপর্যায়ে লিভারপুলের নাম নিয়ে খোঁচাও দিয়েছেন গার্দিওলা। স্প্যানিশ এই কোচের ভাষাতেই পড়ুন পুরোটা-' ইংল্যান্ডের সব রেকর্ড নিজেদের করে নিয়েছি। আধুনিক ফুটবলে কোনো দল ১০০ পয়েন্ট তুলবে? দেখার অপেক্ষায় আছি। কিংবা টানা চার শিরোপা জয়? বোর্নমাউথ, ফুলহাম ও উলভসের বিপক্ষে খেলতে হবে-দেখার অপেক্ষায় আছি।' শীর্ষে থাকা লিভারপুলের হাতে আছে আরও ১৪ ম্যাচ। সবগুলো জিতলেও তাদের ১০০ পয়েন্ট হবে না, ৯৯ পয়েন্ট হবে। প্রিমিয়ার লিগে আগামীকাল টেবিলে ১৭তম দল উলভসের মুখোমুখি হবে আর্নে স্লটের লিভারপুল। টেবিলের দশম দল ফুলহামের বিপক্ষে লিভারপুলের ম্যাচ আগামী ৫ এপ্রিল। ১৮৮৮ সালে ইংল্যান্ডে ফুটবল লিগের প্রথম সংস্করণ চালুর পর প্রথম ইংলিশ ক্লাব হিসেবে গত মৌসুমে টানা চতুর্থ শীর্ষস্থানীয় লিগ জিতেছে সিটি। লিভারপুল এবার যদি লিগ জিতেও নেয়, তবু সিটি যে মানদণ্ড তৈরি করেছে, সে পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না বলে মনে করেন গার্দিওলা, ' যে মান স্থাপন করেছি, এ মৌসুমে তা লিভারপুলে দেখেছেন? এরই মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে তারা ১০০ পয়েন্ট পাবে না, সর্বোচ্চ ৯৯ পাবে।' তবে এ মৌসুমে লিভারপুলের কাছে পিছিয়ে পড়া মেনে নিচ্ছেন গার্দিওলা। আজ রাতে নিউক্যাসলের মুখোমুখি হওয়ার আগে সংবাদ সম্মেলনে গার্দিওলা এ নিয়ে বলেছেন, ' (পরশু) গুন্দোকে (ইলকায় গুন্দোগান) জিজ্ঞেস করেছিলাম, দুই বছর আগে তুমি এখানে ছিলে। বার্সেলোনায় এক বছর ছিলে, তারপর এখানে চলে এলে। প্রিমিয়ার লিগে পরিবর্তন খেয়াল করেছ? সে বলেছে, পার্থক্যটা অবিশ্বাস্য। এটাই সত্যি। দলগুলো এখন সব বিভাগেই অনেক শক্তিশালী। সবাই খুব ভালো প্রস্তুতি নেয়।' স্কোয়াডে চোটের থাবায় প্রয়োজনীয় খেলোয়াড় না পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়ে গার্দিওলা মেনেছেন বাস্তবতাও, ' বাজে মৌসুম যেতেই পারে। আমরা যেমন ছিলাম তেমন থাকতে না পারাটাও প্রাপ্য। সবাই তো মানুষ, এমন হতেই পারে। আমরা ধারাবাহিক থাকতে পারিনি এবং খেলোয়াড়দের সেরা অবস্থায় পাইনি। আমার এবং আরও অনেক খেলোয়া।রে জন্য এমন অবস্থা এই প্রথম। কিন্তু এটা মেনে নিতে হবে যে অতীতে যেটা ঘটেছে তা স্বাভাবিক নয়।' অতীতে গার্দিওলার দল বল পায়ে অপ্রতিরোধ্য ছিল। সেটাও এখন না পারার কথা স্বীকার করে নিলেন সিটি কোচ, ' বল থাকলেও এখন আমরা ভুগছি। আগে কখনো এমন ঘটেনি, আর আমি এটা পাল্টাতেও পারছি না। আমরা ভুগছি, কারণ আমরা মানুষ।'

'লেডি ধোনি'র তকমা পেলেন বাংলার রিচা

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মারকাটারি ইনিংস আর রুদ্ধশ্বাস রান তাড়ায় জমজমাট মহিলা আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ। যে ম্যাচ প্রায় হারতে বসেছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, সেই খেলাই ঘুরিয়ে দিলেন বাংলার রিচা ঘোষ। আর গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর মূল্যবান ইনিংসের সৌজন্যে পেলেন 'লেডি ধোনি' তকমা। শুক্রবার স্মৃতি মন্ধানার দলের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাটিং করে ৫ উইকেট হারিয়ে ২০১ রান তোলে গুজরাট জায়ান্টস। বিশাল রানের লক্ষ্য তাড়া করে শুরুটা ভালো হয়নি গতবারের চ্যাম্পিয়নদের। মাত্র ৯ রানে ফেরেন দুরন্ত ফর্মে থাকা স্মৃতি। ড্যানি ওয়াট-হজও ৪ রানে আউট হন। মাত্র ১৪ রানে ২ উইকেট হারানো আরসিবিকে জয়ের স্বপ্ন দেখানো শুরু করেন এলিসে পেরি (৫৭)। তবে রাঘবি বিস্তের ধীর গতির ইনিংস চাপ বা।য়ে দেয়। ম্যাচ জিততে যখন ৪৪ বলে প্রয়োজন ৯৩ রান, ঠিক তখন ঝড় তোলেন রিচা। অ্যাশলে গার্ডনারের এক ওভারে তোলেন ২৩ রান। মাত্র ২৩ বলে হাফসেঞ্চুরি করে চমকে দেন তিনি। তাঁর ২৭ বলে অপরাজিত ৬৪ রানের চোখ ধাঁধানো ইনিংস সাজানো ছিল চারটি ছক্কা ও সাতটি বাউন্ডারি দিয়ে। রিচা ও কনিকা আহুজার দুর্দান্ত পার্টনারশিপেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আরসিবি। আর সেই সঙ্গে নয়া রেকর্ডের মালিক হয়ে যায় দল। ডব্লিউপিএলের ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। শুধু তাই নয়, মহিলা ঘরোয়া ক্রিকেট এবং যে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-২০ লিগে এটাই সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স। আর ম্যাচের পর থেকেই চর্চায় ফিনিশার রিচা। ক্রিকেটপ্রেমীরা বলছেন, ধোনির মতোই দায়িত্ব নিয়ে ম্যাচ জেতালেন রিচা। কেউ কেউ লিখেছেন, হুবহু ধোনি। দুরন্ত শটে খেলা শেষ করে ক্যাপ্টেন কুলকে মনে করালেন রিচা।

নেইমারের আবার বার্সায় ফেরার গুঞ্জন, সম্ভাবনা কতটা

১৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দলবদলের খবরে ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো অনেকের কাছেই বেশ বিশস্ত এক নাম। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে নেইমারকে নিয়ে দুটি পোস্ট করেছেন রোমানো। একটি পোস্টে নেইমার ও লামিনে ইয়ামাল একে অপরের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে উল্টোমুখ করে দাঁড়িয়ে। ক্যাপশনে লেখা, ' মৌসুমে নেইমারের লাস্ট ড্যান্স হ্যাঁ অথবা না?' নেইমারকে নিয়ে রোমানোর পরের পোস্ট আরও অর্থবোধক। বার্সার অনুশীলন জার্সি পরা ব্রাজিলিয়ান তারকার ছবি পোস্ট করে রোমানো ক্যাপশনে লিখেছেন, ' জন্য নেইমার অপেক্ষা করতে পারেন, ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ফেরাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, জানিয়েছে কোপ।' ব্যাপার কী! সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে নেইমার কিছুদিন আগেই ফিরেছেন তাঁর শৈশবের ক্লাব সান্তোসে। আপাতত ছয় মাসের চুক্তি, পরে মেয়াদ আরও এক বছর বা।ানোর সুযোগও রাখা হয়েছে। সান্তোসে দ্বিতীয় মেয়াদে মাত্র তিন ম্যাচ খেলার পরই নেইমারকে নিয়ে এই গুঞ্জন ওঠার হেতু কী? স্পেনের রেডিও ' কোপ'-এর দাবি, নেইমারের সান্তোসে ফেরা আসলে ইউরোপিয়ান ফুটবলে তাঁর ফেরার চেষ্টার ভিত্তিপ্রস্তর। ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড সান্তোসে এই ছয় মাসে খেলে দেখিয়ে দিতে চান ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের জন্য তিনি এখনো মানানসই। সান্তোসে ফিটনেস ও ছন্দ পুনরুদ্ধার করে আসল লক্ষ্য পূরণ করতে চান নেইমার। কী সেই লক্ষ্য? ২০২৬ বিশ্বকাপের আগেই ইউরোপিয়ান ফুটবলে ফেরা। আরও খোলাসা করে বললে, বার্সেলোনায় ফেরা। সান্তোস ছেড়ে ২০১৩ সালে বার্সায় যোগ দিয়েছিলেন নেইমার। চার মৌসুম সেখানে থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লা লিগা জিতে ২০১৭ সালে দলবদল ফির বিশ্ব রেকর্ড গ।ে যোগ দেন পিএসজিতে। মজার বিষয়, তার পর থেকেই নেইমারের বার্সায় ফেরার গুঞ্জন শোনা গেছে। আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর কিছুদিন এই গুঞ্জন বন্ধ ছিল। বেতন কমিয়ে সান্তোসে ফেরার পর শুরু হলো আবারও। তবে কে জানে, এবার দুইয়ে দুইয়ে চার মিলতেও পারে। গত পরশু স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম

এএস জানিয়েছে, আগামী জুলাই থেকে আগস্টের গ্রীষ্মকালীন দলবদলের বাজারে লেফট উইঙ্গার কিনতে চান বার্সার ক্রীড়া পরিচালক ডেকো। কম বেতনে যোগ দেওয়ার শর্তে রাজি হলে, কে জানে নেইমারকে হয়তো বার্সায় দেখাও যেতে পারে। স্পেনের সাংবাদিক হোয়ান ফন্তেসের দাবি, বার্সা সভাপতি ' লাপোর্তার সঙ্গে এখনো ভালো সম্পর্ক রয়েছে নেইমারের।' স্পেনের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নতুন খেলোয়া। কেনার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত বেঁধে দিয়েছেন বার্সা সভাপতি। এক. বার্সার আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় অবশ্যই ফ্রি এজেন্ট হিসেবে আসতে হবে। দুই. শারীরিক ফিটনেস ভালো হতে হবে। সান্তোসে মেয়াদ পূর্ণ করে ফ্রি এজেন্ট হওয়ার আগেই ফিটনেস ফিরে পেতে চান নেইমার। তবে গত মৌসুমেই তাঁর ক্যাম্প ন্যুতে ফেরার প্রসঙ্গে আপত্তি জানিয়েছিলেন বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক। যদিও বার্সেলোনা তারকা লামিনে ইয়ামালের আদর্শ হলেন নেইমার। উইঙ্গার রাফিনিয়াও নেইমারের জাতীয় দল সতীর্থ। তাঁরা দুজন মিলে নেইমারের বার্সায় ফেরার ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারেন, এমন সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে স্পেনের সংবাদমাধ্যম। টিএনটি স্পোর্টস ব্রাজিলের সঙ্গে এর আগে আলাপচারিতায় ডেকো নেইমারকে নিয়ে কথা বলেছিলেন। পর্তুগালের সাবেক এই মিডফিল্ডার তখন নেইমারের বার্সায় ফেরার বাধা হিসেবে উচ্চ দামের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তবে ভালো ফর্মে থাকা নেইমার ' যেকোনো দলের কাছেই কাঙ্ক্ষিত' বলে মনে করেন ডেকো। পাশাপাশি এটাও বলেছিলেন, ' (ফেরার) ব্যাপারটা একদম উ।য়ে দেওয়া যায় না।' অর্থাৎ ফিটনেস ও ছন্দে ফিরতে হবে। সান্তোসে মেয়াদ পূর্ণ করে ফ্রি এজেন্ট ও হতে হবে এবং তারপর হয়তো বেতন কমিয়ে ক্যারিয়ারের শেষ দান হিসেবে নেইমারের বার্সায় ফেরার স্বপ্ন পূরণ হলেও হতে পারে!

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com